জহুরুল ইসলাম

আওরঙ্গজেব

আওরঙজেব

[ঐতিহাসিক নাটক]

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা

স্বাধীনতা দিবস : ২৬শে মার্চ, ১৯৮০ উপলক্ষে প্রকাশিত

www.pathagar.com

রচনা কাল : ১৯৭০

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ১৯৮০
ফাল্গুন : ১৩৮৬
রবিউসসানী : ১৪০০
ই. ফা. প্রকাশনী : ২১৯

প্রকাশনায় :
শেখ ফজলুর রহমান
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ,
৬৭, পুরানা পল্টন,
ঢাকা-২

মুদ্রণে :
টগর আর্ট প্রেস
২২২, লালমোহন সাহা ষ্ট্রীট,
ঢাকা-১

প্রচ্ছদ : কারুকাজ
দাম : চৌদ্দ টাকা

AURANGZEB : An Historical Drama on his Biography written by Zahurul Islam and published by the Islamic Foundation, Bangladesh, Dacca, on the occasion of Independence Day, 26th March, 1980.
Price : Tk. Fourteen.

www.pathagar.com

শুধু সহপাঠী নয়
মন-মালঞ্চে সদা যার চপল বিহার
সেই
ওসমান গনিকে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে ইতিহাস আছে মনে করেই ইতিহাসকে মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু কালের দুর্ভাগ্যজনক চক্রান্তে সে ইতিহাসকেও বিকৃত করা হয়ে থাকে। তবে, সত্যের তেজস্ক্রিয়তা চিরদিন চেপে রাখা যায় না, একদিন সে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে মাথা তুলে ওঠেই। গ্রীক শব্দ 'হিষ্টোরিয়া' থেকে 'হিষ্টরী' কথাটার উৎপত্তি। ইংরেজীতে যার ব্যাখ্যা হয় Searching after Truth. সেই Truth বা সত্যকে কালের কুচক্র কাটিয়ে গবেষণার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেন ঐতিহাসিকেরা।

জড়তাজড়িত ইতিহাসের আওরঙজেব পাঠকদের কাছে যেমন, আজকের এই 'আওরঙজেব' সে জড়তা কাটিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন, কলঙ্কমুক্ত এক মহিমান্বিত চরিত্রের অধিকারী,—গবেষণার গৌরব এখানেই।

কেবল সিংহাসনের সাথে সম্পর্কযুক্ত রাজনৈতিক ইতিহাসে আওরঙজেব-এর সামগ্রিক জীবনের পরিচয় খুবই সীমিত থাকাই স্বাভাবিক। তার জীবনের ব্যাপক পরিচয় জানতে হলে তদানিন্তন যুগের ইতিহাস ছাড়াও সমকালীন সাহিত্য, জনশ্রুতি, প্রচলিত কাহিনী ইত্যাদির আশ্রয় নিতে হয়। তারই ভিত্তিতে গড়ে ওঠে কতো নির্ভরযোগ্য কাহিনী ও পাঠক।

আজকের 'আওরঙজেব' সে ধরনেরই একটা নাট্য রূপ। জনাব জহুরুল ইসলাম কতিপয় প্রামান্য তথ্যের ওপর নির্ভর ক'রে এ নাটকটা রচনা করেছেন। মোগল ইতিহাসের বিতর্কিত চরিত্রের আওরঙজেব এখানে অনেকাংশে বাস্তব। নানান ঘাত-প্রতিঘাতে, বিভিন্ন ঘটনা-সংঘাতে, প্রতিকূল পরিস্থিতিজনিত কার্য কারণ সম্পর্কে ও পারিপার্শ্বিকতার যুক্তির কষ্টিপাথরে আওরঙজেব এক অচলায়তন ব্যক্তিত্বের অধিকারী, আপোষহীন ন্যায়নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষ কর্তব্য পরায়ণতায় সে চরিত্র ঔদার্যে ভাস্বর। জীবনধর্মী সত্যকে বিকলাঙ্গ করার অপচেষ্টা না ক'রে নাট্যকার এখানে তারই একটা পরিচ্ছন্ন ছবি তুলে ধরেছেন।

নাটক অভিনয়ের উপাদানে পুষ্ট হলেও নিঃসন্দেহে এটা একটা জীবন-কাব্য। ইতিহাসের বক্তব্যের চেয়েও এটা আরও সুস্পষ্ট, জীবন এখানে অধিকতর প্রাঞ্জল-ভাবে প্রতিবিম্বিত। জীবনের প্রতিরূপকে জানতে হ'লে ইতিহাসের চেয়ে নাটকই বেশী সহায়ক।

সেই দৃষ্টিভঙ্গীর দিকে খেয়াল রেখেই 'আওরঙজেব' প্রকাশ করা হলো। সত্যের সমীক্ষায় প্রতিষ্ঠিত সত্যকে তুলে ধরাই হলো আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। 'আওরঙজব' পাঠক মনের জিজ্ঞাসার সদুত্তর দিতে সামান্যতম সক্ষম হলেই আমাদের উদ্দেশ্য সার্থক ব'লে মনে করবো।

—প্রকাশক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রাক্কথন

উপমহাদেশের মধ্যযুগীয় যেসব শাসকের প্রতি একশ্রেণীর ঐতিহাসিক অবিচার করেছেন, মোগল সম্রাট আওরঙজেব তাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্য। শাসনকার্যে কঠোরতা, ধর্মের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা এবং অন্যায়, অবিচার ও দুর্নীতির প্রতি আপোষহীন মনোভাবের জন্যেই প্রধাণতঃ তিনি ঐতিহাসিকদের নিকৃষ্ট শিকারে পরিণত হন। সর্বোপরি সমসাময়িককালে তার মতো বীর ও রণকুশলী সেনাধ্যক্ষ, কূটনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন সুদক্ষ শাসক এবং বিদ্যাবুদ্ধিতে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দ্বিতীয় কেউ ছিলো না। তার রাজকার্য ও শাসনব্যবস্থা পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে তার অসাধারণ নৈপুণ্য ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির স্বীকৃতি প্রত্যেকেই দিয়েছেন। কেউ দ্বিধা করেননি তার সার্বিক যোগ্যতার প্রশংসা করতে। তবুও বিস্ময়ের ব্যাপার, ইতিহাসে তিনি অযৌক্তিকভাবে নিন্দিত হয়েছেন। কিন্তু ক্যানো?

আমি ঐতিহাসিক নই। ইতিহাস রচনা করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে নাটক রচনার গৌণ উদ্দেশ্যের মধ্যে দিয়ে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছনই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইতিহাস বিকৃত হলে সকল সার্জারীর মাধ্যমে তাকে বাস্তব অবস্থায় ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব সত্যসন্ধ ঐতিহাসিকের। কিন্তু নাটকের মাধ্যমে যখন ঐতিহাসিক সত্যের বিকৃতি ঘটিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালানো হয়, তখন সত্যের প্রতি সহানুভূতিশীল যে কোনো নাট্যকারের উচিত সত্য প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসা। দুঃখের বিষয় 'শাজাহান' নাটকের রঙ্গলীলার প্রতিবাদ তো দূরের কথা, বরং সমসাময়িককালের, এমনকি পরবর্তীকালের নাট্যকারগণও সেই রঙ্গলীলায় গা ভাসিয়ে মজা পেয়েছেন। 'শাজাহান'এর নাটকীয় রঙ্গমঞ্চের যূপকাষ্ঠে আওরঙজেবকে যেভাবে বলি দেওয়া হয়েছে, সেইভাবে না হলেও, সেই রঙ্গমঞ্চে ঐতিহাসিক উপায়ে সেই 'আওরঙজেব'কে প্রতিষ্ঠা করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।

আওরঙজেবের বিরুদ্ধে স্থূলভাবে যেসব অভিযোগ আনা হয়ে থাকে, তার মূলীভূত কারণগুলোর মধ্যে প্রধান হলো 'যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা'। আর হীনমন্যতাবোধই মানসিক এই অবস্থার উৎস। এ ছাড়াও আছে পরশ্রীকাতরতা। অভিযোগগুলোর মধ্যে আছে, আওরঙজেব গোঁড়া ধার্মিক, তিনি হিন্দুদের ওপর জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন করেন, মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়েন, চাকরীর ব্যাপারে

www.pathagar.com

হিন্দুদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দ্যাখান, ইত্যাদি। অভিযোগগুলোকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করলে দ্যাখা যাবে অভিযোগকারীদের মন কতোখানি পক্ষপাত-দোষ দুষ্ট।

স্বধর্মের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও অবিচল ভক্তি শ্রদ্ধা থাকলে যদি তাকে গোঁড়া বলা হয়, তবে অশোক, হর্ষবর্ধন, রানা প্রতাপ, শিবাজী প্রমুখ কি স্ব স্ব ধর্মে গোঁড়া ছিলেন না? দ্বিতীয়তঃ 'দীন-ই-ইলাহী'র মতো কোনো নতুন ধর্মের নীতিতে নিজেকে হিন্দু কিংবা অন্য কোনো ধর্মের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বেশ ধারণ কোরে সকল ধর্মকে এক করার স্বপ্ন দ্যাখা যায় বটে, কিন্তু বাস্তবে তার কার্যকারিতা কখনোই স্থায়ীত্ব লাভ করতে পারে না। এ ধরনের চিন্তা শুধু বিলাসী খেয়ালের কথাই স্মরণ করিয়ে দ্যায়। তৃতীয়তঃ আওরঙজেব ধার্মিক ছিলেন অবশ্যই, কঠোরভাবে তিনি ধর্মের অনুশাসন পালন করতেন। তাই বলে তিনি যে গোঁড়া ছিলেন, তা প্রমাণ হয় না। কারণ রাজ্য পরিচালনার বহু ক্ষেত্রে তার উদারতার প্রচুর প্রমাণ রয়েছে। তিনি জয়সিংহ, রাজসিংহ, এমন কি যশোবন্ত সিংহের ন্যায় বিশ্বাসঘাতকেও উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত করতে দ্বিধা করেননি। কয়েকটি পদ থেকে হিন্দু কর্মচারী অপসারনের জন্যে এক আবেদনপত্রের উত্তরে তিনি লিখেছিলেন, "Religion has no concern with secular business and in matters of this kind bigotry should find no place". অতঃপর তিনি 'তোমার ধর্ম তোমার কাছে, আমার ধর্ম আমার কাছে'—কোরানের এই আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে এক ফরমান জারির মাধ্যমে সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের পাশাপাশি হিন্দু ও মুসলমান কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করেন যাতে একে অপরের প্রতি লক্ষ্য রাখতে পারে। এ ফরমানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো দুর্নীতি বন্ধ করা।

মন্দির সম্পর্কিত বেনারসের গভর্ণরের নিকট প্রেরিত আওরঙজেবের একটা ফরমান নিম্নরূপ—"...We have decided that ancient temples shall not be overthrown, but the new ones shall not be built...our Royal Command is that, after the arival of our lustrous order, you should direct that in future, no person shall in unlawful way interfere or disturb the Brahmans and the other Hindus recident in these places, so that they may, as before, remain in their ocupation and continue with peace of mind to offer up prayers for the continuance of our God-given Empire, that is destined to last for all time. Consider this as an urgent matter. Dated the 15th of Jumada II A. H, 1069 (A. D. 1659)",

www.pathagar.com

এরকম আরো ফরমান আছে যার মাধ্যমে হিন্দুদের মন্দির, জমি ও ভবন সংরক্ষণ সম্পর্কে আওরঙজেবের সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে। তবে কিছু মন্দির ভাঙা হয়েছিলো। কোনো কোনো জায়গায় বিদ্রোহী হিন্দুরা মসজিদ ভেঙে সেই স্থানে মন্দির উঠায়। সেই সব মন্দির ভেঙে পুনরায় সেখানে মসজিদ উঠানো হয়েছিলো (Muntakhib-ul-Lubab Voll. II.)।

আওরঙজেব ক্ষমতা দখলের ১৭ বছর পরে জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন করেন। কিন্তু তার বহু পূর্বে অর্থাৎ ক্ষমতায় আসার সাথে সাথেই ৮০ প্রকার কর মকুফ কোরে দেন। এ সকল করের মোট আয়ের তুলনায় জিজিয়া করের আয়ের অঙ্ক নিতান্তই নগণ্য। এই সকল করের মধ্যে ছিলো রাহারী (টোল), পান্দারী (জমি ও বাড়ীর ওপর এক ধরনের কর), শস্যের ওপর শুল্ক, হিন্দু-মুসলমান সন্ন্যাসী দরবেশদের নামে উৎসর্গীকৃত মাজার, মন্দির ও মেলায় সংগৃহীত অর্থের ওপর ধার্য কর প্রভৃতি। পক্ষান্তরে জিজিয়া কর ধরা হতো শুধুমাত্র সমর্থ হিন্দু পুরুষদের ওপর। এর বিনিময়ে সরকার তাদের জান-মালের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করতো। কিন্তু যারা মুসলিম সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতো, তাদের এ কর দিতে হতো না। আর দিতে হতো না শিশু, নারী, অসমর্থ পুরুষ, পূজারী, পুরোহিত ও ধর্মীয় নেতাদের। এই কর সম্পর্কে ঈশ্বর দাস তার ফতুহাত-ই-আলমগিরি'র ৭৩-৭৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন, "The abolition of as many as eighty taxes meant an enormous decrease in the Imperial income. This is as well as the heavy expenditure entailed in quelling disturbances and waging wars must have driven the emperor to the same conclusion. To him the re-imposition of the Zizia meant the adjustment of the Imperial finance and the discharge of a sacred duty. To say or to supposed that it was intended to effect forced conversion of the Zimmis in the Mughal Empire is a grave misrepresentation of fact. The Zimmis in the survice of the State were exempt from it. It was not exorbitant, being levied on the surplus of income over and above the cost of maintenance. Apart from this, it was not regularly collected and was frequently remitted in the case of the poor." এবং এ জন্যেই "The Mughal Empire"এ এই জিজিয়া করকে "a blessing for them (Hindus) Under Muslim rule" বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আওরঙজেব সম্পর্কে বার্নিয়ার তার Travels in the Mogul Empire গ্রন্থে লিখেছেন, "...this Prince (Alamgir) is endowed with a versatile and rare genius, that he is a consummate statesman, and a great king."

www.pathagar.com

আলেকজাণ্ডার হেমিলটন তার "A New Account of East Indies" গ্রন্থে লিখেছেন, 'He (Aurangzeb) was a Prince in every way qualified for governing. None ever understood politics better than he. The balance of distributive justice he held in equilibrium. He was brave and cunning in war, and merciful and magnanimous in peace, temparate in his diet and recreations and modest and grave in his apparel, courtious in his behaviour to his subjects and affable in his discourse. He encouraged the laws of humanity and observed them as well as those of religion."

আওরঙজেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনায়নকারী ঐতিহাসিকগণ এসব সত্যকে অস্বীকার করতে পারেননি। তবুও জোর কোরে অযৌক্তিকভাবে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে হতাশ মনে সান্ত্বনার প্রলেপ দিয়েছেন। মূলতঃ আওরঙজেবের প্রতি অবিচারের সূত্রপাত এখানে নয়। দিল্লীর সিংহাসনকে কেন্দ্র কোরে যে বিরাট এক ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হয়, সেখানেই এর মূল নিহিত আওরঙজেবের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দুর্জয় সাহস, অভূতপূর্ব রণনৈপুণ্য, সুষ্ঠু কর্মকুশলতা ও প্রশাসনিক দক্ষতার জন্যে সকল ষড়যন্ত্রই ব্যর্থ হয়, ব্যর্থ হয় দারার মতো একজন অযোগ্য অবিবেচক ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসিয়ে স্বার্থ হাসিলের গূঢ় আকাংখা। আর সেই নিদারুণ ব্যর্থ স্বপ্নটা আশাভঙ্গের প্রতিশোধ গ্রহণ করে কাগজে কলমে, যুক্তিহীন মানসিকতার একদেশদর্শিতায়।

'শাজাহান' নাটকে স্বর্গীয় ডি. এল. রায় আওরঙজেবকে উপস্থিত করেছেন একজন দুর্বল, ভীরু, বিশ্বাসঘাতক কুচক্রী হিসেবে। তেজস্বিতা ও বীরত্ব বলতে কিছুই নেই, যিনি পাপাচারের মর্মপীড়ায় অনুতপ্ত। এটা দুঃখজনক। এবং পূর্বেই আভাস দিয়েছি, এই দুঃখজনক ব্যাপারটাই আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে 'আওরঙজেব' সৃষ্টিতে।

'আওরঙজেব' নাটকের কয়েকটা দৃশ্য 'শাজাহান' নাটকের অনুরূপ করেছি। এটা আমার ইচ্ছাকৃত। দুটি নাটকের তুলনামূলক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখানোই এর একমাত্র উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে 'শাজাহানে'র প্রভাব বলে কোনোরূপ অভিযোগ আনা ঠিক হবে না।

এ নাটকে আমি পুরোপুরি ইতিহাসকে অনুসরণ করেছি বললে ভুল হবে। নাটক ইতিহাস নয়, নাটক নাটকই। তাই অনৈতিহাসিক দু'একটা চরিত্র এবং শাজাহান' নাটকের অনুরূপ অনৈতিহাসিক ঘটনা (যেমন শেষ দৃশ্য) পাঠক দর্শকদের মনে প্রশ্ন

www.pathagar.com

তুলতে পারে বলে পূর্বেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তবে সার্বিক ঘটনাপঞ্জীতে ইতিহাস বিকৃত করা হয়নি। বরং বিকৃত ইতিহাসের বিভ্রান্তিকে অপনোদন করার চেষ্টা করেছি।

আওরঙজেব নাটকে সম্রাট আওরঙজেবের পূর্ণ জীবন বা তাঁর রাজত্বের শেষ দিন পর্যন্ত ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভব হয়নি। দাক্ষিণাত্যের গভর্নর থাকাকালীন বিজাপুর অবরোধ থেকে শুরু কোরে দিল্লীর সিংহাসন আরোহন পর্যন্ত ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছি মাত্র।

নাটকের মাল-মসলা যোগাড় হয়েছে নীচের গ্রন্থপুঞ্জ থেকে :—

১। A Short History of Aurangzib by Jadunath Sarkar
২। Rise and Fall of the Mughal Empire by R. P. Tripathy
৩। Anecdotes of Aurangzib by Jadunath Sharkar (English Translation of AHKAM-I-ALAMGIRI ascribed to Hamid-ud din Khan Bahadur)
৪। The Mughal Empire by S. M. Jaffar
৫। Fatuhat-I-Alamgiri by Ishwar Das
৬। New Account of the East Indies by Alexander Hamilton
৭। Travels in the Mogul Empire by Bernier
৮। শাজাহান by ডি. এল. রায়
৯। আলমগীর by শেখ হাবিবুর রহমান সাহিত্য রত্ন

সবশেষে ব্যথা ভরা হৃদয়ে আরেকজনের নাম স্মরণ করতে হয়, যিনি এ কাজে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য ও সুযোগ দিয়ে আমার পথ সুগম করেছিলেন, তিনি স্বাধীনতার উষালগ্নে নিহত বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য।

আমার শ্রমের ফসল যদি দেশের নাট্যমোদীদের মনে এতটুকু সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। সেই হবে আমার পরম পাথেয়।

নবেম্বর ২১, ১৯৭০
১৪/৪ নিউ কলোনী
আসাদগেট, ঢাকা-৭

জহুরুল ইসলাম

www.pathagar.com

www.pathagar.com

যাঁদের নিয়ে কাহিনী

পুরুষ

শাজাহান	:	বৃদ্ধ মোগল সম্রাট
দারা	:	ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র
সুজা	:	ঐ মধ্যম পুত্র
আওরঙজেব	:	ঐ তৃতীয় পুত্র
মুরাদ	:	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র
সোলায়মান	:	দারার জ্যেষ্ঠ পুত্র
সিপার	:	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র
মোহাম্মদ	:	আওরঙজেবের পুত্র
মীরজুমলা	:	মোগল সেনাপতি
শায়েস্তা খাঁ	:	ঐ সেনাপতি
দিলীর খাঁ	:	ঐ সেনাপতি
যশোবন্তসিংহ	:	যোধপুর অধিপতি ও মোগল সেনাপতি
জয়সিংহ	:	জয়পুর অধিপতি ও মোগল সেনাপতি
ইয়ার	:	মুরাদের মোসাহেব
পিয়ার	:	ঐ

একজন ভৃত্য, দুইজন সৈনিক প্রভৃতি

হারেমবাসিনী

জাহানারা	:	সম্রাটের জ্যেষ্ঠ কন্যা
রওশনারা	:	ঐ কনিষ্ঠ কন্যা
নাদিরা	:	দারার সহধর্মিনী
জহরৎ	:	ঐ বালিকা কন্যা
দিলারা	:	সুজার কন্যা

একজন বাঁদী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম রজনীর কলাকুশলীবৃন্দ,

১৮ই মার্চ, ১৯৮০ ইং স্থান : ওয়াপদা মিলনায়তন

প্রযোজনা : রঙ্গমঞ্চ, (নাটকদল)

পরিচালনায় : এম, এ, সামাদ

চরিত্র লিপি

শাহজাহান	ওসমান গনি
দারা	শওকত আকবর
সুজা	জালাল উদ্দিন রুমী
আওরঙজেব	মোঃ আনসার
মুরাদ	আঃ সাত্তার
মহারাজ যশোবন্ত সিং	এম এ, সামাদ
,, জয়সিং	শামসুল আলম
শায়েস্তা খাঁ	বদিউজ জামান
মীর জুমলা	শামসুদ্দিন আহমেদ
দিলির খাঁ	রিয়াজুল হক
মোহাম্মদ	মোঃ আবদুল্লাহ
সোলায়মান	বাবুল
ইয়ার	শওকত আলী হাসান
পিয়ার	লাল কমল
প্রহরী	আজিজ
জাহানারা	মিনতি হোসেন
রওশনারা	ওয়াহিদা
দিলারা	মিস বিউটি
নর্তকী	সপ্না

স্বারকদ্বয় : লিয়াকত ও শাহীন

সঙ্গীত	রঙ্গমঞ্চ
মঞ্চ সজ্জা ও রূপ সজ্জা	রূপছায়া (দুলাল)
আলোক সম্পাত	রবি
অঙ্গ সজ্জা	পোশাক ঘর

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আওরঙজেব

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিজাপুর সীমান্তে আওরঙজেবের শিবির। একপাশে একটা মশাল জ্বলছে। মশালের একপাশে শিবির-দেয়ালে ঝুলোনো দু'খানা তরবারি ও একটা বর্ম। পেছনের দিকে মধ্যস্থলে একটা বসার আসন। সাদা কাপড়ে আবৃত। আসনের পেছনে বিজাপুরের এক-খানা মানচিত্র টাঙানো। একপাশে একটা সোরাহী ও একটা চীনামাটির তৈরী গ্লাস। বাইরে অবরুদ্ধ বিজাপুরের বুকে রাতের আঁধার গাঢ় হয়ে এসেছে। অদূরের মোগল-শিবির থেকে ভেসে আসছে কলরব।

অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন আওরঙজেব। হাতে একখানা পত্র। তাঁর পরনে সাধারণ বেশ—সাদা পাজামা ও সাদা বেনিয়াম। মাথায় সাদা শিরস্ত্রাণ। পায়ে সাধারণ মোগলাই নাগরা। মুখে মোগলাই ধাঁচে রাখা কালো দাড়ি-গোঁফ ছাপিয়েও ফুটে উঠেছে চিন্তার স্পষ্ট ছাপ। বার তিনেক পায়চারি কোরে মশালের কাছে এসে দাঁড়ান। হাতের পত্রখানা তুলে ধরেন চোখের সামনে। দ্রুত চোখ বুলিয়ে যান পত্রের ওপর। পড়া শেষ কোরে আবার পায়চারি করেন। দাঁড়ান এসে আসনের পাশে। শিরস্ত্রাণ খুলে আসনের 'পরে রাখেন। পাশে রাখেন পত্রখানা। সোরাহী থেকে গ্লাসে পানি ঢেলে আসনের হাতলের 'পরে বসে পান করেন। গ্লাসটা রেখে দেন যথাস্থানে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একটু চিন্তা করেন।

আওরঙজেব ॥ সম্রাটের আদেশ—যুদ্ধ বন্ধ করো। (দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরেন। আরেকবার পায়চারি করেন) অবরুদ্ধ বিজাপুরের আলী আদিল শা' সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়েছে। দু'একদিনের মধ্যেই বিজাপুর মোগলের কাছে অবনত হবে। এমনি সময়

www.pathagar.com

কি না—যুদ্ধ বন্ধ কোরো! (পায়চারি করতে যেয়েই ফিরে দাঁড়ান) আমি জানি, এ আদেশ কার। হিংসা আর দিল্লীর সিংহাসনের মোহ দারাকে উন্মাদ করেছে। তাই সে প্রতিটি কাজে আমার বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

।। দু'বার হাতে তালি দেন। সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্য প্রবেশ করে। কুর্নিশ কোরে আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়ায় ।।

আওরঙজেব ।। মীর জুমলা আর শায়েস্তা খাঁ। (ভৃত্য চলে যায় কুর্নিশ কোরে, আওরঙজেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফ্যালেন) অপরিণামদর্শী। সে জানে না কি সর্বনাস সে ডেকে আনছে। যার প্ররোচনায় ভুলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে, জানে না তার লক্ষ্য কোথায়! উঃ.....

।। প্রবেশ করেন শায়েস্তা খাঁ ও মীর জুমলা। কুর্নিশ কোরে দাঁড়ান এক পাশে। উভয়ের মুখে দাড়ি-গোঁফ। মাথায় শিরস্ত্রাণ। কটিতে তরবারি ।।

শায়েস্তা খাঁ! মীরজুমলা! আপনারাই আমার বুদ্ধি-বিবেচনা-বল-ভরসা। বিজাপুরের বিরুদ্ধে ক্যানো আমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছি, নিশ্চয়ই আপনারা তা জানেন!

শায়েস্তা খাঁ ।। জানি শাহজাদা। আর জানি বলেই আপনার অধীনে অস্ত্র-ধারণ করতে গর্ববোধ করি।

আওরঙজেব ।। আপনারা আরো জানেন, গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের দর্প চূর্ণ করার জন্যে সম্রাটের দরবারে কতোবার আকুল আবেদন জানিয়েছি।

মীরজুমলা ।। তাও জানি শাহজাদা। প্রতিবার সে আবেদন শাহানশা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

শায়েস্তা খাঁ ।। ভুল বললেন মীর সাহেব, শাহানশা প্রত্যাখ্যান করেন নি। শাহজাদা দারাই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য করেছেন। তার স্নেহের আবদার-অভিমান শাহানশা উপেক্ষা করতে পারেন নি।

আওরঙজেব ।। ঠিকই বলেছেন। কিন্তু শাহাজাদা দারার এই হীন প্রচেষ্টার কারণ কি জানেন?

www.pathagar.com

শায়েস্তা খাঁ | মীরজুমলা || জানি শাহজাদা।

মীরজুমলা ॥ এ সবই যশোবন্ত সিংহের চক্রান্ত। শাহজাদা দারা যশোবন্ত সিংহের হাতের ক্রীড়নক। বেদ বেদান্ত-উপনিষদে অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞাকে আচ্ছন্ন করেছে। আর সেই সুযোগ গ্রহণ করছে যশোবন্ত সিংহ। তাঁছাড়া তিনি এক বাবা ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ কোরে তারই পরামর্শকে চরম সিদ্ধান্ত বলে মেনে নিচ্ছেন।

শায়েস্তা খাঁ ॥ কিন্তু এর পরিণাম যে কতো ভয়াবহ, সে কথা বুঝবার মতো বিবেক তার নেই। তিনি জানেন না যে, যশোবন্ত সিংহ শ্যেণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দিল্লীর সিংহাসনের দিকে। এখনও রাজপুতনার রানা রাজসিংহকে কেন্দ্র কোরে অখণ্ড হিন্দুরাজ্য গঠনের স্বপ্নে তারা বিভোর।

আওরঙজেব ॥ আমি সব জানি শায়েস্তা খাঁ, সব বুঝি মীরজুমলা, অথচ সম্রাট বর্তমানে কি করতে পারি! তবুও আমার ক্ষমতার মধ্যে যতোটুকু সম্ভব, করার চেষ্টা করি। কিন্তু সেখানেও পদে পদে বিঘ্ন আসে।

মীরজুমলা ॥ আসুক বিঘ্ন। আসুক বিপদ। মোগলের বিজয় গৌরব অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে, মোগল-সাম্রাজ্যের কল্যাণসাধনের জন্যে সব বাধা-বিঘ্ন আমরা তুচ্ছ জ্ঞান করি।

শায়েস্তা খাঁ ॥ বাধা-বিঘ্ন বীরের জন্য নয় শাহজাদা। যারা ভীরু, যারা কাপুরুষ, তারাই বাধা-বিঘ্নকে সভয়ে পথ ছেড়ে দেয়।

আওরঙজেব ॥ আত্মবিশ্বাস আমার আছে শায়েস্তা খাঁ, আছে খোদার ওপর অটল বিশ্বাস। কিন্তু······

॥ কথা বন্ধ করেন আওরঙজেব। সাগ্রহে তাকান তাঁর দিকে শায়েস্তা খাঁ, মীরজুমলা ॥

শায়েস্তা খাঁ | মীরজুমলা || কিন্তু কি শাহজাদা?

॥ ঘাড় ফিরিয়ে তাকান আওরঙজেব আসনের ওপর রক্ষিত পত্রের দিকে। অংগুলি নির্দেশে দেখান ॥

www.pathagar.com

আওরঙজেব ।। পড়ে দেখুন।

।। শায়েস্তা খাঁ দ্রুত এগিয়ে যান আসনের কাছে। পত্রখানা তুলে নিয়ে যেয়ে দাঁড়ান মশালের পাশে। দ্রুত চোখ বুলিয়ে যান পত্রের ওপর। শেষ করেন পত্রপাঠ। পত্রখানা মীরজুমলার হাতে দেন। মীরজুমলাও মশালের পাশে যেয়ে পত্র পাঠ করেন। পাঠ শেষ হলে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন ।।

মীরজুমলা ।। না-না, এ হতে পারে না। নৌকো কূলে এনে ইচ্ছে কোরে ডুবিয়ে দেওয়া যায় না। যুদ্ধ প্রায় শেষ। দু'এক দিনের মধ্যেই বিজাপুর আত্মসমর্পন করবে। এই সময়—

আওরঙজেব ।। যুদ্ধ বন্ধ করো আর শায়েস্তা খাঁ-মীরজুমলাকে দিল্লী পাঠাও।

শায়েস্তা খাঁ ।। এই যুদ্ধের অনুমোদন আদায় করতে প্রধান মন্ত্রী শাদুল্লা খান ও আমাকে যে কি পরিশ্রম করতে হয়েছে মীরসাহেব তা জানেন। তিনিও ছিলেন আমাদের সাথে। আমরা স্বেচ্ছায় এই যুদ্ধে শরীক হওয়ার প্রস্তাব দি। আর আজ……উঃ কুচক্রী যশোবন্ত!

।। ক্রোধে আর কথা বলতে পারেন না। কোষবদ্ধ তরবারি এঁটে ধরেন ।।

মীরজুমলা ।। এ আদেশ আমরা মানবো না। বিজাপুর সম্পূর্ণ করায়ত্ব না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ হতে পারে না।

আওরঙজেব ।। রাজদ্রোহ করবেন?

মীরজুমলা ।। এই কি রাজদ্রোহ! যে যুদ্ধে সাম্রাজ্যের কল্যাণ নিহিত, যে যুদ্ধে জয় পনর আনা করায়ত্ব, বাকীটুকুও দু'একদিনের মধ্যে সম্পাদন অবশ্যম্ভাবী, সেই যুদ্ধ বন্ধ করার অদূরদর্শিতাপূর্ণ আদেশ অমান্য করা যদি রাজদ্রোহ হয়, তবে সে রাজদ্রোহী হওয়ায় আমার আপত্তি নেই শাহজাদা।

আওরঙজেব ।। আপনার কি মত শায়েস্তা খাঁ?

শায়েস্তা খাঁ ।। আমি মোগল সাম্রাজ্যের শুভাকাঙ্খী। যে কাজের পেছনে রাজ্যের অকল্যাণ নিহিত সে কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আমি যুদ্ধ চালাতে চাই।

www.pathagar.com

আওরঙজেব ॥ উত্তম। আপনারা- আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন ?

শায়েস্তা খাঁ / মীরজুমলা ॥ কি জিনিস ?

আওরঙজেব ॥ পত্রখানা শাহানশা'র নিজের হাতের লেখা নয়। এখানেও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

॥ মীরজুমলা হস্তস্থিত পত্রখানা চোখের সামনে তুলে ধরেন। ভালো কোরে লক্ষ্য করেন ॥

মীরজুমলা ॥ সত্যি তো !

শায়েস্তা খাঁ ॥ এ পত্র শাহজাদা দারার হাতের লেখা তা আমি আগেই লক্ষ্য করেছি। কিন্তু শাহানশার পাঞ্জা থাকায় আমি……

মীরজুমলা ॥ তবে কি এ পত্র জাল ?

আওরঙজেব ॥ জাল না হলেও মনে হয় শাহানশাহ্ এ বিষয়ে কিছুই জানেন না।

শায়েস্তা খাঁ ॥ যাই হোক, আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চাই।

॥ আওরঙজেব তাকান মীরজুমলার দিকে ॥

মীরজুমলা ॥ আমারও সেই মত শাহজাদা। জয়ের সিংহদ্বারে পৌঁছে ফিরে যাওয়ার দর্শন আমি পাঠ করিনি।

আওরঙজেব ॥ উত্তম। আপনাদের পরামর্শ-সাহায্য-সহানুভূতি আমার পাথেয়।

শায়েস্তা খাঁ / মীরজুমলা ॥ শাহজাদার উদ্দেশ্য সাধনে আমরা থাকবো চির অনুগত।

আওরঙজেব ॥ আপনাদের মহত্ব ও রাজভক্তির জন্য আমি কৃতার্থ—আমি ধন্য।

মঞ্চ অন্ধকার হয়

www.pathagar.com

দ্বিতীয় দৃশ্য

দিল্লীর মোগল প্রাসাদ। দারার মন্ত্রণা কক্ষ। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরের ঘটনা। ঝাড়বাতির আলোয় আলোকিত কক্ষ। মোগল কারু-কার্যখচিত সুসজ্জিত কক্ষে সুসজ্জিত আসনে উপবিষ্ট শাহজাদা দারা। জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক তাঁর দেহে। মাথায় কারুকার্য করা শিরস্ত্রাণ। পায়ে মোগলাই নাগরা। হাতে একখানা গ্রন্থ। গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন শাহজাদা। পাশে হস্তিদণ্ড নির্মিত এক-খানা তেপায়া। দারার মুখ শ্মশ্রু-গুম্ফহীন।

দারা ।। কা তব কান্তা কস্তে পুত্র
সংসার হয়মোতীব বিচিত্র।
কস্য ত্বং বা কুত আয়ত
তত্ত্বং চিন্তায় তদিদং ভ্রাতঃ ॥

।। গ্রন্থখানা বন্ধ কোরে তাকান সামনের দিকে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন ।।

দারা ।। নাহ, কেউ কারো নয়। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, দারা, পুত্র কেউ কারো নয়। আওরঙজেব তার জ্বলন্ত প্রমাণ। তবে আমি কেনো চিন্তা করবো? সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র আমি, দিল্লীর মসনদ আমারই প্রাপ্য। অথচ ধূর্ত আওরঙজেব কিনা—

।। উপস্থিত হয় যশোবন্ত সিংহ। রাজপুত পোশাকে ভূষিত। মাথায় উষ্ণীষ। কটিবন্ধে তরবারি ।।

আসুন রাজা, আসুন।

।। যশোবন্ত সিংহ দারাকে কুর্নিশ কোরে আসন গ্রহণ করেন ।।

এতো বিলম্ব? অনেকক্ষণ ধরে আপনাকে আশা করছি।

যশোবন্ত ।। বিশেষ একটা কাজে ব্যস্ত ছিলাম। ওখানা কি কেতাব?

দারা ।। উপনিষদ।

।। গ্রন্থখানা রেখে দেন পাশের তেপায়ার

www.pathagar.com

ওপর। এসময় পেছনের জানালায় শাহজাদী রওশনারার মুখ দেখা যায়। পরক্ষণেই পাশে অদৃশ্য হয়ে যায় মুখখানা ॥

যশোবন্ত ॥ শাহজাদার ভারতীয় দর্শনের ওপর এই প্রগাঢ় অনুরাগ দেখে সত্যি অবাক হতে হয়। আমার তো রীতিমতো হিংসা হয়—এ রকম পাণ্ডিত্য যদি আমার থাকতো!

দারা ॥ তবে দিগ্বিজয়ে বেরোতেন!

॥ যেন লজ্জায় আনত হয় যশোবন্ত সিংহের মুখ ॥

যশোবন্ত ॥ কি যে বলেন শাহজাদা! কোন্ হিন্দুরাজা কবে দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছে? আমরা তো আন্তরিকভাবেই মেনে নিয়েছি যে—দিল্লীশ্বরঃ বা জগদীশ্বরঃ বা।

দারা ॥ তা তো মেনেছেন। কিন্তু ত্রেতা যুগ বা দাপর যুগের ইতিহাস কি ভুলে গেলেন? মনে নেই সেই অশ্বমেধযজ্ঞের কথা? তাকে তো দিগ্বিজয়ই বলা হয়।

যশোবন্ত ॥ হলে কি হবে! সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। এখন মোগল ছত্রচ্ছায়ায় পরম নিশ্চিন্তে আমরা দিন কাটাচ্ছি।

দারা ॥ নিশ্চিন্তে! বলেন কি মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! শনি-রাহু-কেতু—তিন দুষ্টগ্রহ দিল্লীর সিংহাসনটাকে গ্রাস করার জন্যে ছুটে আসছে। আর……

যশোবন্ত ॥ গ্রহশান্তির উপায় হয়ে যাবে শাহজাদা। চিন্তার কিছুই নেই।

দারা ॥ কিছু নেই কি কোরে মহারাজ! আওরঙজেব যুদ্ধ বন্ধের আদেশ অমান্য কোরে বিজাপুর দখল করেছে। ইতিমধ্যে শাহানশার পীড়ার সংবাদ পেয়ে সুজা বাঙ্গলাদেশে বিদ্রোহ করেছে। সুরাট বন্দর দখল কোরে মুরাদ আলী নকিকে হত্যা করেছে। এবং গুজরাটে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেছে। চতুর চূড়ামণি আওরঙজেব এখনও বিদ্রোহ করেনি। তবে সসৈন্যে রাজধানীর দিকে রওয়ানা হয়েছে। তারই পরামর্শ মতো সুজা, মুরাদও এগোচ্ছে রাজধানীর দিকে। ধূর্ত আওরঙজেবের মনের গতি কেউ বুঝতে পারবে না।

www.pathagar.com

যশোবন্ত ।। কেনো বুঝতে পারবে না! এতো দিবালোকের মতো স্বচ্ছ। তার লক্ষ্য দিল্লীর সিংহাসন।

দারা ।। তা-ই কি তাকে দিতে হবে! সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র আমি। তিনি আমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছেন। সেই উত্তরাধিকার বলে আমি বার বার ওদের নিকট পত্র দিয়ে স্বস্থানে ফিরে যেতে নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু কেউ শোনেনি। উত্তরে আওরঙজেব জানিয়েছে তারা শাহানশার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফিরে যাবে।

যশোবন্ত ।। সবই ছলনা শাহজাদা, সবই ছলনা। তারা রাজধানীতে পৌঁছে যদি একযোগে শাহী ফৌজকে আক্রমণ করে, তবে তখন তাদের রোধ করা যাবে না। শাহানশাহের সংগে সাক্ষাৎ করার কথাটা নিতান্ত ভাওতা।

দারা ।। সে কথা আমিও জানি মহারাজ। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়? কি করতে হবে বুঝতে পারছিনে। আমাকে পরামর্শ দিন।

যশোবন্ত ।। এতে পরামর্শ দেওয়ার কি আছে শাহজাদা! তিন বাহিনী একত্র হওয়ার আগেই তাদের বিধ্বস্ত করা দরকার। শাহজাদাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠিয়ে তাদের বন্দী কোরে আনুন।

দারা ।। কিন্তু শাহানশা কি সে আদেশ দেবেন? স্নেহপ্রবণ পিতার কাছ থেকে কি পুত্রদের বন্দী করার আদেশ পাওয়া যাবে?

যশোবন্ত। শাহানশার আদেশের কি প্রয়োজন শাহজাদা? আপনিই এখন তার প্রতিনিধি। সুতরাং—

দারা ।। ঠিকই তো। কিন্তু যুদ্ধে তাদের পরাস্ত কোরে বন্দী করাও তো সহজ কাজ নয়! তারা তিনজনই অমিততেজা বীর। বিশেষতঃ আওরঙজেব—

যশোবন্ত ।। আওরঙজেবকে বন্দী করার ভার আমিই নেবো শাহজাদা। আমার ইংগিতে বিশ সহস্র দুর্ধর্ষ রাজপুত সৈন্য প্রাণ দেওয়ার জন্যে সর্বদা প্রস্তুত। অনুমতি পেলে বিদ্রোহী শাহজাদাকে বন্দী কোরে এনে আপনার সমীপে হাজির করতে পারি।

দারা ।। তাই হোক মহারাজ যশোবন্ত সিংহ। আওরঙজেবের বিরুদ্ধে আপনাকে, মুরাদের বিরুদ্ধে কাসেম খান এবং সুজার বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

পুত্র সোলায়মান শিকোর অধীনে জয়সিংহ ও দিলির খাঁকে প্রেরণ করা করা যাক, কি বলেন ?

যশোবন্ত ।। চমৎকার হবে।

।। নেপথ্যে রওশনারার কণ্ঠ ধ্বনিত হয়।।

রওশন ।। তা তো হবেই, মানুষের বিরুদ্ধে অমানুষ, ফেরেশতার বিরুদ্ধে শয়তান, ন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্যায়—এ কি চমৎকার না হয়ে পারে !

।। রওশনারার কণ্ঠস্বর শুনেই চমকে উঠেছিলো যশোবন্ত। দারাও। কথা শেষ হতেই ভয়-চকিত অনুচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে যশোবন্ত সিংহ দারাকে ।।

যশোবন্ত ।। কে ! কে কথা বলে ?

।। দারা কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসে রওশনারা। বহুমূল্যবান সালোয়ার-কামিজ-ওড়না শোভিতা। জড়োয়া গহনাও গায়ে ভরা। ওড়নাখানা মাথার ওপর দিয়ে এনে মুখের নিম্নাংশ পেঁচিয়ে বাঁধা ।।

দারা ।। এ কি, রওশন ! তুই !

রওশন ।। হ্যাঁ, আমি। কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছো কেনো আমাকে দেখে ! আর আপনার এই মন্ত্রণাদাতার মুখখানাই বা অমন শুকিয়ে গেলো কেনো ?

।। বক্র কটাক্ষে যশোবন্ত সিংহকে দেখায় রওশনারা ।।

দারা ।। রওশন !

।। জোর কোরে মুখে হাসি টেনে আনে যশোবন্ত ।।

যশোবন্ত ।। হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ. শাহজাদী ছেলেমানুষ—তার কথায় কি রাগ করতে আছে ! আমাকে এখন যাওয়ার অনুমতি দিন শাহজাদা।

রওশন ।। সেকি ! এক্ষুণি চলে যাবেন ? এখনো যে অনেক—অনে-ক কথা বাকী থাকলো ! তাই না ভাইয়া ?

দারা ।। রওশন ! বড়ো অসভ্য হয়েছিস তুই। লঘু-গুরু জ্ঞান —

www.pathagar.com

রওশন ॥ অম্মা, আমি আবার কি করলাম ! অনর্থক আমাকে·····

দারা ॥ একটু আগে আড়াল থেকে কি বল্‌ছিলি ?

॥ বিস্ময়ের অভিব্যক্তি রওশনারার চোখে-মুখে ॥

রওশন ॥ কৈ ! কি বল্‌ছিলাম !

॥ হঠাৎ যেন মনে পড়ে। আর হাসির আভাস ফুটে ওঠে চোখে-মুখে ॥

ও হো ! কি আশ্চর্য ! আপনি না পণ্ডিত ! বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ পড়ে পড়ে আপনার মাথার দফা রফা হয়ে গেছে। আমি যে শেখ সাদীর একটা বয়েত পাঠ করছিলাম ! নাহ্, আপনি গোল্লায় গিয়েছেন দেখছি। হেকিম ডাকার দরকার।

দারা ॥ রওশন ! ডেপোমির একটা সীমা আছে।

রওশন ॥ সীমা !

॥ খিল্‌খিল্ করে হেসে ওঠে রওশনারা ॥

আচ্ছা ভাইয়া, হঠাৎ সীমা সম্পর্কে এতো সতর্ক হয়ে পড়লেন যে ! তাও আবার এক তরফা !

॥ গর্জন কোরে আসন থেকে উঠে দাঁড়ান দারা। সংগে সংগে উঠে দাঁড়ান যশোবন্ত সিংহও ॥

দারা ॥ রওশন ! যা, বেরিয়ে যা !

যশোবন্ত ॥ আহা হা, রাগছেন কেনো শাহজাদা ! শাহজাদী নিতান্ত ছেলে-মানুষ হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ·····

দারা ॥ যা বল্‌ছি এখান থেকে !

রওশন ॥ কাকে চোখ রাঙাচ্ছেন ভাইয়া ! আমি আপনার প্রজা নই— সম্রাট শাহজাহানের কন্যা। এ প্রাসাদে আপনার যদি অধিকার থেকে থাকে, আমারও আছে।

যশোবন্ত ॥ হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ···শাহজাদী ঠিকই বলেছেন, হেঃ হেঃ হেঃ···আমি এখন আসি শাহজাদা।

॥ দ্রুত চলে যায় যশোবন্ত সিংহ। দারা কটমট কোরে তাকান রওশনারার দিকে। রওশনারা মুখ নত করে ॥

www.pathagar.com

রওশন ॥ অমন কটমট কোরে তাকাচ্ছেন কেনো? আমি বিদ্রোহ করেছি, না নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেছি! দাঁড়ান, আমি আব্বাকে স-ব বলে দেবো!

॥ অভিমানে মুখ ফুলায় রওশনারা। দারা এগিয়ে এসে বোনের কান ধরেন ॥

দারা ॥ ওরে মূর্খ, সম্রাটের স্ত্রীলিংগে সম্রাজ্ঞী হয়, তা জানিসনে!

রওশন ॥ উঃ! বড়ো লাগে—আঃ

॥ কান ছেড়ে দেন দারা! রওশনারা কানে হাত বুলোতে লাগে ॥

দারা ॥ আর কোনোদিন ব্যাকরণ ভুল হবে না তো!

রওশন ॥ উচ্ছন্নে যাক আপনার ব্যাকরণ! আমার কানটা যেন দিল্লীর সিংহাসন! টেনে তুলে নিলেই হলো! যাচ্ছি আমি আব্বার কাছে। সব কথা বলে দেবো।

দারা ॥ কি কথা বল্‌বি?

রওশন ॥ এতো সময় দু'জনে যা ষড়যন্ত্র করলেন! সবই বলে দেবো।

॥ চলতে উদ্যত হয়। বাধা দেন দারা ॥

দারা ॥ যাস্‌নে রওশন। শোন!

॥ ফিরে দাঁড়ায় রওশন। চোখে-মুখে কৃত্রিম ক্রোধ ॥

রওশন ॥ না, শোনবো না। আপনার সম্রাট হওয়ার সখ মিটিয়ে দেবো!

॥ চলে যেতে উদ্যত হয়। আবার বাধা দেন দারা ॥

দারা ॥ লক্ষ্মী বোন, যাস্‌নে। খুব ভালো উপহার দেবো তোকে।

॥ ফিরে এসে দাঁড়ায় রওশনারা দারার নিকটে ॥

রওশন ॥ কি উপহার দেবেন?

দারা ॥ আমার এই মুক্তোর মালা।

॥ কণ্ঠের হার হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করেন দারা ॥

রওশন ॥ ও মালায় আমার লোভ নেই।

www.pathagar.com

॥ তাচ্ছিল্যভরে মাথা দোলাতে লাগে রওশনারা ॥

দারা ॥ তবে কি উপহার চাস বল্ !

রওশন ॥ যা চাই দেবেন ?

দারা ॥ বল্‌না কি চাস ?

রওশন ॥ ময়ূর সিংহাসনটা দেবেন আমাকে ?

দারা ॥ ছিঃ বোন ! আব্বা এখনো জীবিত।

রওশন ॥ তাতে কি হয়েছে ! আপনি তো সিংহাসনে বারো আনা বসে গেছেন। বাকী চার আনারও ব্যবস্থা করছেন। দিন না ভাইয়া আমাকে সিংহাসনটা !

দারা ॥ নাহ, তুই বড়ো বকাটে হয়েছিস।

রওশন ॥ জানি, তা আপনি দেবেন না। একা একা সিংহাসন ভোগ করতে চান। আর তারই জন্যে ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন।

দারা ॥ কি বলছিস তুই রওশন ! তারা বিদ্রোহ করেছে। সিংহাসন অধিকার করার জন্যে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে।

রওশন ॥ এটা তো আপনার ঐ মন্ত্রণাদাতার মিথ্যা আশংকা। সেজ ভাইয়া আওরঙজেব যে বারবার পত্র দ্বারা সম্রাটের সংগে সাক্ষাতের আকাঙ্খা জানিয়েছেন, তা বুঝি বিশ্বাস হলো না ?

দারা ॥ ধূর্ত আওরঙজেবের কুটনীতি তুই বুঝবিনে রওশন।

রওশন ॥ ধূর্ত তিনি নন ভাইয়া। তাঁর তীক্ষ্ণ জ্ঞান-বুদ্ধি, দূরদর্শিতা ও শৌর্যবীর্যের কাছে আপনাদের পরাজয় স্বীকার করতে লজ্জা করে। তাই তাকে এতো ভয় ! আর সেই জন্যেই তাকে ধূর্ত বলে আখ্যা দেন।

দারা ॥ সংযত হয়ে কথা বল রওশন। আমি তোর খেলার সাথী নই।

রওশন ॥ তা জানি, আপনি কুচক্রীদের হাতের খেলার পুতুল। কিন্তু এর পরিণাম একবার ভেবে দেখেছেন ?

দারা ॥ চুপ ! কালকের মেয়ে ! আমাকে আসে উপদেশ দিতে !

॥ রাগে রাগে গম্ভীরভাবে আসনে উপবেশন করেন দারা ॥

রওশন ॥ উপদেশ নয় ভাইয়া। সত্যি কথাই বলছি। ভাইয়ে-ভাইয়ে যুদ্ধ

www.pathagar.com

কোরে নিজেদেরই ক্ষয় হতে হবে। মাঝে পড়ে লাভ হবে শিয়ালের।

॥ রওশনারা চলে যায়। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে একবার তাকান দারা। বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করেন। মনের মধ্যে জেগে ওঠে উপনিষদের শ্লোক। মনে মনে বলেন ঃ

কা তব কান্তা কাস্তে পুত্র ॥
সংসার হয়মোতিব বিচিত্র ॥
কস্ত ত্বং বা কুত আয়ত ॥
তত্ত্বং চিন্তায় তদিদং ভ্রাতঃ ॥

(মানসিক চিন্তার সংলাপগুলো ব্যাক গ্রাউণ্ড থেকে মাইকযোগে চাপা কণ্ঠে বলতে হবে)

দারা ॥ ঠিক। উপনিষদ ঠিক কথাই বলেছেন। স্ত্রী-পুত্র-ভ্রাতা-ভগ্নী-মাতা-পিতা কেউ কারো নয়। আমিই আমার। আমার চিন্তা আমাকেই করতে হবে। কথায় বলে—'নিজে বাঁচলে বাবার নাম।' সেই নিজেকেই বাঁচাতে হবে। নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নিজে চেষ্টা না করলে কেউ আমার জন্যে চেষ্টা কোরে দেবে না।

॥ কথা বন্ধ কোরে আরো কিছুক্ষণ চিন্তা করেন দারা। উঠে একটু পায়চারি করেন। হঠাৎ ফিরে দাঁড়ান ॥

ভ্রাতৃপ্রেম! ভাই! রাজকার্যে ভ্রাতৃপ্রেম অচল। স্নেহ, প্রেম, বাৎসল্য—এসব দুর্বলতা। রাজনীতিতে এর কোনো স্থান নেই—কোনো স্থান নেই।

॥ আসনে যেয়ে বসেন দারা। তেপায়ার ওপর থেকে তুলে নেন উপনিষদ। পাতা উল্টাতে লাগেন। ধীরে ধীরে উপস্থিত হন জাহানারা। সাদা সালোয়ার-কামিজ-ওড়না শোভিতা। অলংকার বিবর্জিতা প্রায় ॥

www.pathagar.com

জাহানারা ॥ ভাইয়া !

॥ চম্‌কে ফিরে তাকান দারা। উপনিষদ হাতে করেই উঠে দাঁড়ান ॥

দারা ॥ কে ! ও, জাহানারা !

॥ দারার হাতের গ্রন্থের দিকে তাকান জাহানারা ॥

জাহানারা ॥ ওখানা কি গ্রন্থ ?

দারা ॥ এই···একখানা ধর্মগ্রন্থ।

॥ সংকোচে মাথা নত করেন ॥

জাহানারা ॥ ধর্মগ্রন্থ নিয়ে রাজকার্য পরিচালনা করা যায় না ভাইয়া। বিশেষ কোরে গীতার মধ্যে মোগল সাম্রাজ্যের শাসনের কোনো সূত্র খুঁজে পাবে না। ওতে আছে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের রক্তক্ষয়ী সমাধান। সে সমাধান তো তোমার জন্যে নয় !

দারা ॥ দ্বন্দ্ব যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে, তখন তাকে এড়িয়ে যাওয়ার কী সমাধান আশা করা যায় জাহানারা ?

জাহানারা ॥ চরম পর্যায়ে পৌঁছানোর সুযোগ না দিলেই হলো। সেখানেই তো দূরদর্শিতার পরিচয়।

দারা ॥ তোমাদের কাছে দূরদর্শিতা বলে আমার কিছুই নেই। কিন্তু—

জাহানারা ॥ দুঃখ করো না ভাইয়া। তোমার মংগলের জন্যেই বলছি। শুধু মন্ত্রণাদাতার ওপর নির্ভর কোরে যদি গীতা-উপনিষদ নিয়েই দিন কাটাও, তবে একদিন রাজ্য হারিয়ে নির্জনে বসে ঐ গীতা-উপনিষদই সার করতে হবে। সেদিন তোমার অশ্রু মুছাবার জন্যে পাশে কোনো মন্ত্রণাদাতাকেই পাবে না।

দারা ॥ তুমিও শেষ পর্যন্ত এই বললে ! বেশ, বলো যার যা খুশী !

॥ অভিমানে সিক্ত হয় দারার কণ্ঠ ॥

জাহানারা ॥ আগেই তো বলেছি, তোমার মংগলের জন্যেই—

দারা ॥ মংগল ! মংগল !! মংগল !!! কি মংগল তোমাদের এ কথার মধ্যে লুকিয়ে আছে তা আমার বোধের অগম্য। সম্রাট আমার মংগল চান, তুমি আমার মংগল চাও, নাদিরা-রওশনারাও চায়, হয়তো সুজা-আওরংজেব-মুরাদও আমার পরম মংগল কামনা করে।

www.pathagar.com

শুধু আমিই বুঝতে পারলাম না, কোন্‌টা আমার পক্ষে মংগল আর কোন্‌টা অমংগল।

জাহানারা ॥ ভাইয়া, তোমার মতো সুজা, আওরঙজেব, মুরাদও আমার সহোদর। তবুও আব্বা যেমন তোমাকে বেশী স্নেহ করেন, আমিও তেমনি তোমাকে ভালোবাসি। তাই তোমার জন্যে এতো চিন্তা করি। ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যের শাসন রশ্মি তোমার হস্তগত হয়েছে। শাহানশার প্রতিনিধি হয়ে তুমিই শাসন-কাজ পরিচালনা করছো। এই ক্ষমতা যদি বজায় রাখতে চাও, তবে হুশিয়ার হয়ে অগ্রসর হতে হবে।

দারা ॥ হুশিয়ার হয়েই আমি অগ্রসর হচ্ছি।

জাহানারা ॥ হুশিয়ার কাকে বলছো ভাইয়া! আওরঙজেব তোমার বয়োকনিষ্ঠ। কিন্তু বীরত্বে, কূটনীতিতে, যুদ্ধ পরিচালনায় তার শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করা যায় না। সুজা-মুরাদ অতো দূরদর্শী না হলেও শৌর্যে-বীর্যে তাদেরও তুলনা বিরল। তারা অগ্রসর হচ্ছে রাজধানীর দিকে। এখন তাদের বাধা দিলে তোমারই সর্বনাশ হবে। তাদের আসতে দাও। শাহানশার সংগে মোলাকাত হোক। তিনিই তাদের বুঝিয়ে নিজ নিজ সুবায় ফেরৎ পাঠাবেন। আর তা হলেই তোমার স্বপ্ন সফল হবে।

দারা ॥ অলীক কল্পনা দিয়ে যে স্বপ্ন রচনা করা হয়, তা কোনোদিনই সফল হয় না জাহানারা। সসৈন্যে তারা দিল্লীতে আসছে শুধু শাহানশার সাথে মোলাকাত করার জন্যে নয়। দিল্লীর সিংহাসনই তাদের হাতছানি দিয়ে টেনে আনছে। তাদের যে গুণে তোমরা মুহ্যমান, যে বীরত্বে সন্ত্রস্ত, তা হয়তো আমার মধ্যে নেই। কিন্তু বিদ্রোহীকে কি কোরে শায়েস্তা করতে হয়, তা আমার জানা আছে। আর আমি ভীরুও নই।

জাহানারা ॥ তুমি ভীরু—এ কথা আমি বলিনি। আমি বলতে চেয়েছি—তুমি একা, আর তারা তিনজন।

দারা ॥ তিন বিদ্রোহী শিশুর ভয়ে মোগল-সিংহাসনের পাশে দাঁড়িয়ে ভয়ে মূর্ছা যাওয়ার ছেলে দারা নয়।

জাহানারা ॥ দর্শনতত্ত্বই তোমার জ্ঞানের আকাশে অহমিকার কালো মেঘ

www.pathagar.com

জমিয়ে তুলেছে। আমি শেষবারের মতো তোমাকে বলে যাচ্ছি, ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কাজ করো। হাতের ঢিল ছুঁড়ে দিলে তা আর ফিরে আসবে না।

।। চলে যান জাহানারা। কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকেন দারা ।।

দারা ।। শত্রু। সবাই শত্রু। কেউই চায়না যে, আমি দিল্লীর সিংহাসন লাভ করি!

।। পায়চারী করেন বার দুই। শিরস্ত্রাণ খুলে রাখেন আসনের ওপর ।।

মঞ্চ অন্ধকার হয়

www.pathagar.com

তৃতীয় দৃশ্য

আগ্রার দুর্গ প্রাসাদ। সম্রাট শাজাহানের কক্ষ। মধ্যযুগীয় মোগল শিল্পকলার চরম স্বাক্ষর কক্ষটির সর্বাংগে। মূল্যবান মখমল কাপড়ে ঢাকা বিছানা। তার 'পরে আধশোয়া অবস্থায় আলবোলা টানছেন বৃদ্ধ সম্রাট। ঘরের মাঝে ঝাড়বাতি টাঙানো। একপাশে রৌপ্য-নির্মিত ছোটো র‍্যাকে কয়েকখানা গ্রন্থ আর একখানা কোরান শরীফ। তার পাশে একটা উঁচু হস্তিদন্তের তেপায়ার ওপর রক্ষিত কোহিনুর খচিত রাজমুকুট। অপর পাশে একটা সোরাহী। একটা সুবর্ণ তেপায়ার ওপর সুবর্ণ গ্লাস।

অপরাহ্ন। ধূমপান করছেন সম্রাট। চিন্তান্বিত দেখা যাচ্ছে তাঁকে। আলবোলার নলটা একপাশে রেখে দেন। উঠে ধীরে ধীরে এগিয়ে যান জানালার দিকে। জানালা থেকে দেখা যায় দূরে যমুনা নদীর অপর কূলে দাঁড়িয়ে আছে তাজমহল। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন সেদিকে সম্রাট।

ধীরে ধীরে এসে উপবেশন করেন শয্যায়। আলবোলার নলটা তুলে মুখে দেন। কিন্তু টানলে ধোঁয়া বেরোয় না। আবার রেখে দেন নলটা। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন। তাকান মুকুটের দিকে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ান। তারপর এগিয়ে যান ধীরে ধীরে মুকুটের পাশে। ধীরে হাতে তুলে নেন মুকুটখানা। নাড়াচাড়া করতে করতে চিন্তা করেন। কে যেন তার মনের মধ্যে প্রশ্ন তোলে :

মহামূল্যবান কোহিনুর পাথর খচিত এই রাজমুকুট, ঐ তাজমহল, ময়ূরসিংহাসন দেওয়ানী-আম, দেওয়ানী খাস—এ সব কার টাকায় তৈরী হয়েছে? কার টাকা? কার জন্যে? প্রজার টাকা তোমার ধনাগারে রক্ষিত। তুমি রক্ষক। কিন্তু রক্ষক হয়ে তুমি ভক্ষক সাজলে কেনো? কেনো?? কেনো???

।। চিৎকার করে মুকুটখানা বুকে চেপে ধরেন সম্রাট ।।

শাজাহান ।। না-না-না, এ টাকা আমার। এ সম্পদ আমার। আমিই এর

www.pathagar.com

মালিক। আমি সম্রাট। আমার সম্পদ আমিই ব্যয় করবো।

।। হাঁপাতে, হাঁপাতে, কাঁপতে কাঁপতে এসে বসে পড়েন। বসে বসে হাঁপাতে লাগেন। পেটা ঘড়িতে আঘাত করেন। সংগে সংগে হাজির হয় একজন বাঁদী। কুর্নিশ কোরে দাঁড়ায়।। সম্রাট ইশারায় আলবোলার কলকে দেখিয়ে দেন। বাঁদী কলকে নিয়ে চলে যায়। মুকুটখানা হাতে কোরে নাড়া-চাড়া করতে লাগেন সম্রাট। উপস্থিত হন জাহানারা।।

জাহানারা।। আব্বা!

।। ফিরে তাকান সম্রাট কন্যার দিকে।।

শাজাহান।। জাহানারা এসেছিস? আয় মা, কাছে আয়!

জাহানারা।। আপনাকে উত্তেজিত দেখা যাচ্ছে আব্বা।

শাজাহান।। উত্তেজিত! (একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন) কি যেন এক দুঃস্বপ্ন সব সময় আমার মনকে পীড়া দেয়। (একটু চিন্তা করেন) আচ্ছা মা, রাজকোষে যে ধন-সম্পদ আছে, তা কার বলতে পারিস?

জাহানারা।। এসব চিন্তা এখন থাক আব্বা। আপনার শরীর অসুস্থ।

শাজাহান।। না মা, তুই বল। শুনতে না পারলে আমি স্বস্তি পাচ্ছিনে।

জাহানারা।। আপনারই আব্বা।

শাজাহান।। জাহানারা!

জাহানারা।। আব্বা!

শাজাহান।। এ কথা তো আমিই জানি জাহানারা। তবে তোর কাছে জিজ্ঞেস করছি কেনো? মোগল সাম্রাজ্যে বিদ্যায় বুদ্ধিতে তোর মতো—

জাহানারা।। আব্বা! এ আলোচনা পরে হবে।

শাজাহান।। না জাহানারা, পরে নয়। এই মুকুট, ঐ তাজমহল, ময়ূর সিংহাসন—এ সব তৈরীর টাকা কার? এসব ধন সম্পদ কার? বল জাহানারা, এসব—

জাহানারা।। আমার চেয়ে আপনিই তো ভালো জানেন আব্বা!

www.pathagar.com

শাজাহান ॥ না মা, যখন জানবার কথা, হয়তো তখন আমি জগতে অক্ষয় কীর্তি স্থাপনের স্বপ্নে বিভোর ছিলাম। তুই বল মা, ঐ কোরান শরীফে কি বলে ?

॥ কোরান শরীফের দিকে ইশারা করেন ॥

জাহানারা ॥ কোরান শরীফে বলে, 'দুনিয়ার সকল সম্পদ আল্লার।' এবং 'সে সবই মানুষের জন্যে।'

শাজাহান ॥ হুঁ। এ কথা আমিও পড়েছি কোরান শরীফে। কিন্তু কি জানিস মা. খেয়াল কোরে তলিয়ে চিন্তা কোরে দেখিনি কোনোদিন।

॥ একটু চিন্তা কোরে মাথা নাড়তে নাড়তে আবার বলেন ॥

ঠিক, আমি রক্ষক হয়ে ভক্ষক সেজেছি। গরীব প্রজাদের উন্নতির চেষ্টা না কোরে আমি মোগল স্থাপত্যের উজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করেছি।

জাহানারা ॥ কিন্তু আপনার রাজ্যে প্রজারা তো সুখেই আছে। কারো কোনো দুঃখ-কষ্ট নেই।

শাজাহান ॥ মোগলদের সুখের সাথে কি সে সুখের তুলনা হয়! তার মধ্যে যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। তাদের জীবনধারনের মান আরো উন্নত হওয়া প্রয়োজন ছিলো মা। মানুষের সম্পদ মানুষের কাজেই ব্যয় হওয়া উচিত। কিন্তু আজ মৃত্যুর কূলে দাঁড়িয়ে ও-পারের খেয়া তরীর অপেক্ষা করছি, আজ আর……আচ্ছা জাহানারা !

জাহানারা ॥ আব্বা !

শাজাহান ॥ রাজকোষের ধন-সম্পদকে জনসাধারণের সম্পদ বলে চারপুত্রের মধ্যে কে মনে করতে পারে বল তো? কে এই বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের উপযুক্ত শাসক হতে পারে ?

জাহানারা ॥ আপনি তো দারাকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছেন আব্বা !

শাজাহান ॥ হ্যাঁ, দারাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছি। জ্যেষ্ঠ পুত্র। আমার স্নেহের অনেকখানি সে অধিকার কোরে বসে আছে। তার সরল একনিষ্ঠ পিতৃভক্তির কাছে আমি বড়ো দুর্বল মা। কিন্তু জানিস, আওরঙজেবের শৌর্য-বীর্য, বিচার-বুদ্ধি, জ্ঞান-গরিমা, ধর্মের

www.pathagar.com

প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা আমাকে মুগ্ধ করে। সে যদি জ্যেষ্ঠ হতো আমি পরমানন্দে তাকে সিংহাসনে বসিয়ে অন্তিম নিশ্বাস নিতে পারতাম। আমার চারপুত্রের মধ্যে সম্রাট হওয়ার সে-ই সর্বাংশে উপযুক্ত। সুজা, মুরাদ……হ্যাঁ মা, মুরাদ নাকি গুজরাটে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেছে?

।। অকস্মাৎ উপস্থিত হয় রওশনারা।

রওশন ।। শুধু সম্রাট বলে ঘোষণা করা নয় আব্বা, তিন শাহজাদা সসৈন্যে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

শাজাহান ।। দিল্লীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে! কেনো?

রওশন ।। আপনার পীড়ার সংবাদ শুনে তাঁরা বিচলিত। তাই—

শাজাহান ।। তাই বল! পিতৃভক্ত সন্তান। পিতার পীড়ার সংবাদ শুনে কোন্‌পুত্র স্থির থাকতে পারে! আসুক, তারা আসুক! বহুদিন তাদের মুখ দর্শন করিনি। জানি না কখন অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসে।

।। বাঁদী এসে আলবোলার কলকে লাগিয়ে দিয়ে যায়। সম্রাট নলটা হাতে তুলে নিয়ে মুখে দেন ।।

মা জাহানারা!

জাহানারা ।। আব্বা!

শাজাহান ।। এটা রেখে দে তো মা।

।। মুকুটটা এগিয়ে দেন। জাহানারা মুকুটখানা নিয়ে যথাস্থানে রাখেন ।।

রওশন ।। আব্বা!

শাজাহান ।। কি মা!

রওশন ।। বড়ো ভাইয়ার অদূরদর্শিতার জন্যে মহাসর্বনাশ হতে চলেছে!

।। আলবোলার নল হাতে নিয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকান সম্রাট রওশনারার দিকে ।।

শাজাহান ।। কি অদূরদর্শিতা?

রওশন ।। আপনার যাবতীয় সংবাদ অন্য তিন ভাইয়ের কাছে এমনভাবে গোপন রাখছেন, যার ফলে তারা সন্দেহ করছেন, আপনি বেঁচে

www.pathagar.com

আছেন কি না !

জাহানারা ।। রওশন !

শাজাহান ।। বলতে দে মা, বলতে দে। বল মা, তারপর ?

রওশন ।। সেই সন্দেহের বশে তারা ছুটে আসছেন দিল্লীর দিকে। পথে তাদের ফিরে যেতে আদেশ দেওয়া হয়েছে।

শাজাহান ।। কৈ, আমি তো আদেশ দিইনি।

রওশন ।। তবুও আদেশপত্র গেছে। উত্তরে সেজ ভাইয়া জানিয়েছেন—শাহানশার সংগে সাক্ষাৎ কোরেই ফিরে যাবেন।

শাজাহান ।। বেশ তো ! আসুক। আমি সাগ্রহে অপেক্ষা করবো।

রওশন ।। কিন্তু তাদের আসতে দেওয়া হবে না।

শাজাহান ।। কেনো ? কে আটকাবে তাদের ? তারা তো শুধু সুবাদার নয়, তারা আমার পুত্র। আর আমিও শুধু সম্রাট নই—পিতাও। পিতার কাছে পুত্র আসবে, তাতে কে বাধা দেবে রওশন ?

।। আলবোলার নল মুখে দেন ।।

রওশন ।। শুধু বাধা দেওয়া নয় আব্বা, তাদের বন্দী করারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

।। সম্রাটের হাত থেকে নল পড়ে যায় ।।

শাজাহান ।। বন্দী ! বন্দী করার ব্যবস্থা হয়েছে ! সুজা-আওরঙজেব-মুরাদকে বন্দী করার ব্যবস্থা হয়েছে ! কে করেছে ব্যবস্থা ?

রওশন ।। বড়ো ভাইয়া।

শাজাহান ।। দারা ! দারা তার ছোটো ভাইদের বন্দী করবে ! জাহানারা ! শুনছিস জাহানারা ! জানালা বন্ধ কর্ জাহানারা, জানালা বন্ধ কর্, একথা বাতাসে ভেসে যেয়ে যমুনার ওপারের ঐ তাজমহলের গায়ে লাগলে তাজের মর্মর পাথর ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

।। দু'হাতে মাথা এঁটে ধরেন সম্রাট ।।

জাহানারা ।। আপনি স্থির হোন আব্বা।

শাজাহান ।। স্থির হবো ! সত্যি আমি স্থির হতে চাই। চিরতরে স্থির হতে চাই।

।। পেটা ঘড়িতে আঘাত করেন। একজন বাঁদী হাজির হয়ে কুর্নিশ করে ।।

দারা।

www.pathagar.com

জাহানারা ॥ ভাইয়া এখনো দিল্লী থেকে এসে পৌঁছেনি আব্বা!

বাঁদী ॥ এই মাত্র এসেছেন শাহজাদী!

জাহানারা ॥ আচ্ছা, ডেকে দে!

॥ চলে যায় বাঁদী।

শাজাহান ॥ এসব খবর জানিস তুই জাহানারা?

জাহানারা ॥ জানি আব্বা। আমি ভাইয়াকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু··

শাজাহান ॥ হুঁ। কিন্তু আমাকে বলিস্‌নি কেনো? আমি নিজে তাদের ফিরে যেতে—এ—না, তাদের আগমনে বাধা দিতে দারাকে নিষেধ করতাম।

॥ উপস্থিত হয় দারা।

দারা ॥ আমায় ডেকেছেন আব্বা?

॥ একদৃষ্টে তাকান সম্রাট দারার দিকে ॥

শাজাহান ॥ দারা!

দারা ॥ আব্বা!

শাজাহান ॥ আমি তোমার পিতা?

দারা ॥ আব্বা!

শাজাহান ॥ সুজা, আওরঙজেব, মুরাদ তোমার ভাই?

দারা ॥ হ্যাঁ আব্বা।

শাজাহান ॥ সম্রাট কে?

দারা ॥ আপনি আব্বা।

শাজাহান ॥ তবে কেনো তুমি আমার সমস্ত সংবাদ ওদের তিনজনের কাছে গোপন রেখেছো? কেনো আমার সংগে সাক্ষাতে তাদের বাধা দিচ্ছো?

দারা ॥ আমি কোনো সংবাদ গোপন রাখিনি আব্বা। আপনার সাথে সাক্ষাৎ করা তাদের শুধু ছলনা। তারা বিদ্রোহী।

শাজাহান ॥ কিসে বুঝলে তারা বিদ্রোহী?

দারা ॥ সুজা বাঙলাদেশে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। এখন সিংহাসন অধিকার করার জন্যে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে। মুরাদ সুরাট বন্দর লুণ্ঠন করেছে। আলী নকিকে হত্যা করেছে।

শাজাহান ॥ আলী নকিকে হত্যা করেছে! সে কি! রাজভক্ত কর্তব্যনি

www.pathagar.com

আলী নকিকে হত্যা করার কারণ ?

দারা ।। সে নাকি মুরাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে আমার সংগে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো, এই তার অপরাধ।

শাজাহান ।। হুঁ। তারপর ?

দারা ।। তারপর বিদ্রোহ ঘোষণার সাথে সাথে নিজেকে সম্রাট বলেও ঘোষণা করেছে। এখন আওরঙজেবের সংগে এগিয়ে আসছে সিংহাসন অধিকার করতে।

শাজাহান ।। তাহলে আওরঙজেবও বিদ্রোহী ?

দারা ।। না, সে বিদ্রোহ ঘোষণা করেনি বটে। সে চতুর, ধূর্ত। আসলে সুজা ও মুরাদকে সে-ই ক্ষেপিয়ে দিয়েছে। তাদের সংগে যথারীতি যোগাযোগ রাখার জন্যে সে বিজাপুর-বঙ্গদেশ-গুজরাট এক কোরে ফেলেছে। ডাক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছে।

রওশন ।। একজন শাসকের উপযুক্ত কাজই তিনি করেছেন।

জাহানারা ।। এ কাজের জন্যে তাকে দোষারোপ করছো ভাইয়া ? সে বরং পুরস্কার পাওয়ার মতোই কাজ করেছে। তাকে অভিনন্দন জানানোই উচিত।

দারা ।। কিন্তু এর পেছনে তার যে অভিসন্ধি রয়েছে, তা—

রওশন ।। যে কাজ ভালো, তার পেছনে কোনোদিন অভিসন্ধি থাকতে পারে না, থাকে মংগল। স্বার্থপর যারা, তারাই তার মধ্যে অভিসন্ধির গন্ধ পায়।

।। দারা কটমট কোরে তাকায় রওশনার দিকে ।।

জাহানারা ।। বাজে বকিসনে রওশন।

রওশন ।। রওশনারা যে বাজে বকে না, এ কথা যেদিন বুঝতে পারবে, সেদিন আমার বাজে কথাগুলো শোধরানোর আর কোনোই পথ থাকবে না।

।। চলে যায় দ্রুত কক্ষান্তরে ।।

শাজাহান ।। হুঁ। তারপর ? তারপর কি হয়েছে ? কি করেছে তারা ?

দারা ।। তারা তিনজনই সিংহাসন অধিকার করবার জন্যে অগ্রসর হচ্ছে।

জাহানারা ।। এ তোমার অমূলক আশঙ্কা ভাইয়া।

দারা ।। অমূলক নয়, এ সত্য। আমার গুপ্তচরেরা সত্য খবরই এনেছে।

www.pathagar.com

শাজাহান ॥ তারা সিংহাসন অধিকার করার জন্যে এগিয়ে আসছে ?

দারা ॥ হ্যাঁ আব্বা। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য আমি ব্যর্থ কোরে দেবো। আমি সুজার বিরুদ্ধে সোলায়মানের অধীনে জয়সিংহ ও দিলির খাঁকে, আওরঙজেবের বিরুদ্ধে যশোবন্ত সিংহকে এবং মুরাদের বিরুদ্ধে কাশিম খাঁকে পাঠিয়েছি।

জাহানারা ॥ এ কাজটা কি ঠিক করেছো ? এতে যে মহা সর্বনাশ হবে ! তারা না আব্বার সাক্ষাৎ প্রার্থী বলে সংবাদ পাঠিয়েছে ! আর তুমি তার উত্তরে যুদ্ধের দামামাই বাজালে ! এই বুদ্ধি নিয়েই তুমি দিল্লীর সিংহাসনে বসবে !

শাজাহান ॥ তাই তো জিজ্ঞেস করছিলাম—সম্রাট কে ! এতো কিছু ঘটে গেছে, এতোদূর তুমি এগিয়েছো, অথচ আমি কিছুই জানিনে !

জাহানারা ॥ তোমার এই হঠকারিতার জন্যেই আজ তারা বিদ্রোহী।

দারা ॥ এ আমার হঠকারিতা নয়, এর প্রয়োজন ছিলো।

শাজাহান ॥ কিন্তু তার চেয়েও প্রয়োজন ছিলো আমাকে জানানো। আমাকে না জানিয়ে তুমি এতোদূর উঠবার স্পর্ধা পেলে কোথায় ? তোমার মতো তারাও আমার পুত্র, একথা কি তুমি ভুলে গেছো দারা ?

দারা ॥ পথ থেকে তাদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যেই বাহিনী পাঠিয়েছি আলী জাঁ, যুদ্ধ করার জন্যে নয়।

শাজাহান ॥ কিন্তু কেনো ? পীড়িত পিতার সংগে সাক্ষাতে কেনো তুমি বাদ-সাধতে চাও ! এই অপরিণামদর্শিতার জন্যে তোমাকেই ভুগতে হবে।

॥ উঠে পায়চারি করতে শুরু করেন। কয়েকবার পায়চারি করে স্থির হয়ে দাঁড়ান। পুনরায় পায়চারি করতে করতে ॥

আশ্চর্য ! যে পুত্ররা কোনদিন আমার সামনে মাথা তুলতে সাহস পায়নি, যারা নির্বিবাদে আমার সকল নির্দেশ মেনে নিয়েছে, আজ তারা বিদ্রোহী ! কিন্তু কেনো ? কেনো ?

[দ্রুত ফিরে দাঁড়ান দারার দিকে। উত্তেজনায় শরীর কাঁপতে লাগে। টলে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলে জাহানারা এসে ধরেন। আস্তে

www.pathagar.com

আস্তে বসিয়ে দেন বিছানায়। বসে হাঁপাতে লাগেন! হাঁপাতে হাঁপাতে তাকান দারার দিকে॥

তুমি, তুমিই এর জন্যে দায়ী। প্রথম থেকে তোমার ব্যবহারে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে! অপরিণামদর্শী! শান্তভাবে, শান্তির সঙ্গে সবকিছু করা যেতো। কিন্তু……

দারা॥ কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য যদি শুধু আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাই হবে, তবে সসৈন্যে রণসাজে আসবে কেনো?

জাহানারা॥ যেহেতু তারা বুদ্ধিমান, মুর্খ নয়। প্রথম থেকে তোমার ব্যবহার তাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। তারা সসৈন্যে না এলে যে তুমি সহজে তাদের রেহাই দেবেনা, এ আশংকা করা এখন তাদের পক্ষে অন্যায় নয়। আমি এখনো অনুরোধ করছি—অন্যের প্ররোচণায় পরিচালিত হয়ে, ভ্রাতৃবিরোধের আগুন জ্বেলো না। মোগল সাম্রাজ্যটা পুড়িয়ে ছারখার করো না।

দারা॥ জানিনে রওশান তোমাদের কি বলেছে। কিন্তু আমি হলফ কোরে বলতে পারি, আওরঙজেবের উদ্দেশ্য সিংহাসন অধিকার করা। সেই রকমই একটা চুক্তি তাদের মধ্যে হয়েছে। দিল্লী পৌঁছতে পারলে শঠতা, এবং কূট কৌশলের বলে সে তার উদ্দেশ্য সফল করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না। কিন্তু সে সুযোগ তাকে আমি দেব না।

জাহানারা॥ তাই বুঝি তার বিরুদ্ধে যশোবন্ত সিংহের ন্যায় একজন স্বার্থপর কুচক্রীকে পাঠিয়েছো তাকে বন্দী করতে!

দারা॥ বন্দী নয়, তাকে ফিরে যেতে বাধ্য করতে। যদি ফিরে না যায় তবে……

শাজাহান॥ তাকে বন্দী করবে! মুর্খ! আওরঙজেবকে যতো দুর্বল মনে করছো, সে ততো দুর্বল নয়। তার অসাধারণ সাহস আর রণ নৈপুণ্যের কথা ভুলে গেছো? মনে করো সেই কান্দাহার অবরোধের কথা, মনে করো বলখ রণাংগনের কথা, দাক্ষিণাত্যের রাজাদের সাথে অবিশ্রান্ত যুদ্ধের কথা। পরাজয় কোনোদিন তাকে বরণ করতে হয়নি। সে ন্যায়নিষ্ঠ ধার্মিক। সে ঘুমন্ত

www.pathagar.com

সিংহ। তাকে জাগিও না। আমি জানি, আমাদের বহু আমীর ওমরা, সেনাপতি-রাজকর্মচারী তাকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। এই পরিস্থিতিতে তুমি যে কাজ করেছো, তাতে তোমারই সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। যাও তোমার বাহিনী ফিরে আসার আদেশপত্র লিখে নিয়ে এসো ; আমি স্বাক্ষর করে দিচ্ছি।

দারা ।। কিন্তু—

জাহানারা ।। অবুঝ হয়ো না ভাইয়া। তুমি শাহানশার জ্যেষ্ঠপুত্র। দিল্লীর সিংহাসনের তুমিই ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী। তোমার এই দুর্বলতা সাজে না। এ অমূলক আশংকা মন থেকে মুছে ফেলো। যাও, আদেশপত্র লিখে নিয়ে এসো।

দারা ।। কিন্তু—

শাজাহান ।। কোনো কিন্তু নয়। যা বলছি তাই করো। ওরে পাগল, আমি পিতা, তারা আমার পুত্র। তাদের আগ্রায় আসতে দে'। আমি তাদের সামনে যেয়ে একবার দাঁড়ালে তারা শান্ত-সুবোধ ছেলের মতো নিজেদের সুবায় চলে যাবে। বিদ্রোহী পুত্রদের শান্ত করার ক্ষমতা পিতারই আছে। যাও, আদেশপত্র লিখে নিয়ে এসো।

মঞ্চ অন্ধকার হয়

www.pathagar.com

দর্শন শাস্ত্রেই জীবন উৎসর্গ করেছেন। শাসনকার্যের যোগ্যতা তাঁর নেই। শাহানশাহের মৃত্যুর পর আমরা আপনাকেই সমর্থন করবো শাহাজাদা।

সুজা।। আপনার কথা আমি ভুলবো না মহারাজ। আপনি এখন আসুন। প্রভাতেই আমি সসৈন্যে বঙ্গদেশে ফিরে যাবো।

।। জয়সিংহ কুর্নিশ কোরে চলে যান।।

বাংলার মাটি, বাংলার আকাশ, বাংলার বাতাস, বাংলার সবুজ আলপনা যেন আমাকে আকুল কোরে তোলে। এতো মায়া ভরা ও-দেশ! বাংলা ছেড়ে এই কাশি পর্যন্ত এসেছি, আর যেন সামনে মন এগোতে চায় না। কি যাদু জানে ঐ বাংলা! আমি মোগলসম্রাট শাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজা, এ কথা যেন ভুলে যাই। বাংলা আমাকে অলস করেছে। আমাকে কবি করেছে।

।। উঠে পায়চারি করতে শুরু করেন। কয়েকবার পায়চারি কোরে দাঁড়ান।।

সিংহাসন। এও একমায়া। লোভ, মোহ আর মাৎসর্য—এই তিনটে রিপু যেন সর্বদা ঘিরে রেখেছে ঐ দিল্লীর সিংহাসনটাকে. এ রিপুর বন্ধন আমি কাটিয়ে উঠতে জানি। সিংহাসন আমার কাম্য নয়। অথচ শাহজাদা দারার মতো কোনো অযোগ্য অপরিণামদর্শীর হাতে পড়ে মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস হোক, এও আমি চাই না। শাহজাদা আওরঙজেবেরও এই মত। বয়োকনিষ্ঠ হলেও তার ধর্মনিষ্ঠা, সাহসিকতা, রণ-নৈপুন্য, বিদ্যা-বুদ্ধি ও অসাধারণ ধীশক্তিতে আমি মুগ্ধ। তাকে আমি শ্রদ্ধা করি। সেই-ই একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি, যে সুষ্ঠুভাবে মোগল সাম্রাজ্য পরিচালনায় সক্ষম। তবে সে নিস্পৃহ। সিংহাসনের মোহ তার নেই।

।। উপস্থিত হয় দিলারা। সুজার ষোড়শী কন্যা। শাড়ী পরিহিতা। চেহারায় মোগল চিহ্ন। কিন্তু বেশভূষায় খাঁটি বাংগালী সেজেছে।।

www.pathagar.com

চতুর্থ দৃশ্য

কাশী। সুজার শিবির। সুসজ্জিত আসনে উপবিষ্ট সুজা। সুবেশ-ধারী বলিষ্ঠ চেহারা। মাথায় শিরস্ত্রাণ। চোখে-মুখে বুদ্ধির দীপ্তি। শিবির অভ্যন্তরভাগ মোগল রুচি সম্মত আসবাবপত্রে সজ্জিত। দীপাধারে জ্বলন্ত প্রদীপ রাতের আঁধার দূর করার জন্যে মৃদু আলোক বিকিরণ করছে। সুজার অল্প দূরে দাঁড়িয়ে জয়সিংহ। রাজপুত পোশাকে সুসজ্জিত।

সুজা ॥ মহারাজ জয়সিংহ, শাহানশা যদি জীবিতই থেকে থাকেন, তবে কেনো তিনি নিজে পত্র লেখেননি?

জয়সিংহ ॥ শাহানশা পীড়িত শাহজাদা।

সুজা ॥ সেই সুযোগে বুঝি শাহজাদা দারা সিংহাসন দখল করেছেন!

জয়সিংহ ॥ না শাহাজাদা, তিনি শাহানশার প্রতিনিধি হয়ে রাজকার্য পরিচালনা করছেন।

সুজা ॥ মহারাজ জয়সিংহ, আপনিই বলুন, দারার মনে যদি শয়তানি না থাকবে, তবে কেনো সে আমার বিরুদ্ধে তার পুত্র সোলায়মানের অধীনে দিলির খাঁ ও আপনাকে পাঠাবেন?

জয়সিংহ ॥ শাহজাদা, আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি। আমরা এসেছি শাহানশার আদেশ জানাতে। তাঁর ইচ্ছা—আপনি বঙ্গদেশে ফিরে যান।

সুজা ॥ কিন্তু এ আদেশ শাহানশার নয়—এ দারার আদেশ।

জয়সিংহ ॥ আমায় বিশ্বাস করুন শাহজাদা। শাহানশা স্বয়ং এই আদেশ দিয়েছেন।

সুজা ॥ আপনাকে অবিশ্বাসের আমার কিছুই নেই মহারাজ। শাহানশার আদেশ আমি অবনত মস্তকে পালন করবো। কিন্তু দারার কোনো আদেশ আমি গ্রাহ্য করিনা। তার প্রাধান্য আমি স্বীকার করতে রাজী নই।

জয়সিংহ ॥ আমিও শাহজাদাকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। শাহজাদা দারা দিল্লীর সিংহাসনের ভাবী অধীশ্বরের অনুপযুক্ত। তিনি

www.pathagar.com

দিলারা ॥ আব্বা !

॥ সুজা গভীর দৃষ্টিতে তাকান কন্যার দিকে। মুখে ফোটে মৃদু হাসি ॥

সুজা ॥ বাহ্, চমৎকার ! আমার মা তো সুন্দর বাংগালী সেজেছে। কে বলবে দিলারা মোগলদুহিতা !

দিলারা ॥ আমার শাড়ী পড়তে ভালো লাগে আব্বা।

সুজা ॥ বেশ তো, শাড়ীই পরবে। এবার বাংলায় যেয়ে তোমাকে আরো কয়েকখানা মসলিন শাড়ী কিনে দেবো।

দিলারা ॥ আম্মা মোটে শাড়ী পরতে দেন না। শুধু রাগ করেন।

সুজা ॥ আর রাগ করবেন না। আমি রাগ করতে নিষেধ কোরে দেবো।

দিলারা ॥ একটু আগে কে এসেছিলো আব্বা ?

সুজা ॥ বিকানিরের মহারাজ জয়সিংহ। সোলায়মানের অধীনে দিলির খাঁ ও তাকে পাঠিয়েছেন শাহানশাহ। তাঁর আদেশ, আমাকে সুবায় ফিরে যেতে হবে।

দিলারা ॥ দাদু আদেশ করেছেন সুবায় ফিরে যেতে ? তা যদি হবে, তবে সোলায়মান ভাইয়ার সাথে দিলির খাঁ ও জয়সিংহের আসার কি দরকার ছিলো আব্বা ? তাছাড়া সোলায়মান ভাইয়া আপনার সংগে সাক্ষাৎ না কোরে জয়সিংহকেই বা কেনোন পাঠাবেন ?

সুজা ॥ মারহাবা ! এই তো মা আমার চমৎকার রাজনৈতিক জ্ঞান লাভ করেছে।

॥ উঠে কন্যার পিঠে সাদরে হাত বুলান সুজা ॥

এ কথা আমিও চিন্তা করেছি মা। শস্য-শ্যামল বাংলার শান্ত হাওয়ায় আমার মনটাও বড়ো শান্ত হয়ে গেছে। যুদ্ধ-বিগ্রহের অশান্তি থেকে দূরে থাকতেই ভালো লাগে। ভালো লাগে বাংলার মাটিতে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে।

দিলারা ॥ কিন্তু যদি ওরা হঠাৎ রাত্রে আমাদের আক্রমণ করে ?

সুজা ॥ রাত্রে অতর্কিতভাবে অক্রামণ করা নীতিবিরুদ্ধ। বিশেষতঃ শাহানশার নির্দেশ—আমাকে বাংলায় ফিরে যাওয়ার অনুরোধ

www.pathagar.com

জ্ঞাপন করা। আর সে প্রস্তাব আমি মেনেও নিয়েছি। সুতরাং যুদ্ধের কোনো প্রশ্নই ওঠেনা। তবু যদি সোলায়মান আক্রমণ করে, তবে রাত্রে নয়—দিনের আলোকে আক্রমণ করবে। আর তাই যদি সে করে তবে তোমার আব্বা দুর্বল-ভীরু কাপুরুষ নয়—বাংলার মনোরম আবহাওয়া তার মনকে কোমল করলেও সে সম্রাট শাজাহানের পুত্র—বিশ্বাসঘাতকতা ও শঠতার সমুচিত শিক্ষা দিতে সে সম্পূর্ণ সক্ষম।

দিলারা ।। আমার যেন কেমন ভয় করছে আব্বা। ঐ রাজাগুলো বড়ো কুচক্রী। ওরা সব সময় ষড়যন্ত্রের তালেই আছে। বড়ো চাচাকে ওরা হাত কোরে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে।

সুজা ।। ঠিক বলেছিস মা। দিল্লীর সিংহাসন ঘিরে ওরা চক্রান্তের জাল সৃষ্টি কোরে চলেছে। মূর্খ দারা তা বুঝতে পারছে না। ওদেরই কুপরামর্শে ছোটো তিন ভাইকে সে বঞ্চিত করার চেষ্টায় মেতেছে। তার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতে হবে।

দিলারা ।। আব্বা !

।। গভীর দৃষ্টিতে তাকান সুজা কন্যার দিকে। মাথায় হাত দিয়ে আদর করেন ।।

সুজা ।। মা দিলারা। তোমার সেই গানটা শুনাও তো মা !

দিলারা ।। কোন গান আব্বা ?

সুজা ।। ঐ যে কাল রাতে গাচ্ছিলে একটা নতুন গান।

দিলারা ।। ও — "প্রেমের বীণায় আকুল করা সুরের মায়া জাগে" ?

সুজা ।। হ্যাঁ মা। গাও !

।। সুজা উপবেশন করেন আসনে। আর দিলারা গান গাইতে শুরু করে ।।

গান

প্রেমের বীণায় আকুল করা
সুরের মায়া জাগে।
আকাশ-বাতাস হয় যে আকুল
তারই অনুরাগে ।।

www.pathagar.com

খোদার মহিমাতে ভরা
কি অপরূপ শান্তিক্ষরা
অমিয় সে সুরের দোলা
ধরায় সদা লাগে।

খোদার প্রেমে আকুল ধরা
আকুল পশু পাখী,
তাঁরই প্রেমে গান গেয়ে যায়
বাতাস থাকি' থাকি'।

লতাপাতা চাঁদ-সিতারা
সাগর-নদী আত্মহারা,
আকুল করা সুর তোলে আর
খোদার দিদার মাগে॥

॥ সুজা ভাবভোলা চিত্তে কন্যার গান শুনছিলেন আর মৃদু মৃদু মাথা দোলানোর সাথে হাতে তাল দিচ্ছিলেন। দিলারার গান শেষ হওয়ার সাথে সাথে দূরে কামান গর্জন কোরে ওঠে। সুজা চমকে উঠে দাঁড়ান। দিলারা পিতার গায় গায় দাঁড়ায়॥

সুজা ॥ কামান গর্জন! এতো রাতে কামান গর্জন! তবে কি সোলায়মান অতর্কিতভাবে আক্রমণ করলো!

॥ পুনরায় কামান গর্জন কোরে ওঠে। সেই সংগে শোনা যায় সৈন্যদের কোলাহল ॥

দিলারা ॥ আব্বা! এ বিপক্ষের কামান। নিশ্চয়ই শত্রুরা আক্রমণ করেছে।

সুজা ॥ তুই অপেক্ষা কর মা, আমি এক্ষণি দেখে আস্‌ছি।

দিলারা ॥ না আব্বা, আপনি যাবেন না।

সুজা ॥ ভয় নেই মা। তুমি তোমার আম্মার কাছে যাও। আমি যাবো আর আসবো।

॥ দ্রুত বেরিয়ে যান সুজা। দিলারা দাঁড়িয়ে থাকে। আবার কামান গর্জন কোরে ওঠে। দিলারা তাকায় শিবির গায়ে রক্ষিত তরবারির

www.pathagar.com

দিকে। এগিয়ে যেয়ে খাপ থেকে তরবারি বের কোরে নেয়। তরবারি আসনের ওপর রেখে শাড়ীর আঁচল মাজায় জড়িয়ে পুনরায় তরবারি হাতে কোরে দৃপ্ত ভংগীতে দাঁড়ায়।।

দিলারা।। নিশাচর বিশ্বাসঘাতক জয়সিংহ! মোগলকুলের কলংক সোলায়মান, এসো, তোমাদের কঠোর সাজা নিয়ে যাও! আব্বাকে ছলনায় ভুলিয়ে এখন কি না এই রাতের আঁধারে দস্যুর মতো সৈন্য শিবিরে হামলা চালানো! যদি একবার তোমাদের সামনে পাই, তবে এই তরবারির এক এক কোপে তোমাদের মস্তক দেহচ্যুৎ করবো।

।। দ্রুত উপস্থিত হন সুজা। চোখে-মুখে হতাশার ছাপ।।

সুজা।। দিলারা! সর্বনাশ হয়ে গেছে দিলারা। সোলায়মান, দিলির খাঁ ও জয়সিংহের আকস্মিক আক্রমণে আমাদের বহু সৈন্য হতাহত। যারা জীবিত, তারা প্রাণ ভয়ে কে কোথায় পালাচ্ছে তার ঠিক নেই। আমাদের এক্ষণি রওয়ানা হতে হবে।

দিলারা।। কোথায় আব্বা?

সুজা।। বঙ্গদেশে। সেনাপতি নৌকোর ব্যবস্থা করেছে। নৌকাযোগেই যাত্রা করবো। এক্ষণি এ শিবির ত্যাগ করতে হবে। বিলম্ব হলে ওরা আমাদের বন্দী করবে।

দিলারা।। আমরা যদি এখন যুদ্ধ করি, তাহলে—

সুজা।। তা হয় না মা। আমাদের সৈন্য সব ছত্রভংগ। যে যেদিক পারছে, পালাচ্ছে। এ সর্বনাশ আমিই করেছি মা। শয়তানের ছলনায় ভুলে……কিন্তু বেঈমান কাপুরুষ নরপিশাচের দল যে এ ভাবে যুদ্ধরীতি ভংগ করবে, দস্যু-তস্করের মতো নৈশ অন্ধকারে অতর্কিত হামলা চালাবে, তা কে জানতো! আমি এর প্রতিশোধ নেবো। এ শাঠ্যের উপযুক্ত প্রতিফল দারাকে ভোগ করতেই হবে। তার মোগল সিংহাসনের আশাকে আমি পথের ধূলায় রেণু রেণু কোরে মিশিয়ে দেবো।

দিলারা।। আব্বা!

সুজা।। হ্যাঁ মা, চল আর বিলম্ব নয়।

www.pathagar.com

।। দিলারার হাত ধরে নিয়ে চলে যান। দূরে মুহুর্মুহু কামান ও গোলাগুলীর শব্দ। সেই সংগে আর্ত কোলাহল। কিছুক্ষণ গোলাগুলীর শব্দ হওয়ার পর থেমে যায়। চারদিক নিস্তব্ধ। অল্পক্ষণ পরেই নিস্তব্ধতার বুকে কয়েক জোড়া পায়ের শব্দের প্রতিধ্বনি ওঠে। হাজির হয় মুক্ত তরবারি হাতে জয়সিংহ, সোলায়মান ও দিলির খাঁ।।

সোলায়মান।। সুবাদার কোথায়?

।। চারদিকে তাকায় সকলে। দিলির খাঁ ও জয়সিংহ এদিক-ওদিক উঁকি-ঝুঁকিও মারে।।

জয়সিংহ।। বোধহয় পালিয়েছেন।

সোলায়মান।। দিলির খাঁ, বাইরে খোঁজ নিন। পিতার আদেশ, তাকে বন্দী করতেই হবে।

।। চলে যায় দিলির খাঁ।।

জয়সিংহ।। আমাদের পরিকল্পনা চমৎকারভাবে উৎরে গেছে। শাহজাদা সুজার সৈন্য শিবিরে প্রায় সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছিলো। হঠাৎ আক্রমণে তারা অধিকাংশই প্রাণ দিয়েছে।

।। উভয়ে তরবারি কোষবদ্ধ করেন।।

সোলায়মান।। কিন্তু এই নৈশ অভিযান, দস্যুর মতো হামলা—সত্যি বলছি মহারাজ, আমার বিবেক সায় দেয়নি। যুদ্ধরীতি তো এ নয়।

জয়সিংহ।। রীতি-নীতির কথা সব সময় চিন্তা করলে চলে না। আপনার পিতা শাহজাদা দারার নির্দেশ—যে কোনো উপায়ে হোক, শাহজাদা সুজাকে বন্দী করতে হবে।

সোলায়মান।। তাই বলে এতো বড়ো একটা বিশ্বাসঘাতকতা! তাকে বাংলায় ফিরে যেতে রাজি করিয়ে, আক্রমণের সকল রকম সম্ভাবনা থেকে তাঁর মনকে মুক্ত কোরে এইভাবে নৈশ হামলা—আমার বুদ্ধিতে এ পরিকল্পনা সম্ভব হতো না মহারাজ।

জয়সিংহ।। সেইজন্যেই তো শাহজাদা দারা আমাকে পাঠিয়েছেন শুধু সময়োচিত বুদ্ধি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য।

www.pathagar.com

সোলায়মান ॥ যাক, যুদ্ধ তো শেষ। জয়ও আমাদের হয়েছে। এখন পিতৃ-আজ্ঞা পালনই আমার একমাত্র কাম্য। যে কোনো প্রকারে হোক, পিতৃব্য সুলতান সুজাকে বন্দী করতেই হবে।

॥ দিলির খাঁ ফিরে আসে ॥

পিতৃব্যের সন্ধান পেয়েছেন দিলির খাঁ?

দিলির ॥ পেয়েছি শাহজাদা। তিনি সপরিবারে নৌকোযোগে বাংলার দিকে রওনা হয়েছেন।

সোলায়মান ॥ এক্ষণি তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করুন। তাকে বন্দী করতেই হবে। চলুন।

মঞ্চ অন্ধকার হয়

www.pathagar.com

পঞ্চম দৃশ্য

নর্মদাকূলে ধর্মতের রণ-প্রান্তর। শাহজাদা মুরাদের শিবির। বাইরে রাতের থমথমে আঁধার। শিবির অভ্যন্তরে দীপাধারে প্রদীপ জ্বলছে। শিবির গাত্রে কোষবদ্ধ তরবারি রক্ষিত। মাঝে একটি সুসজ্জিত আসন। এক পাশে পানির সোরাহি ও তেপায়ার ওপর রৌপ্য গ্লাস।

ইয়ার ও পিয়ার নামে শাহজাদা মুরাদের দুই মোসাহেব তরবারি নিয়ে যুদ্ধের অভিনয় করছে। দু'জনেরই মুখে অল্প দাড়ি। গোঁফের দুই কানি লম্বা। উভয়ের শরীরে মোগলাই পোশাক। ইয়ারের বাম চোয়ালে একটা বড়ো কালো আঁচিল আর পিয়ারের কপালে একটা বড়ো আব। যুদ্ধ করতে করতে উভয়ে বাদ-প্রতিবাদ করছে।

ইয়ার ॥ পিয়ার—

পিয়ার ॥ ইয়ার—

ইয়ার ॥ তোর কপালের আব সাম্‌লা পিয়ার।

পিয়ার ॥ তোর চোয়ালের আঁচিল সাম্‌লা ইয়ার।

ইয়ার ॥ এই—আঁচিলের খোঁটা দিবি তো দেবো এক—

পিয়ার ॥ তুই আবের খোঁটা দিবি তো দেবো দুই—

ইয়ার ॥ তোর কপালে দুঃখ আছে।

পিয়ার ॥ তোর কপালে কষ্ট আছে।

ইয়ার ॥ পিয়ার—

পিয়ার ॥ ইয়ার—

॥ হঠাৎ উপস্থিত হন মুরাদ ॥

মুরাদ ॥ এ কি! কি করছো তোমরা?

॥ সন্ত্রস্ত হয়ে যুদ্ধ বন্ধ কোরে উভয়ে কুর্নিশ করে ॥

ইয়ার ॥ আমি না জাঁহাপনা, এই পিয়ার—

পিয়ার ॥ আমি না আলমপনা, এই ইয়ার—

ইয়ার ॥ মিথ্যে কথা।

পিয়ার ॥ মিথ্যে কথা।

www.pathagar.com

মুরাদ ॥ সত্য মিথ্যার রাজনীতি ঐ নর্মদা নদীতে ভাসিয়ে দাও।

ইয়ার ॥ হক বাত।

পিয়ার ॥ সাচ্চা বাত।

মুরাদ ॥ হঠাৎ তোমরা যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী হতে চলেছো যে?

ইয়ার ॥ জি জাঁহাপনা, যুদ্ধ হঠাৎই বাধে কি না! এই ধরুন, আজকের যুদ্ধ। জাঁহাপনার যেমন বল, তেমনি কৌশল। তাই নারে পিয়ার?

পিয়ার ॥ যা বলেছিস ইয়ার। আলমপনার বীরত্ব দেখে আমার শরীরের হিমেল রক্তে আগুন ধরে একেবারে থগ্‌বগ্‌ থগ্‌বগ্‌ করতে লাগলো।

॥ আসনে উপবেশন করন মুরাদ ॥

ইয়ার ॥ কি বলবো জাঁহাপনা, আপনি যখন যশোবন্তের সৈন্যগুলো ঘ্যাঁচ্‌ ঘ্যাঁচ্‌ করে কচুকাটা করছিলেন, তখন দূরে গাছের ডালে বসে আমি আনন্দে বাঁদর নাচ নেচেছি।

॥ বলতে বলতে দুতিনবার নেচে দেখায় ইয়ার ॥

মুরাদ ॥ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ……

পিয়ার ॥ সত্যি আলমপনা, ইয়ার যখন বাঁদর নাচ নাচে, আমি তখন তলায় দাঁড়িয়ে ভালুক নাচ নেচেছি।

॥ পিয়ারও নেচে ওঠে ॥

মুরাদ ॥ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ……

পিয়ার ॥ তাই তো দু'জনে যুদ্ধ বিদ্যা শিখছি, জাঁহাপনার পাশে দাঁড়িয়ে একটু বীরত্ব ফলানোর জন্যে।

পিয়ার ॥ না আলমপনা, পিয়ারত্ব তথা ইয়ারত্বকে বীরত্বের পুরুষত্ব দিয়ে গুরুত্ব বাড়ানোর জন্যে।

মুরাদ ॥ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ… বাবা পিয়ার চাঁদ, তোমার ঐ সমস্‌কিড়ি-মিড়ি থামাও বাবা। যশোবন্ত সিংহের চল্লিশ হাজার সৈন্য শায়েস্তা করতে আমার তরবারির ধার নষ্ট হয়নি, শরীরও ক্লান্ত হয়নি। কিন্তু তোমার ঐ সমস্‌কিড়িমিড়ির পাকচক্রে আমার আক্কেল গুড়ুম।

www.pathagar.com

ইয়ার ॥ বীর বটে জাঁহাপনা। জাহাঁপনার হাতের তরবারিতে যেন বিজলী চিড়িক পিড়িক করতে লাগলো আর কমবখ্‌ত্‌ কাফেরগুলো মড়াৎ মড়াৎ কোরে জমিনে লুটিয়ে পড়তে লাগলো।

পিয়ার ॥ আর সাথে সাথে তাদের বুকের রক্ত পানির ফোয়ারার মতো ছ্যান্নাত্‌ ছ্যান্নাত্‌ করে উঠতে লাগলো।

ইয়ার ॥ ওদিকে আরেক কাণ্ড।

পিয়ার ॥ যারে বলে অকাল কুষ্মাণ্ড।

ইয়ার ॥ জাহাঁপনা এদিকে যুদ্ধ করতে করতে গলদং ঘর্মং আর ওদিকে শাহজাদা আওরঙজেব সেই যুদ্ধক্ষেত্রে—

পিয়ার ॥ সেই শত্রু সৈন্যদের মধ্যে—

ইয়ার ॥ দিব্যি বে-আক্কেলের মতো আছরের নামাজ পড়তে লেগে গেলো!

পিয়ার ॥ কাণ্ডজ্ঞান বলতে চুলোর ছাই একটুও যদি থেকে থাকে। এতোই যদি ধর্মে মতি, তবে মক্কায় চলে যাও না বাপু! নিরস মন নিয়ে আবার রাজনীতিতে মাথা গলানো কেনো?

মুরাদ ॥ আরে তার কথা ছেড়ে দাও। ধর্মকর্ম নিয়েই তার জীবন কাটবে। রাজনীতির সে কি বোঝে?

ইয়ার ॥ কিছুই না, কিছুই না। রাজনীতি এক বুঝতেন শাহানশা শাজাহান। তাঁর সমস্ত গুণ জাঁহাপনার মধ্যেই বর্তেছে। এখন মোগল সিংহাসনের উপযুক্ত যদি কেউ থেকে থাকেন—

পিয়ার ॥ তবে সে আমাদের এই আলমপনা।

ইয়ার ॥ হক বাত।

মুরাদ ॥ আচ্ছা, শাহজাদা দারা সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা?

ইয়ার ॥ তার কথা বলবেন না জাহাঁপনা। সে তো কাফের বনে গেছে।

পিয়ার ॥ বেদ-বেদান্ত উপনিষদ-গীতা নিয়েই তার দিন কাটে। সে এখন লালদাস বাবা ঠাকুরের চেলা।

ইয়ার ॥ রাজত্ব চালানোর কোনো যোগ্যতাই তার নেই।

মুরাদ ॥ শাহজাদা সুজা?

পিয়ার ॥ তিনি বুদ্ধিমান বীর বটে, কিন্তু—

www.pathagar.com

ইয়ার ॥ তার বুদ্ধি-বীরত্ব মরচে ধরে গেছে।

পিয়ার ॥ বঙ্গদেশে বাস করতে করতে ভেতো বাংগালী বনে গেছে।

ইয়ার ॥ তার দ্বারাও আর কোনো কিছু হবে না।

পিয়ার ॥ তাই তো আলমপনা, আমরা তরবারি চালনা শিখছি।

মুরাদ ॥ কেনো ?

ইয়ার ॥ আমরা দু'জনে তরবারির দুই খোঁচায় দারা ও সুজার মাথা দুটো খ্যাঁচ কোরে নামিয়ে এনে জাহাপনার চরণতলে ইনাম দেবো।

মুরাদ ॥ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ··· না বাবা ইয়ার চাঁদ, তোমাদের মুখের রসামৃত পান করতেই আমার ভালো লাগে। তরবারি চালনা শিক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই। দারা-সুজাকে সোজা করতে আমার বামবাহুই যথেষ্ট। ভ্রাতা আওরঙজেব ধার্মিক মানুষ। রাজত্বে তার কোনো প্রয়োজন নেই। তবু যদি সে সিংহাসনের দিকে হাত বাড়ায়, তবে আমার এই দক্ষিণ বাহুই রইলো তার জন্যে। কি বলো ?

ইয়ার ॥ পিয়ার ॥ হক বাত। সাচ্চা বাত।

ইয়ার ॥ জাঁহাপনা মহাবীর রোস্তমের সাক্ষাৎ ধর্মভাই।

পিয়ার ॥ আলমপনার তরবারি ঠিক যেন হযরত আলীর জুলফিকর।

ইয়ার ॥ দিগ্বিজয়ে চেংগিচ খাঁ-তৈমুর লং।

পিয়ার ॥ আর রাজ্য শাসনে শাহানশা আকবর।

মুরাদ ॥ এই নাও তোমাদের পারিতোষিক।

॥ গলা থেকে দু'ছড়া মুক্তাহার খুলে দেন মুরাদ মোসাহেবদ্বয়কে। হার নিয়ে উভয়ে কুর্নিশ করে। উপস্থিত হন আওরঙজেব ॥

আওরঙজেব ॥ মুরাদ !

॥ ইয়ার-পিয়ারে চমকে উঠে আওরঙজেবকে কুর্নিশ করে। মুরাদ আসন থেকে উঠে দাঁড়ান ॥

মুরাদ ॥ এই যে ভাইয়া, আসুন!

www.pathagar.com

॥ মুরাদ ইয়ার-পিয়ারকে চলে যেতে ইংগিত করেন। তারা কুর্নিশ করতে করতে বেরিয়ে যায় ॥

আওরঙজেব। আমি মুগ্ধ হয়েছি মুরাদ তোমার বীরত্ব দর্শনে। তোমার বাহুবলেই আজকের যুদ্ধে জয়ী হতে পেরেছি। পরম করুণাময় খোদাকে হাজার শোকর যে, যশোবন্ত সিংহের বিশাল বাহিনী আমাদের হ'টাতে পারেনি।

মুরাদ ॥ কি যে বলেন ভাইয়া। সম্রাট শাজাহানের পুত্রের সামনে দাঁড়াবে যশোবন্ত সিংহের মতো একজন কুচক্রী রাজপুত।

আওরঙজেব ॥ তা অবশ্যই। কিন্তু সত্যি মুরাদ, তোমার বেপরোয়া যুদ্ধ দেখে অবাক না হয়ে পারা যায় না।

মুরাদ ॥ দেখুন ভাইয়া, আমি দুটো জিনিসেরই সমঝদার। তরবারি আর সংগীত। তরবারি দিয়ে রাজ্য জয় ও রাজ্যশাসন করবো এবং ক্লান্ত হলে আমোদ-প্রমোদ ও সংগীত সুধায় সে ক্লান্তি দূর করবো। আপনাদের রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি যাই বলেন না কেনো, সবই আমার এই দুই নীতির মধ্যে।

॥ প্রবেশ করে শাহজাদা মোহাম্মদ। বলিষ্ঠ-সুন্দর-সুশ্রী যুবক। মাথায় শিরস্ত্রাণ কটিবন্ধে তরবারি। চোখে মুখে প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তি ॥

মোহাম্মদ ॥ আব্বা!

আওরঙজেব ॥ কি মোহাম্মদ! কি খবর?

মোহাম্মদ ॥ মহারাজ যশোবন্ত সিং আমাদের শিবিরের চারদিকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফিরা করছে।

মুরাদ ॥ যশোবন্ত সিংহ!

মোহাম্মদ ॥ হ্যাঁ আব্বা! অনেকক্ষণ ধরে আমাদের সৈন্য শিবির প্রদক্ষিণ করছে। আমরা তাকে—

আওরঙজেব ॥ না। তাকে প্রদক্ষিণ করতে দাও!

মুরাদ ॥ সে কি ভাইয়া! নিশ্চয়ই মনে মনে সে কোনো শয়তানি বুদ্ধি এঁটেছে। তাকে ছাড়া উচিত নয়। চলো মোহাম্মদ, আমরা ওকে ধরে নর্মদায় ডুবিয়ে দিয়ে আসি।

www.pathagar.com

আওরঙজেব ।। কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু তার গতিবিধির ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখো।

মোহাম্মদ ।। ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন আব্বা। যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে মহারাজ এখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। যে কোনো মুহূর্তে একটা বিপদ ঘটাতে পারে।

আওরঙজেব ।। তোমার যুক্তি আমি অস্বীকার করিনে মোহাম্মদ। কিন্তু তবুও এখন তাকে আক্রমণ করা চলে না। রাজনৈতিক কারণে—

মুরাদ ।। রাজনীতি আর রাজনীতি! এই রাজনীতি শব্দটাই আমি সহ্য করতে পারিনে ভাইয়া। আমার রাজনীতি ঐ তরবারি। (শিবির গাত্রে রক্ষিত তরবারির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন) তরবারি দিয়েই আমি সকল রাজনৈতিক সমস্যার সমাধন করার পক্ষপাতী।

আওরঙজেব ।। অস্ত্রবলই সব কিছু নয় মুরাদ। অস্ত্র হচ্ছে যুদ্ধের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু নির্ধারক উপাদান একমাত্র মানুষ। সেই মানুষকে করায়ত্ত করাই একজন রাজনীতিকের প্রথম কর্তব্য হওয়া উচিত। যুদ্ধ আমরা চাই না। আমরা শান্তি কামনা করি। কিন্তু পরিস্থিতি যদি আমাদের যুদ্ধের মধ্যে ঠেলে দেয়, তবে যুদ্ধের মাধ্যমেই আমরা যুদ্ধ বিলোপ করতে চেষ্টা করবো। যে রাজনীতি শব্দটা তুমি সহ্য করতে পারো না, সেই রাজনীতিই হচ্ছে রক্তপাতহীন যুদ্ধ। আর যুদ্ধটা হলো রক্তপাতময় রাজনীতি।

মুরাদ ।। না ভাইয়া, আপনার এ দার্শনিক তত্ত্ব আমার মাথায় ঢোকে না। আমি বুঝি—শঠে শাঠ্যং সমাচারেৎ। আপনি অনুমতি দিন, আমরা দুজনে যেয়ে বেটাকে ধরে আমাদের শিবিরগুলো একটু ভালো কোরে দেখিয়ে দিয়ে আসি।

মোহাম্মদ ।। সেই ভালো হয় আব্বা। তাকে ধরে—

আওরঙজেব ।। মোহাম্মদ! কোনো নির্দেশ দেওয়ার আগে আমি অনেকক্ষণ চিন্তা করি। চল্লিশ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক যশোবন্ত সিংহ আমাদের হাতে পরাজিত হয়ে আত্মগ্লানিতে জ্বলে-পুড়ে খাক হচ্ছে। তাকে জ্বলতে দাও। যদি সে নতুন কোনো ষড়যন্ত্রের

www.pathagar.com

জাল ফেলতে যায়, তোমাদের সতর্ক দৃষ্টির প্রাখর্যে তা বানচাল কোরে তার মনের আগুনকে আরো বাড়িয়ে দাও। তোমরা তো জানো মুরাদ, আমাদের গমন পথে সে আবির্ভূত হলে কতো অনুরোধ, কতো প্রতিশ্রুতি দিয়েছি—শাহানশার সাথে সাক্ষাৎ কোরেই আমরা নিজ নিজ সুবায় ফিরে যাবো। বলদর্পী রাজপুত আমাদের অনুরোধ-প্রতিশ্রুতিকে তো আমলই দেয়নি, বরং এক পাদভূমি অগ্রসর হলে বন্দী করার হুমকিই দিয়েছিলো!

মুরাদ ॥ সুতরাং তার সমুচিত শাস্তি হওয়া দরকার।

আওরঙজেব ॥ শাস্তিই তার হবে। তার চোখের ওপর দিয়ে আমরা আগ্রায় পৌঁছে শাহানশার পীড়ার সংবাদের সত্যতা যাচাই করবো। আমরা দেখবো, এ আদেশ কে দিয়েছে! শাহানশা, না দারা!

মোহাম্মদ ॥ দাদু এ আদেশ কক্ষণোই দিতে পারেন না। নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো ষড়যন্ত্র আছে। দাদুর নাম কোরে—

মুরাদ ॥ কি আশ্চর্য! আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছো মোহাম্মদ! শাহানশা বেঁচেই নেই। দারা নিজেকে সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এই সংবাদটা গোপন রেখেছে। আর চেষ্টা করছে আমরা কোনো প্রকারে যাতে আগ্রায় পৌঁছতে না পারি। কিন্তু আমিও বলে রাখছি ভাইয়া, দারার এ স্বপ্ন আমি সফল হতে দেবো না।

আওরঙজেব ॥ স্বপ্ন যদি খেয়ালী মনের বিলাস হয়, যদি ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে সে স্বপ্ন রচিত না হয়, তবে কোনোদিন তা সফল হয় না মুরাদ। যাও মোহাম্মদ, যশোবন্ত সিংহের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখোগে।

॥ ধীর পদবিক্ষেপে চলে যায় মোহাম্মদ ॥

তুমি বিশ্রাম করো মুরাদ, কাল সকালে পরামর্শ কোরে আমাদের পরবর্তী কর্তব্য স্থির করবো।

॥ চলে যান আওরঙজেব। মুরাদ কিছু সময় তাকিয়ে থাকেন তাঁর যাওয়া পথের দিকে। তারপর পায়চারি করতে শুরু করেন ॥

www.pathagar.com

মুরাদ ॥ হেঁয়ালী, একটা জীবন্ত হেঁয়ালী। কি যে করে, কি যে বলে, কিছুই বুঝে পারা যায় না। যাকগে, যা খুশি করুক। অতো সব ঝামেলার মধ্যে আমি নেই। নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেছি, ব্যস্। এখন দিল্লী যেয়ে সিংহাসনে বসতে যে সময়টুকু বাকী।

॥ আসনে উপবেশন করেন ॥

ইয়ার আলী।

॥ পিয়ার ও ইয়ার এসে কুর্নিশ কোরে দাঁড়ায় ॥

ডাকলাম একজনকে, দু'জনেই এলে যে?

ইয়ার ॥ আমরা দু'জনে দু'জনের অনুপূরক জাঁহাপনা।

পিয়ার ॥ তাছাড়া একজন পিয়ার আরেকজন ইয়ার অর্থাৎ পিয়ারের ইয়ার।

ইয়ার ॥ কিংবা ইয়ারের পিয়ার।

মুরাদ ॥ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ……

ইয়ার ॥ জাঁহাপনার হাসিতে মুক্তো ঝরে।

পিয়ার ॥ মানিকও পড়ে।

মুরাদ ॥ আরো বেশী কোরে পড়বে হে। আগে দিল্লী যেয়ে ময়ূরসিংহাসনে উপবেশন করি।

ইয়ার ॥ উপবেশন তো আপনি কোরেই আছেন জাঁহাপনা।

পিয়ার ॥ বাকী শুধু অভিষেক।

মুরাদ ॥ সব হবে, আগে দিল্লী পৌঁছে যাই। এখন সিরাজির ব্যবস্থা করো।

ইয়ার ॥ ব্যবস্থা হয়েই আছে জাঁহাপনা।

মুরাদ ॥ হয়েই আছে তো বিলম্ব করছো কেনো বুড়বক? জল্দি চালাও। মেজাজটা পান্সে হয়ে গেলো।

মঞ্চ অন্ধকার হয়

www.pathagar.com

ষষ্ঠ দৃশ্য

আগ্রা দুর্গ-প্রাসাদ। সম্রাট শাজাহানের কক্ষ। অপরাহ্ণ। বাইরে প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডব। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বৃদ্ধ সম্রাট দাঁড়িয়ে আছেন জানালার ধারে। ঝড়ের প্রচণ্ডতায় নিজে তিনি জানালা বন্ধ কোরে ঘুরে দাঁড়ান।

শাজাহান ॥ ঝড় উঠেছে। ঝড় উঠেছে যমুনার কূলে কূলে-তাজমহলের মর্মমূলে। ঝড় উঠেছে আগ্রার দুর্গপ্রাচীরে—দিল্লীর প্রাসাদ অভ্যন্তরে। ঝড় উঠেছে আকাশে-বাতাসে, নগরে-ভূধরে, কাননে-প্রান্তরে। ঝড় উঠেছে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলে। ঝড় উঠেছে। কিন্তু কেনো? কেনো এ ঝড়? এ কি প্রাকৃতিক দুর্যোগ! না কৃত্রিম গোলযোগ? চিরবিজয়ী মোগল সাম্রাজ্যে শুরু হয়েছে গৃহযুদ্ধ। রক্তক্ষয়ী, ভ্রাতৃঘাতী গৃহযুদ্ধ। কিন্তু কে এই গৃহযুদ্ধের জন্য দায়ী? কে?

॥ হঠাৎ দূরে বজ্রপাতের শব্দ হয়। চমকে ওঠেন সম্রাট। দ্রুত যেয়ে জানালা খুলে বাইরে তাকান। পরক্ষণেই ফিরে দাঁড়িয়ে জানালায় হেলান দিয়ে চিৎকার করে ওঠেন ॥

জাহানারা—জাহানারা—

॥ দৌড়ে আসেন জাহানারা ॥

জাহানারা ॥ আব্বা! কি হয়েছে আব্বা!

॥ জাহানারা এসে দাঁড়ান সম্রাটের সামনে ॥

শাজাহান ॥ দেখ্ তো মা, দেখ্ তো, বজ্রাঘাতে কি তাজমহলের চূড়া ভেঙে পড়লো! দেখ্ তো, আমার সাধের তাজ, আমার স্বপ্ন দিয়ে রচা বেদনার তীর্থ কি একটি মাত্র বজ্রপাতে চুরমার হয়ে গেলো?

॥ হাঁপাতে লাগেন সম্রাট। জাহানারা দ্রুত হাতে জানালা খুলে বাইরে নিরিক্ষণ করেন। কিছুক্ষণ পরে ফিরে দাঁড়ান ॥

www.pathagar.com

জাহানারা ॥ না আব্বা, তাজমহলের কিছুই হয়নি।

শাজাহান ॥ অ্যাঁ, কিছুই হয়নি! সত্যি বলছিস! আমি যে দেখলাম যেন আগুন জ্বলছে। তুই ঠিক দেখেছিস তো? কিছুই হয়নি?

জাহানারা ॥ দেখেছি আব্বা। বিদ্যুতের আলোয় পরিষ্কার দেখলাম অক্ষত দেহে তাজমহল দাঁড়িয়ে আছে।

শাজাহান ॥ আ—বাঁচালি জাহানারা, তুই আমায় বাঁচালি। আমাকে বিছানায় নে মা। আমি আর দাঁড়াতে পারছিনে।

॥ সম্রাটকে ধরে বিছানায় এনে বসিয়ে দেন জাহানারা। বিছানায় বসে হাঁপাতে লাগেন বৃদ্ধ সম্রাট ॥

জাহানারা ॥ আপনার বড়ো কষ্ট হচ্ছে আব্বা, আপনি শুয়ে পড়ুন।

শাজাহান ॥ রোগজীর্ণ দেহের কষ্ট দেখেই তুই কাতর হচ্ছিস জাহানারা! যদি মনের কষ্টটা একবার দেখতে পেতিস! মোগল সাম্রাজ্য যখন গৌরবের স্বর্ণ শিখরে, তখনই তার দিগন্তে ঘনিয়ে উঠেছে মহাপ্রলয়ের কালো মেঘ। এ যে কতো বড়ো দুঃখ, কতো ব্যথার ইতিহাস জাহানারা……কিন্তু জাহানারা, এর কি কোনো প্রতিকার নেই!

॥ হঠাৎ হাজির হয় রওশনারা ॥

রওশন ॥ প্রতিকার অবশ্যই আছে আব্বা, কিন্তু প্রতিকার করার লোক নেই।

শাজাহান ॥ কে! রওশনারা! প্রতিকার আছে! তুই বলছিস—

রওশন ॥ হ্যাঁ আব্বা, প্রতিকার আছে। কিন্তু—

জাহানারা ॥ আওরঙজেব ধর্মতের যুদ্ধে যশোবন্ত সিংহকে পরাজিত করেছে।

শাজাহান ॥ সে আমি জানতাম জাহানারা। ধর্মের জয় অবশ্যম্ভাবী। চির-বিজয়ী বীর কেশরী পুত্র আওরঙজেবকে পরাজিত করা যশোবন্ত সিংহের পক্ষে কোনোদিনও সম্ভব নয়।

রওশন ॥ কিন্তু যশোবন্ত সিংহকে যুদ্ধ না করার জন্যেই নির্দেশ পাঠানো হয়েছিলো, তবু—

শাজাহান ॥ সত্যি তো! কেনো সে যুদ্ধ করলো জাহানারা? কেনো আওরঙজেবকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে গোলকুণ্ডায় ফিরিয়ে দিলোনা?

জাহানারা ॥ যশোবন্ত সিংহ যুদ্ধ করতেই গিয়েছিলো আব্বা। কোনো রকম

www.pathagar.com

মীমাংসার পক্ষপাতি সে কোনো দিন নয়। তাছাড়া তার লক্ষ্য আরো তির্যক, আরো উচ্চে।

শাজাহান ॥ হুঁ। আওরঙজেব তা হলে আগ্রার দিকে এগিয়ে আসছে? তাই আসুক। আমি তাকে বুঝিয়ে বলবো। বুদ্ধিমান ধার্মিক পুত্র আমার। নিশ্চয়ই আমার নির্দেশ সে লংঘন করবে না।

রওশন ॥ তিনি এক প্রস্তাব পাঠিয়েছেন আব্বা!

শাজাহান ॥ প্রস্তাব! কি প্রস্তাব?

জাহানারা ॥ আওরঙজেব লিখেছে—অনর্থক সন্দেহ কোরে দারা যে যুদ্ধের সৃষ্টি করেছে, সে অন্যায় যুদ্ধে দারা কোনোদিন জয়ী হতে পারে না। ধর্মতের যুদ্ধই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সুতরাং সাম্রাজ্যের সকল ক্ষমতা আওরঙজেবের হাতে তুলে দিয়ে সে পাঞ্জাব জাগীরে চলে যাক।

শাজাহান ॥ হুঁ। সংগত প্রস্তাব। দারার পক্ষে এই প্রস্তাব মেনে নেওয়াই শ্রেয়, তাই না মা?

জাহানারা ॥ আমার তো তাই মনে হয়।

রওশন ॥ মনে হওয়া কেনো আপা? অবশ্যই মেনে নেওয়া উচিত। মোগল সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারীর সম্পূর্ণ যোগ্যতা সেজ-ভাইয়ার মধ্যে আছে। তিনি যেমন বীর, তেননি ধার্মিক। যেমন রণকুশলী সেনাপতি, তেমনি দূরদর্শী শাসক। তাঁকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারো নেই। এখনো এ প্রস্তাব না মানলে পরিণামে পস্তাতে হবে।

॥ হঠাৎ উপস্থিত হন দারা ॥

দারা ॥ আমার মংগলের জন্যে তোর খুব বেশী রকম মাথা ব্যথা, তাই না রওশন?

রওশন ॥ মাথা থাকলে অবশ্যই ব্যথা করে।

দারা ॥ মাথা আছে বলেই বুঝি সেই ধূর্তকে সিংহাসনে বসানোর জন্যে এতো মাথা ঘামাচ্ছিস?

রওশন ॥ আমার মাথা ঘামানোতে তো আপনার কিছু এসে যায় না। কিন্তু আপনি যদি একবার স্থির মস্তিষ্কে পরিস্থিতিটা চিন্তা কোরে দেখতেন, তবে—

www.pathagar.com

দারা ॥ তোর উপদেশের ঝুলি বন্ধ কর। যা, গুপ্তচর যখন সেজেছিস, তখন আরো একটু ভালো কোরে—

জাহানারা ॥ ভাইয়া! কি বলছো তুমি!

দারা ॥ ঠিকই বলছি।

রওশন ॥ আমি গুপ্তচর! সত্যি কথা বললে, উচিত কথা বললে সে গুপ্তচর। বেশ!

॥ রাগে রাগে দ্রুত পায়ে চলে যায় ॥

শাজাহান ॥ দারা!

দারা ॥ আব্বা!

শাজাহান ॥ আওরঙজেবের প্রস্তাব অবগত হয়েছো?

দারা ॥ হ্যাঁ আব্বা।

শাজাহান ॥ কি সিদ্ধান্ত নিয়েছো?

দারা ॥ আমি যুদ্ধ করবো আব্বা।

শাজাহান ॥ দারা! (আর্তনাদ কোরে ওঠেন)

দারা ॥ কোনো চিন্তা ক..বেন না আব্বা। সমগ্র ভারতবর্ষ যে সকল রাজপুত বীরের নামে কম্পিত, তারা সকলেই আমার সেনাপতি। তাছাড়া, রোস্তম খান ও ছত্রশাল হাদার মতো দুর্ধর্ষ সেনাপতিও আমার অনুবর্তী। সোলায়মানের হাতে সুজা পরাজিত। আওরঙজেবের মতো এক অপগণ্ড বিদ্রোহী.ক শায়েস্তা করতে খুব বেশী বেগ পেতে হবে না আব্বা।

জাহানারা ॥ কথাগুলো যতো সহজে বলে গেলে, ততো সহজে সব সময় কার্যোদ্ধার হয় না ভাইয়া।

দারা ॥ আমার বেলাতেই সব কাজ তোমরা কঠিন দেখো আর সহজ শুধু আওরঙজেবের বেলাতেই। জানি আমার ওপরে কারো আস্থা নেই। কিন্তু—

শাজাহান ॥ আস্থা অনাস্থার কথা নয় দারা। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আওরঙজেবের এ প্রস্তাব মেনে নেওয়া ভালোই মনে হয়।

দারা ॥ অর্থাৎ রাজ্যটা আওরঙজেবকেই দিতে চান। বেশ তাই দিন। আমি আমার পুত্র-কন্যা নিয়ে দেশ ত্যাগ করবো, তবু আওরঙ-

www.pathagar.com

জেবের অধীনে জায়গীরদার হিসেবে জীবন যাপন করতে পারবো না।

জাহানারা ॥ যদি ভবিষ্যৎ চিন্তা কোরে প্রথম থেকেই একগুঁয়েমি না করতে, তবে আজ হয়তো এ ধরনের প্রস্তাবও উঠতো না আর তা পালন করারও কোনো প্রশ্ন আসতো না।

দারা ॥ এভাবে আমাকে ভয় দেখিয়ে দুর্বল করার চেষ্টা কোরো না।

শাজাহান ॥ অবুঝ হয়ো না দারা। আমার মন এক অজানা আশংকায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। তুমি আমার সে উদ্বেগকে আর বাড়িয়ে দিও না। এ ভ্রাতৃবিরোধ বন্ধ করো দারা, আমায় নিশ্চিন্তে শেষের দিনগুলো কাটাতে দাও।

দারা ॥ ভ্রাতৃবিরোধ তো আমি করিনি আব্বা! তাদের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও কেনো তারা আগ্রাভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে?

জাহানারা ॥ যে মানসিক অবস্থা নিয়ে তারা রওয়ানা হয়েছিলো তুমি নিজে হলেও ঠিক ওদেরই মতো রওয়ানা হতে। পিতার মারাত্মক পীড়ার কথা শুনে যে কোনো পুত্রের পক্ষে পিতৃ-দর্শনের জন্যে ব্যাকুল হওয়া একান্ত স্বাভাবিক।

দারা ॥ তাই বলে শাহী ফরমান অগ্রাহ্য! বিদ্রোহ ঘোষণা!

শাজাহান ॥ ও সব তর্ক এখন নয় দারা, এখন ভবিষ্যৎ চিন্তা। জাহানারা যা বলছে তোমার মংগলের জন্যই বলছে। তুমি তার কথা শোনো। আওরঙজেবের প্রস্তাব মেনে নাও। তোমাকে ঘিরেই আমার স্নেহ-বাৎসল্য আবর্তিত। তবু তারাও আমার পুত্র। তোমার মংগল চাই বলে তাদের তো অমংগল কামনা করতে পারিনে। তাই বলে যে তোমাকে বঞ্চিত কোরে আওরঙজেবকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে চাই—এ কথা মনে কোরো না দারা। তোমাকে ময়ূরসিংহাসনে দেখলে আমিই সবচেয়ে বেশী খুশী হতাম, কিন্তু নিয়তির গতি বড়ো কুটিল—বড়ো দুর্বোধ্য।

দারা ॥ নিয়তির গতি যদি কুটিলই হয়—যদি অমোঘই হয়, তবে অনর্থক আমাকে বাধা দিয়ে কি লাভ আব্বা! নিয়তির নির্দেশ মতোই তো আমাকে চলতে হবে!

জাহানারা ॥ অর্থাৎ তুমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—যুদ্ধ করবে!

www.pathagar.com

দারা ॥ হ্যাঁ আব্বা, আমার সৈন্য প্রস্তুত।

॥ চলে যেতে উদ্যত হন দারা ॥

শাজাহান ॥ দারা, যাস্‌নে দারা, শোন্‌।

॥ ফিরে দাঁড়ান দারা ॥

দারা ॥ আমাকে বাধা দিবেন না আব্বা। যুদ্ধ আমাকে করতেই হবে।

॥ চলে যান দারা। সংগে সংগে পুনরায় দূরে সশব্দে বজ্রপাত হয়। চমকে ওঠেন সম্রাট ও জাহানারা।

শাজাহান ॥ আহ্‌, জাহানারা, বজ্রটা যদি আমার মাথায় পড়তো, যদি এই মুহূর্তে আমি দুনিয়ার পাট চুকিয়ে দিয়ে, সাম্রাজ্যের চিন্তা, পুত্র কন্যার চিন্তা বিসর্জন দিয়ে সেই রাজ্যে চলে যেতে পারতাম, যেখানে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নেই, ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে না, পুত্র পিতার মনোকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায় না, প্রজা ও রাজত্বের চিন্তা রাজার চোখ থেকে ঘুম কেড়ে নেয় না, যেখানে আছে শান্তি, দ্বন্দ্ব কোলাহলহীন অফুরন্ত শান্তি, সেই দেশে যদি চলে যেতে পারতাম—

জাহানারা ॥ আব্বা!

॥ শাজাহান আত্মভোলার মতো তাকান কন্যার দিকে ॥

শাজাহান ॥ আমার জন্যে তুই চিন্তা করিস মা? খুব চিন্তা করিস? কিন্তু আর কেউ তো করে না! যাকে প্রাণের সমস্ত স্নেহ নিঃশেষে উজাড় কোরে দিয়ে মানুষ করলাম, একদিনও যাকে চোখের আড়াল করিনি, যাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার জন্যে পাশে পাশে রেখে নিজেই রাজকার্য শিক্ষা দিয়েছি, সে তো আমার জন্যে অতো চিন্তা করে না। নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে অন্যায়ভাবে শক্তির অপব্যবহার করতেও তো সে কসুর করেনি। সম্রাটের নির্দেশ পালন করেনি, পিতার অনুরোধেও কর্ণপাত করেনি। জাহানারা, বলতে পারিস জাহানারা এই কি সেই দারা। যাকে ঘিরে আমি সুন্দর একটা স্বপ্ন রচনা করেছিলাম? এই কি সেই?

www.pathagar.com

জাহানারা ।। অনর্থক দুশ্চিন্তা করবেন না আব্বা! নিয়তি যখন যার পেছনে মুচকি হাসে, তখন তার এইভাবেই বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে। মানুষ আর কি করতে পারে!

শাজাহান ।। জানি জাহানারা, জানি বলেই বুকে এতো ব্যথা বাজে। ভারত-সম্রাট শাজাহান আজ রোগজীর্ণ — অথর্ব। কিছুই করার সাধ্য নেই তার। কালবৈশাখীর মহাপ্রলয় তার আশার নীড় ধূলিসাৎ কোরে দিচ্ছে, তবুও তার কিছুই করার নেই। শুধু বসে বসে দেখবে আর হাহুতাশ করবে। দেখ্‌তো জাহানারা, এ ঝড় কি ঐ তাজমহলের গায়ে লাগছে! দেখ্‌তো, তাজমহলের পাষাণ গলে কি যমুনার স্রোতে মিশে যাচ্ছে। দেখ্‌তো জাহানারা—

।। বলতে বলতে উঠে যান। বাধা দেন জাহানারা ।।

জাহানারা ।। উঠবেন না আব্বা, আপনার শরীর বড়ো দুর্বল।

।। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন সম্রাট ।।

শাজাহান ।। হ্যাঁ মা, সত্যি আমি বড়ো দুর্বল — বড়ো দুর্বল।

।। ধীরে ধীরে শুয়ে পড়েন। জাহানারা তাঁর শয়নে সাহায্য করেন ।।

মঞ্চ অন্ধকার হয়

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

॥ আগ্রা প্রাসাদ। দারার কক্ষ। সকালে যুদ্ধযাত্রী দারা দাঁড়িয়ে কথা বলছেন স্ত্রী নাদিরার সাথে। যুদ্ধ সাজে সজ্জিত তিনি।

দারা ॥ না না, তা হয় না নাদিরা। এ যুদ্ধ বন্ধ করার অর্থ সাম্রাজ্যটা আওরঙজেবের হাতে তুলে দেওয়া।

নাদিরা ॥ কিন্তু শাহজাদা আওরঙজেব মহাবলে বলীয়ান। তার সাথে—

দারা ॥ তোমার স্বামীকে এতোই হীনবল মনে করো নাদিরা?

নাদিরা ॥ আমায় ভুল বুঝো না। তা আমি মনে করিনে। কিন্তু এই যুদ্ধের কথা শুনা অবধি এক দারুণ আশঙ্কা আমাকে পাগল কোরে তুলেছে। আমার একান্ত অনুরোধ, এ যুদ্ধ তুমি বন্ধ কোরে দাও।

দারা ॥ পাগল হয়েছো তুমি নাদিরা!

নাদিরা ॥ এখনো হইনি। তবে সত্যি এবার আমি পাগল হবো।

দারা ॥ আচ্ছা নাদিরা, সম্রাজ্ঞী হতে কি তোমার মন চায় না?

নাদিরা ॥ না। আমি স্বামীর স্ত্রী হয়ে থাকতে চাই, আমি সন্তানের মা হয়ে থাকতে চাই।

দারা ॥ কিন্তু আমি চাই সম্রাট হতে। আমি চাই এই মোগল সাম্রাজ্য ভোগ করতে।

নাদিরা ॥ কি মধু আছে রাজত্বে! তুমি জ্ঞানী। তুমি পণ্ডিত। পারশ্যের কবি ওমর খৈয়ামের সেই রুবায়াটা একবার মনে করো—

এক সোরাহি সুরা দিও, একটু রুটির ছিলকে আর
প্রিয়া সাকী, তাহার সাথে একখানি বই কবিতার,
জীর্ণ আমার জীবন জুড়ে রইবে প্রিয়া আমার সাথ,
এই যদি পাই চাইবো নাকো তখ্‌ত্‌ আমি শাহানশার।

দারা ॥ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ· ····

নাদিরা ॥ তুমি হাসছো! কিন্তু এর চেয়ে পরম চাওয়া জীবনে আর কি আছে?

www.pathagar.com

দারা ।। ওমর খৈয়ামের দর্শন দিয়ে স্বপ্ন বিলাসী অলস জীবন কাটানো যায়, তাতে পৌরুষের কিছুই নেই।

নাদিরা ।। কিন্তু ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ-রক্তপাত-হানাহানির মধ্যে কি-ই বা পৌরুষ আছে?

দারা ।। আমি আর বকতে পারিনে। আজ কি হয়েছে তোমার বলো তো? কেনো এতো দুর্বলতা?

নাদিরা ।। তারা যে তোমার ছোটো ভাই! বড়ো ভাই হয়ে ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়লাভের মধ্যে কী পৌরুষ থাকতে পারে বলো! বরং বিজয়ে আছে অনুশোচনা আর আত্মগ্লানি এবং পরাজয়ে সীমাহীন লজ্জা।

দারা ।। আশ্চর্য! স্বামীর যুদ্ধযাত্রায় কোথায় স্ত্রী মংগলঘট স্থাপন কোরে তার বিজয় কামনা করবে, উৎসাহ বাণী দিয়ে শক্তি-সাহস যোগাবে, তা নয় .....আমি অবাক হচ্ছি নাদিরা আমার স্ত্রী-ভাগ্য দর্শন কোরে।

নাদিরা ।। স্ত্রী'র কর্তব্য স্বামীর মংগল—

দারা ।। নাদিরা!

।। কঠোর দৃষ্টিতে তাকান নাদিরার দিকে। কণ্ঠে ব্যাংগের সুর ধ্বনিত হয়।।

মংগল মংগল মংগল! তোমরা সবাই আমার মংগলের জন্যে আদায় জল দিয়ে লেগেছো। কিন্তু তোমাদের এ মংগল আমি চাইনে। আমার নিজের মংগল আমি নিজেই খুঁজে নিতে পারবো। না পারি আমার কৃতকর্মের ফল আমিই ভোগ করবো।

।। চলে যেতে উদ্যত হন। দ্রুত সামনে যেয়ে বাধা দেন নাদিরা। স্বামীর একখানা হাত ধরেন। চোখে-মুখে করুণ অভিব্যক্তি।।

নাদিরা ।। আমায় ক্ষমা করো। খোদার কাছে মোনাজাত করি—তুমি জয়ী হও। যেন তোমার ইচ্ছাকেই আমি আমার নিজের ইচ্ছা বলে মেনে নিতে পারি।

।। নাদিরার চোখে পানি দেখা দেয়। দারা গভীর দৃষ্টিতে তাকান স্ত্রীর দিকে।।

www.pathagar.com

দারা ।। নাদিরা! এ যুদ্ধ আমি চাইনি নাদিরা। তাই তো বারবার তাদের ফিরে যাওয়ার জন্যে নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু রাজ্য-লোভী ধূর্ত আওরঙজেব সে নির্দেশ অগ্রাহ্য করেছে। শাহী ফরমানের অবমাননা নীরবে সহ্য করা যায় না। এর শাস্তি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। আওরঙজেবের সাথে রয়েছে বিদ্রোহী মুরাদ। এখনই যদি তাদের বিরুদ্ধে যথারীতি ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয়, তবে রাজ্যে বিশৃংখলার সৃষ্টি হবে। তোমার বীরপুত্র সোলায়মান বিদ্রোহী সুজাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছে। অবশিষ্ট আওরঙজেব ও মুরাদের মুকাবিলায় তোমার স্বামীই যাচ্ছে। ভাই হয়ে ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কি আমারই ইচ্ছে হয়! কিন্তু এ যে রাজনীতি। এখানে আত্মীয়তার কোনো স্থান নেই।

।। উপস্থিত হয় দারার ছোটো ছেলে সিপার। তার কটিতে তরবারি বাঁধা ।।

সিপার ।। আব্বা, এই দেখো আব্বা আমি বীর সেজেছি।

দারা ।। হুঁ—তাই তো! আমার সিপার যে বিরাট এক বীর সেজেছে! বাহ্!

।। মুচকি মুচকি হাসেন দারা ।।

সিপার ।। মা, তুমি কিচ্ছু ভেবো না। আমি ভাইজানের মতো বীর হয়েছি। ভাইজান মেজ চাচাজানকে যুদ্ধে ঠকিয়ে দিয়েছে। আমি ছোটো চাচাজানকে ঠকিয়ে দেবো। আব্বা সেজ চাচাজানকে।

।। নাদিরা সিপারকে বুকে টেনে নেন ।।

নাদিরা ।। থাক বাবা, তোমাকে আর কাউকে ঠকাতে হবে না।

দারা ।। বীরের পুত্র বীরই হয় নাদিরা, ভীরু হতে জানে না।

সিপার ।। মা কিছুই বোঝে না আব্বা। আমাকে শুধু শুধু যুদ্ধে যেতে নিষেধ করে। হ্যাঁ মা, আর নিষেধ করবে না তো! এখন তো আমি বিরাট বীর হয়েছি!

।। হেসে ওঠেন দারা। নাদিরা সিপারকে আরো জোরে এঁটে ধরেন বুকে ।।

www.pathagar.com

নাদিরা ।। ওরে অবুঝ, ওরে পাগল, বিরাট বীর হলেই কি যুদ্ধে যাওয়া যায়! আগে ভাইজানের মতো বড়ো হও, তখন যুদ্ধে যেও।

সিপার ।। না-না-না। আমি বড়ো হয়েছি। আমি যুদ্ধে যাবো। আমি আব্বার সাথে যুদ্ধে যাবো।

।। নাদিরার বুক থেকে জোর কোরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেয়ে দারাকে আঁকড়ে ধরে ।।

দারা ।। সিপারকে নিয়ে যাই নাদিরা। এর জন্যে তোমার দুশ্চিন্তার কোনো প্রয়োজন নেই।

নাদিরা ।। ওকেও নিয়ে যাবে! বেশ, যাও!

।। অন্য দিকে মুখ ফিরান নাদিরা। সিপার নাদিরার পাশে এসে দাঁড়ায় ।।

সিপার ।। মা! তুমি কেঁদো না মা। ঠিক আমরা জিতে আসবো।

।। সিপারকে বুকে জড়িয়ে ধরেন নাদিরা। কপালে চুমু খান ।।

নাদিরা ।। না বাবা, আর কাঁদবো না।

দারা ।। এখন আসি নাদিরা।

নাদিরা ।। এসো। খোদা হাফেজ।

দারা ।। চলো সিপার।

।। নাদিরা পুনরায় সিপারকে চুমু দেন। অতঃপর সিপারের হাত ধরে বেরিয়ে যান দারা। তারা অদৃশ্য হওয়ার সাথে সাথে নাদিরা দারার বসার আসনের ওপর মাথা গুঁজে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকেন। ধীরে ধীরে হাজির হয় জহরৎ-উন-নেসা। নাদিরার বালিকা কন্যা। মা'কে ঐভাবে দেখে কি একটু চিন্তা করে। হঠাৎ গান ধরে ।।

www.pathagar.com

গান

কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে আগুন লেগেছে
ঘুমভাঙা মন তাই তো বুঝি আবার জেগেছে।
ডালে ডালে ফুলে ফুলে
কতো স্বপন ওঠে দুলে
আশার কুসুম নতুন সাজে তাই তো সেজেছে॥

রঙধনু নয় আগুন-রাঙা ফাগুন দিনের মন
বৈশাখী সুর আনলো বুঝি জ্বালাতে ভুবন!
বনে বনে ঝরা পাতা
গায় দীপকের মরম গাথা,
সেই সুরে মোর হৃদয়-বীণা আজকে বেজেছে॥

॥ জহরৎ গান শুরু করলে নাদিরা কান্না থামিয়ে ওড়নায় চোখ মোছেন। তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ান। করুণ নয়নে তাকিয়ে থাকেন কন্যার দিকে। জহরৎ গান শেষ কোরে তাকায় মা'য়ের দিকে। নাদিরা এগিয়ে এসে কন্যার গায়-মাথায় হাত বুলান। জহরৎ মা'কে জড়িয়ে ধরেন॥

জহরৎ॥ মা, কাঁদছো কেনো মা?

নাদিরা॥ কৈ, না তো!

জহরৎ॥ আব্বা যুদ্ধে গেলো, তাই না মা?

নাদিরা॥ হ্যাঁ জহরৎ।

জহরৎ॥ সিপারও আব্বার সাথে গেলো মা?

নাদিরা॥ হ্যাঁ।

জহরৎ॥ আমাকে নিয়ে গেলো না কেনো?

নাদিরা॥ তুমি যাবে কি! তুমি গেলে আমার কাছে কে থাকবে? কে তোমার দাদুকে গান শুনাবে?

জহরৎ॥ আমি না গেলে সিপার একা একা কি কোরে থাকবে? আমাকে ছাড়া সে যে একা একা খেলা করতে পারে না! আমারো

www.pathagar.com

ভালো লাগে না।

নাদিরা ॥ তুমি তোমার দাদুর সাথে খেলা কোরো।

জহরৎ ॥ আব্বা ফিরে এলে আমি কথা বলবো না। দাদুকে আর ফুফু-আম্মাকে বলবো আব্বাকে বকে দিতে।

নাদিরা ॥ তাই বোলো।

জহরৎ ॥ মা, সেজ চাচাজান খুব দুষ্টু, তাই না?

নাদিরা ॥ কে বললো দুষ্টু! তিনি খুব ভালো।

জহরৎ ॥ ভালো হলে আব্বা তার সাথে যুদ্ধ করবে কেনো?

নাদিরা ॥ এ রাজনীতি। তুমি বুঝবে না।

জহরৎ ॥ রাজনীতি!

॥ কি একটু চিন্তা করে। তারপর তাকায় মা'য়ের দিকে ॥

মা, এ রাজনীতি ভালো না, তাই না?

নাদিরা ॥ হ্যাঁ জহরৎ, রাজনীতি ভালো না। এর মতো খারাপ আর কিছু নেই।

জহরৎ ॥ আমি দাদুকে বলিগে রাজনীতি উঠিয়ে দিতে।

নাদিরা ॥ হ্যাঁ মা, তাই বলোগে।

মঞ্চ অন্ধকার হয়

www.pathagar.com

দ্বিতীয় দৃশ্য

এলাহাবাদ। শাহাজাদা সোলায়মানের শিবির। অপরাহ্নের কল-কাকলি বাইরে। শিবির-অভ্যন্তরে জয়সিংহ ও দিলির খাঁ আলাপ করছিলো।

দিলির ॥ আমি ভাবতেও পারিনি মহারাজ যে এমন হতে পারে!

জয়সিংহ ॥ অথচ এমন যে হবে এ জানা কথা।

দিলির ॥ জানা কথা!

॥ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকায় দিলির খাঁ জয়সিংহের দিকে।

জয়সিংহ ॥ নিশ্চয়ই জানা কথা। সোমগড় যুদ্ধে শাহাজাদা দারার পরাজয় যে নিয়তির একান্ত কামনা। নইলে শাহজাদা আওরঙজেব ও মুরাদের সৈন্য অপেক্ষা দারার সৈন্য বহুগুণ বেশী থাকা সত্ত্বেও এমনভাবে তার পরাজয় হবে কেনো?

দিলির ॥ আফসোস মহারাজ। দারার পক্ষে রাজপুত বীর সেনানীবৃন্দ, রোস্তম খাঁ-ছত্রশালের মতো দুর্ধর্ষ সেনাপতি সহ আরো বহু অপরাজেয় সুদক্ষ সেনাপতি থাকা সত্ত্বেও তাকে শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হলো!

জয়সিংহ ॥ যতো বড়োই বীর হোক না কেনো, আর সে বীর রাজপুত-মুসলমান যাই হোক, আওরঙজেব ও মুরাদের কাছে সকলেই নিতান্ত শিশু। যুদ্ধে মুরাদ অকুতোভয়-দুর্বার-ক্ষিপ্র রণোন্মাদ। মরণও তার সামনে রেহাই পায় না। আর আওরঙজেব? রণ-নৈপুণ্যে আওরঙজেব অপ্রতিদ্বন্দ্বী-অদ্বিতীয়। তার ব্যূহ রচনা, সৈন্যশ্রেণী বিন্যাস ও যুদ্ধ পরিচালনার অসাধারণ জ্ঞান আমার জীবনে কোথাও দেখিনি। এ ছাড়াও আছে তার অসীম ধৈর্য আর ধীরস্থিরচিত্তে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রত্যুৎপন্ন-মতি। সুতরাং তার সংগে যুদ্ধে জয়ের আশা করা আর অন্ধ-পংগুর বিন্ধ্যাচল পার হওয়ার কামনা করা একই কথা।

দিলির ॥ আপনার কথা বর্ণে বর্ণে সত্য মহারাজ। তবু দুঃখ হয় বেচারা

www.pathagar.com

দারার জন্যে। সোমগড় যুদ্ধে পরাজিত হয়ে লজ্জায় শাহানশার সংগে দেখা না কোরেই সপরিবারে দিল্লীর দিকে পালিয়েছেন।

জয়সিংহ ।। পালাতেই হবে। না পালালে আওরঙজেবের হাত থেকে বাঁচবেন কি কোরে? তার বিরুদ্ধে এতোদিন দারা যে চক্রান্ত কোরে এসেছেন, তা কি আওরঙজেব সহসা ভুলতে পারবেন? তা ছাড়া……

দিলির ।। তা ছাড়া?

জয়সিংহ ।। শাহজাদা দারা বিদ্বান, দার্শনিক ঠিকই। কিন্তু সম্রাট হওয়ার যোগ্যতা তার নেই। বিশাল এই মোগল সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালনার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি শাহজাদা আওরঙজেব।

দিলির ।। আমার মনে হচ্ছে মহারাজ রাতারাতি আওরঙজেবের ভক্ত হয়ে পড়েছেন!

জয়সিংহ ।। ভক্ত হয়েছি কি ইচ্ছেয়! মনে করুন খাঁ সাহেব এও নিয়তির ইংগিত। নইলে যে আওরঙজেবকে কোনোদিন ভালো চোখে দেখতে পারিনি, যার নাম মনের মধ্যে বিষের জ্বালা সৃষ্টি করতো, আজ সেই আওরজেবের ভক্ত হতে হচ্ছে। তবে এটাও জেনে রাখবেন খাঁ সাহেব, রাজপুত বীরের জাতি। বীরের মর্যাদা তারা দিতে জানে, তেমনি জানে গুণেরও কদর করতে।

দিলির ।। তা অবশ্যই। তবে কথা হলো, রাজপুত হলেই সকলে আর রানা প্রতাপ সিংহ বা সংগ্রাম সিংহ হয় না। তার মধ্যে যশোবন্ত সিংহের মতোও অনেক থাকে।

।। দিলির খাঁ আড়চোখে তাকায় জয়সিংহের দিকে। জয়সিংহ ক্রুদ্ধ হয় ।।

জয়সিংহ ।। দিলির খাঁ! যোধপুর অধিপতি যশোবন্ত সিংহ কিংবা জয়পুর অধিপতি এই জয়সিংহ আপনার রহস্যের পাত্র নয়। তাদের সম্পর্কে রসনা সংযত কোরে কথা বলবেন।

দিলির ।। এই সামান্য কথায় রেগে গেলেন মহারাজ! কিন্তু সত্যিই যদি মহারাজের গুণের কদর জ্ঞান থেকে থাকে তবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন, আমি মিথ্যে কথা বলিনি। যে দারার সৈনাপত্য

www.pathagar.com

লাভ কোরে এতোদিন নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছেন আর আদেশ নির্দেশ পালন কোরে ধন্য হয়েছেন, আজ তার পরাজয়ে তাকে সমালোচনা করতে আপনার রসনায় এতোটুকু বাধলো না?

জয়সিংহ ॥ সমালোচনা নয় খাঁ সাহেব, আমি সত্য কথা বলেছি। মোগল সম্রাটের নুন খেয়েছি। তার গুণ গাওয়াই আমাদের কর্তব্য। এই বিশা। সাম্রাজ্য যাতে রক্ষা পায়, শৃংখলা বজায় থাকে, আমাদের সেই মতো কাজ করাই কি উচিত নয়?

দিলির ॥ কি সে কাজ?

জয়সিংহ ॥ একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন। মনে রাখবেন খাঁ সাহেব, বাহুবলই প্রকৃত বল নয়, হৃদয়ের বলই প্রকৃত বল। আত্মিক শক্তিই মানবের পরম সম্পদ। সে সম্পদ শাহজাদা দারার নেই, কিন্তু আওরঙজেবের আছে। সুতরাং মোগল সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য তাকেই সমর্থন করা আমাদের কর্তব্য। তা ছাড়া……

॥ কথা বন্ধ করেন জয়সিংহ। দিলির খাঁ তাকান তার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে ॥

দিলির ॥ তা ছাড়া কি?

জয়সিংহ ॥ কাল এক জ্যোতিষীর সাথে দেখা করেছি।

দিলির ॥ আচ্ছা, কি বললো জ্যোতিষী?

জয়সিংহ ॥ দারার ভাগ্যাকাশে এখন বিপর্যয়ের ঘনঘটা। আর—

দিলির ॥ আর?

জয়সিংহ ॥ আওরঙজেবের ভাগ্যাকাশে সৌভাগ্য নক্ষত্রের উদয় হয়েছে। মোগল সাম্রাজ্যের সে-ই ভাবী অধিশ্বর।

দিলির ॥ এই কথা বললো? সত্যি বলছেন?

জয়সিংহ ॥ মিথ্যে ভাষণে জয়সিংহ অভ্যস্ত নয় খাঁ সাহেব।

দিলির ॥ হুঁ, চিন্তার বিষয়।

জয়সিংহ ॥ এতে আর চিন্তার কি আছে খাঁ সাহেব? অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এখন উচিত শাহজাদা আওরঙজেবের শরণ নেওয়া, তার পক্ষেই যোগ দেওয়া। দারার পেছনে যাওয়ার অর্থ, অনিশ্চিত পরিণামকে বরণ করা।

দিলির ॥ তাই তো, বড়ো ভাবিয়ে তুললেন মহারাজ!

www.pathagar.com

জয়সিংহ ।। দেখুন খাঁ সাহেব, শাহজাদা আওরঙজেব এখন বিজয়ীর বেশে আগ্রায় উপস্থিত হয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে তিনিই এখন সম্রাট। ইতিমধ্যেই তিনি মোগল বাহিনীর সকল সেনাপতির নিকট তাঁকে সমর্থন জানানোর আহ্বান জানিয়ে পত্র দিয়েছেন। এ আহ্বানে সাড়া না দিলে পরিণামে পস্তায়েও কূল পাওয়া যাবে না।

দিলির ।। তাও তো বটে! তা হলে এখন কি করা দরকার?

জয়সিংহ ।। সোলায়মানকে ত্যাগ কোরে—

দিলির ।। চুপ। শাহাজাদা সোলায়মান আসছেন।

।। উপস্থিত হয় সোলামান। বিষন্ন চেহারা। শঙ্কিত—চিন্তিত ।।

সোলায়মান ।। মহারাজ জয়সিংহ!

জয়সিংহ ।। বলুন শাহজাদা।

সোলায়মান ।। বড়ো দুঃসংবাদ মহারাজ। সোমগড় যুদ্ধে আব্বার পরাজয় ঘটেছে। তিনি এখন দিল্লী অবস্থান করছেন। আমাদের এই মুহূর্তে তাঁর সাথে যোগদান করা প্রয়োজন।

জয়সিংহ ।। তিনি কি কোনো নির্দেশ পাঠিয়েছেন?

সোলায়মান ।। এ অবস্থায় নির্দেশ পাঠানো কি তার পক্ষে সম্ভব?

জয়সিংহ ।। কোনো নির্দেশ না পেলে আমরা কোথাও যেতে পারিনে। কি বলেন খাঁ সাহেব?

দিলির ।। তা অবশ্যই। নির্দেশ না পেয়ে দিল্লীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করা আমাদের উচিত হবে না।

সোলায়মান ।। কি বলছেন আপনারা! আব্বা ওদিকে বিপদগ্রস্ত। পিতৃব্যরা আগ্রা প্রবেশ করেছেন। এখন তাদের বাহিনী আব্বার পশ্চাদ্ধাবন করবে। আর এক মুহূর্ত আমাদের বিলম্ব করা উচিত নয়। তার নির্দেশের অপেক্ষা করলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। তা ছাড়া নির্দেশ পাঠানোও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কিংবা পাঠালেও সময় মতো তা না-ও পৌঁছতে পারে।

জয়সিংহ ।। কিন্তু বিনা নির্দেশে আমরা কোনো প্রকারেই যেতে পারিনে।

www.pathagar.com

তিনি নির্দেশ না দিতে পারলে আমাদের সম্রাটের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

সোলায়মান ।। সে পথ তো বন্ধ। আগ্রা এখন বিজয়ীদের অধিকারে।

জয়সিংহ ।। তা হলে বিজয়ীদের নির্দেশ পালন করাই হবে আমাদের কর্তব্য।

সোলায়মান ।। কি বললেন! শাহজাদা আওরঙজেবের আদেশ পালন করবেন! মহারাজ জয়সিংহ! বলতে আপনার মুখে আট্‌কালো না?

জয়সিংহ ।। অন্যায় কিছু বলেছি বলে তো মনে হয় না। আমরা সেনাপতি মাত্র। রাজদণ্ড যখন যাঁর হাতে থাকবে, তাঁর আদেশ পালন করাই আমাদের কর্তব্য। কি বলেন খাঁ সাহেব?

দিলির ।। তা ঠিক কথা। আইন অবশ্য .....

।। মাথা চুলকোতে চুলকোতে নরম সুরে বলেন দিলির খাঁ। সোলায়মান তাকায় দিলির খাঁর দিকে ।।

সোলায়মান ।। দিলির খাঁ! আইন-নিয়ম-কানুন সব সময় সবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে না। এতোদিন যাঁর আশ্রয়ে আপনারা ছিলেন, যাঁর আদেশ-নির্দেশ পালন কোরে নিজেদের ধন্য মনে করেছেন, আজ তিনি বিপদগ্রস্ত। তাকে সাহায্য করুন। আমি করযোড়ে আপনাদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি—প্রার্থনা জানাচ্ছি, আপনারা আমার বিপদগ্রস্ত পিতাকে রক্ষা করুন। আপনারা না গেলে শুধু আমার সৈন্য দিয়ে বিজয়ী দুর্ধর্ষ আওরঙজেবের মুকাবিলা করা সম্ভব হবে না। আপনারা যদি সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন, তবে আমাদের সম্মিলিত বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে আওরঙজেবের বাহিনী বিধ্বস্ত হবে—বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত।

জয়সিংহ ।। সবই বুঝি শাহজাদা, কিন্তু আইন-শৃংখলাকে অবমাননা করার শিক্ষা এ রাজপুত কোনোদিন পায়নি।

সোলায়মান ।। আইন শৃংখলা কাকে বলছেন মহারাজ! আপনার রাজপুত আইন-শৃংখলার কি এটাই রীতি? আপনি না আমার অধীন সেনাপতি! আমার অধীনে সৈনাপত্য দিয়েই না আপনাদের পাঠানো হয়েছিলো শাহজাদা সুজার বিরুদ্ধে অভিযানে! তবে কোন

www.pathagar.com

আইনের কোন রীতিতে আজ আমার অনুরোধ, আমার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করছেন? মহারাজ! সম্রাট শাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারা ন্যায়ত সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। তিনিই সম্রাট কর্তৃক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত। তাঁর সেই ন্যায্য দাবী থেকে বঞ্চিত কোরে সিংহাসন অধিকার করার জন্যে গোলকুণ্ডা ও গুজরাট থেকে ছুটে এসেছে দুই বিদ্রোহী। তাদের লালসার কবল থেকে মোগল সাম্রাজ্যের পবিত্র উত্তরাধিকারকে রক্ষার দায়িত্ব ও কর্তব্য আপনাদেরই মহারাজ! [করযোড়ে নতজানু হয় সোলায়মান।] আমি নতজানু হয়ে করযোড়ে প্রার্থনা করছি মহারাজ জয়সিংহ, সেনাপতি দিলির খাঁ, এই চরম বিপদের দিনে আপনারা আমার সহায় হোন। চলুন, আমাদের সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে দিল্লী যেয়ে আব্বার সংগে যোগদান করি।

দিলির ॥ উঠুন শাহজাদা! চলুন! মহারাজ না যান, আমি আমার সৈন্য নিয়ে এক্ষণি যাত্রা করবো। আমার অতো নীতিজ্ঞান নেই। আমি শুধু এইটুকু বুঝি—আমি মুসলমান, শাহজাদা দারার নেমক খেয়েছি। আজ তাঁর বিপদের দিনে তাঁকে ত্যাগ কোরে নেমকহারাম হতে চাইনে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি শাহজাদা, আপনারা যদি আমাকে পরিত্যাগ না করেন, আমিও আপনাদের ত্যাগ করবো না। আমার দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমি নেমকের ঋণ পরিশোধ কোরে যাবো। চলুন!

॥ চলে যান দিলির খাঁ ও সোলায়মান। তাঁদের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকান জয়সিংহ। মৃদুভাবে মাথা দোলাতে থাকেন ॥

জয়সিংহ ॥ মুসলমান জাতটাই এই রকম। খপ কোরে কেউটের বিষের মতো জ্বলেও উঠতে পারে, আবার খপ কোরে বরফের মতো গলেও যেতে পারে। মূর্খ দিলির খাঁ, নিজের পায়ে নিজেই কুঠার হান্‌লে। নিজের সৌভাগ্যের পথে নিজেই কাঁটা ছড়ালে। আমার কি! আমি তোমার মংগলই চেয়েছিলাম। কিন্তু..... যাকগে, যার কর্মফল সেই ভোগ করবে, আমার কি!

মঞ্চ অন্ধকার হয়

www.pathagar.com

তৃতীয় দৃশ্য

আগ্রা। মুরাদের শিবির। বাইরে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। শিবির অভ্যন্তরে আলোক বিকিরণ করছে একটা ঝাড়বাতি। অভ্যন্তর ভাগ পরিপাটি ও সুসজ্জিত। জাঁকজমক পূর্ণ একটা আসনে উপবিষ্ট মুরাদ। দু'পাশে দাঁড়িয়ে ইয়ার ও পিয়ার।

ইয়ার ॥ জাঁহাপনা!

পিয়ার ॥ আলমপনা!

মুরাদ ॥ আহ্, চুপ করো। একটু চিন্তা করতে দাও। [ক্ষণমাত্র চিন্তার পর] আমার ধারণা ছিলো, সেজ ভাই শাহজাদা আওরঙজেব দারাকে পরাজিত কোরে আমাকেই সিংহাসনে বসাবে। কিন্তু তার মনের গতি বুঝে পারা কঠিন।

ইয়ার ॥ খুবই কঠিন জাঁহাপনা। একেবারে ছলনাময়ী নারীর মতো।

পিয়ার ॥ নারে ইয়ার, নারী তো সিরাজীর মতো, মাতাতেও পারে, জ্বালাতেও পারে। সেজ শাহজাদা ঠিক চিতা বাঘের মতো। কখন কোথা দিয়ে কিভাবে কি উদ্দেশ্যে আসে, তা বুঝবার—

মুরাদ। অবশ্য এখনও তাঁর ব্যবহারে সন্দেহের কিছুই পাইনি। তবুও সতর্ক হতে হবে। সেনাপতি ও শুভাকাংখীদের আমি ধনরত্ন পদমর্যাদা দিয়ে ইতিমধ্যেই বশ করেছি।

ইয়ার ॥ জাঁহাপনা জ্ঞানী—বুদ্ধিমান। লোকমান হাকিমও হার মানে।

মুরাদ ॥ শাহানশার কাছেও পত্র দিয়েছি—যদি তিনি আমাকে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন, তবে তিনি আমৃত্যু সম্রাট থাকবেন। আমি তার প্রতিনিধি হয়ে কাজ করবো।

পিয়ার ॥ এ অতি উত্তম প্রস্তাব দিয়েছেন আলমপনা। শাহানশা আর কয়দিন বাঁচবেন! তারপরেই তো সটান……

মুরাদ ॥ যশোবন্ত সিংহ আমাকে সমর্থন কোরে পত্র পাঠিয়েছে। বলেছে, ভারতের সমস্ত রাজপুত আমাকে মোগল সম্রাটরূপে দেখতে চায়। তারা আমার জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

www.pathagar.com

ইয়ার ।। অবশ্যই প্রস্তুত। দরকার হলে অপ্রস্তুত অবস্থায় প্রস্তুত হতে হবে। এ কি যা তা কথা! জাঁহাপনার বাহুবল কে না অবগত আছে! প্রাণেরও তো একটা মায়া আছে!

মুরাদ ।। কিন্তু হঠাৎ কিছু করা কি ভালো হবে! বিশেষতঃ সেজ ভাই এখন দিল্লী যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত! দারাকে অনুসরণ করাই তার উদ্দেশ্য। এ অবস্থায় কি করা উচিত? আমি কি এই আগ্রায় থাকবো, না—

পিয়ার ।। মোটেই না আলমপনা। আমাদেরও দিল্লী যেতে হবে। শাহজাদা দারাকে দিল্লী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে যদি শাহজাদা আওরঙজেব পুট কোরে ময়ূর সিংহাসনে বসে পড়েন!

ইয়ার ।। তুই ঠিক কথা বলেছিস পিয়ার। অমন সুন্দর সিংহাসন দেখলে কার না বসতে ইচ্ছে হয়!

পিয়ার ।। বরং বসা কাজটা আলমপনার আগেই করা উচিত।

মুরাদ ।। হুঁ, চিন্তার বিষয়। যশোবন্ত সিংহও লিখেছে—শাহজাদা আওরজেবের গোপন উদ্দেশ্য সিংহাসনে আরোহন করা। যদি তাই হয়, তবে কৌশলেই সবকিছু হাসিল করতে হবে।

ইয়ার ।। ঠিক জাঁহাপনা। কৌশল ছাড়া কোনো পথ নেই।

মুরাদ ।। কিন্তু কি সে কৌশল?

পিয়ার ।। আলমপনা, কৌশলের পেঁচগুলো মাথায় ঠিক খেলছে না। মগজটাকে একটু সতেজ—

ইয়ার ।। হক কথা। ডাকবো জাঁহাপনা নাচওয়ালীকে? আজ সমস্ত দিন খুঁজে খুঁজে যোগাড় করেছি। তোফা জাঁহাপনা, তোফা।

পিয়ার ।। যেমন নাচে, তেমনি গায়। একেবারে হিন্দুদের সেই স্বর্গের উর্বশী।

মুরাদ ।। তাই নাকি! তবে এতোক্ষণ আনছো না কেনো হে উল্লুক! নিরম্বু উপবাসে মগজটা যে শুকিয়ে গেছে!

ইয়ার ।। জাঁহাপনার হুকুম পেলেই—

মুরাদ ।। এ সব ব্যাপারেও আবার হুকুম! আমি ঘাতককেই হুকুম দেবো তোমাদের মস্তক দেহচ্যুত করতে!

www.pathagar.com

।। ভয়ে কাঁপতে লাগে ইয়ার পিয়ার। ইয়ার কুর্নিশ কোরে উঠে দাঁড়িয়ে ঢোক গেলে ।।

ইয়ার ।। জাঁহাপনা, আমি এক্ষণি যাচ্ছি জাঁহাপনা। এই মুহূর্তে তাকে নিয়ে আসছি।

মুরাদ ।। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ··· [হাসি থামিয়ে তাকান পিয়ারের দিকে।] পিয়ার!

পিয়ার ।। আলমপনা।

।। কুর্নিশ কোরে দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে কাঁপতে লাগে ।।

মুরাদ ।। মরণের তোমাদের এতো ভয়!

পিয়ার ।। না আলমপনা। হুজুরের হাতে মরলে তো অক্ষয় বেহেশত। তবে কথা হচ্ছে —

মুরাদ ।। কি কথা?

পিয়ার ।। মানে, মস্তকটা দেহচ্যুত হলে আলমপনাকে বুদ্ধি জোগাবো কি দিয়ে!

।। আবার হা-হা করে হেসে ওঠেন মুরাদ। হাসি থামার আগেই নৃত্যের ভংগীতে এসে কুর্নিশ করে নাচওয়ালী। তার পেছনে পেছনে ইয়ারও এসে কুর্নিশ কোরে একপাশে দাঁড়ায়। নাচওয়ালী নৃত্যের সাথে গান শুরু করে। গান চলতে থাকা কালে মুরাদ পাশে সুসজ্জিত তেপায়ার ওপর রক্ষিত সিরাজীর দিকে ইংগীত করেন। পিয়ার দ্রুত সোরাহী থেকে সিরাজী ঢেলে তাঁর হাতে দেয়। তিনি নাচ দেখতে দেখতে গান শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে সিরাজী পান করেন ।।

গান

দোলে দোদুল দোলায় এ দিল দোলেরে
বাজে তাধিন তাধিন ধিন্‌তা বোলেরে।

www.pathagar.com

পায়ে নূপুর বাজে নিঁদ মহল মাঝে
ঐ সুরের বীণায় সুর মানে না যে.
মৌ লালারুখী ঐ মৃগ আঁখি
তার লাজের বাঁধন আজি খোলেরে ॥
শরাব-রাঙা দিল বাগিচায়
মরমিয়া ফুল
ভোম্‌রা বধূর পরশ পেয়ে
শরমে আকুল।
গুল বাগে হাসে ফুল আপন বাসে
নাচে মাতাল হাওয়া তার পাশে পাশে,
সেই নাচের তালে সুর বাহারজালে
আজ পাপিয়া পিয়া সুর তোলেরে ॥

॥ গান শেষে নাচের ভংগীতে কুর্নিস কোরে চলে যায় নাচওয়ালী। ইয়ার তার অনুসরণ করে ॥

মুরাদ ॥ পিয়ার !

পিয়ার ॥ আলমপনা !

মুরাদ ॥ বাইরে আকাশে চাঁদ উঠেছে ?

পিয়ার ॥ জি আলমপনা, দ্বাদশীর চাঁদ একেবারে ষোড়শী রূপসীর মুখের মতো ঝিকমিক করছে।

মুরাদ ॥ চলো, একটু হাওয়া খেয়ে আসি।

পিয়ার ॥ চলুন আলমপনা।

॥ পিয়ারকে সাথে কোরে বেরিয়ে যান মুরাদ। কিছুক্ষণ পরেই বাইরে শোনা যায় আওরঙ্গজেবের কণ্ঠ ॥

আওরঙজেব ॥ মুরাদ !

॥ ডাকতে ডাকতে ভেতরে আসেন। চারিদিক তাকান ॥

একি ! কেউ কোথাও নেই ! গেলো কোথায় ! তাকে যে আমার দরকার ! আমি স্পষ্ট কোরে জানতে চাই—কি তার ইচ্ছা। কেনো সে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে ! সে কি সন্ধিপত্রের

www.pathagar.com

কথা ভুলে গেলো! সন্ধিপত্রে তো কাবুল, কাশ্মীর, লাহোর, মুলতান ও সিন্ধু প্রদেশ নিয়ে সম্পূর্ণ একটা পৃথক রাজ্য গঠন করার কথা আছে। সে হবে সেই রাজ্যের স্বাধীন সম্রাট। তা ছাড়া যুদ্ধের পর যে ধন সম্পদ পাওয়া যাবে, তারও তিন ভাগের এক ভাগ সে পাবে। বাকী দুই ভাগ থাকবে আমার ও মেজ ভাই শাহজাদা সুজার জন্যে। তবে কেনো সে এমন বেইমানি করছে! আমি স্পষ্ট জানতে চাই।

।। উপস্থিত হয় মোহাম্মদ ।।

মোহাম্মদ ।। আব্বা!

আওরঙজেব ।। কে!

।। ফিরে তাকান আওরঙজেব পুত্রের দিকে ।।

ও, মোহাম্মদ! কি সংবাদ?

মোহাম্মদ ।। বড়ো ফুফু-আম্মা এসেছেন। দেখা করতে চান আপনার সংগে।

আওরঙজেব ।। কে! আপা! শাহজাদী জাহানারা! কোথায়? চলো চলো, শীগগীর চলো!

।। ব্যস্ত হয়ে বের হতে যান। কিন্তু তার পূর্বেই প্রবেশ করেন জাহানারা ।।

জাহানারা ।। ব্যস্ত হতে হবে না আওরঙজেব। আমি এখানেই হাজির হয়েছি।

।। আওরঙজেব জাহানারার পায়ের কাছে বসে কদম্বুসি করেন। অতঃপর উঠে দাঁড়ান ।।

আওরঙজেব ।। আপনি কষ্ট কোরে কেন এলেন আপা! আমি তো প্রভাতেই শাহানশার কদম্বুসি করতে যাবো বলে স্থির করেছি। সংবাদ পাননি কি?

জাহানারা ।। পেয়েছি আওরঙজেব। কিন্তু আমি এসেছি বিশেষ একটা আলোচনার জন্যে।

।। আওরঙজেব তাকান পুত্রের দিকে ।।

আওরঙজেব ।। মোহাম্মদ! তুমি বাইরে যেয়ে একটু লক্ষ্য রাখো, কেউ যেন এখন না আসে।

।। মোহাম্মদ চলে যায় বাইরে ।।

www.pathagar.com

বলুন আপা, কি আলোচনার বিষয় আপনার !

জাহানারা ॥ আমি একটা প্রস্তাব এনেছি আওরঙজেব !

আওরঙজেব ॥ প্রস্তাব ! আপনার ?

জাহানারা ॥ আমার নয়, শাহানশার। কিন্তু প্রস্তাবটা আসলে তুমিই উত্থাপন করেছিলে !

আওরঙজেব ॥ আমি ! বলুন তো কি প্রস্তাব ?

জাহানারা ॥ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী তুমিই হও। আর ভাইয়ে ভাইয়ে এই বিরোধ বন্ধ করার জন্যে পাঞ্জাব সহ পশ্চিমের প্রদেশগুলোর শাসনভার দারাকে, গুজরাটের শাসনভার মুরাদকে, বাঙলার শাসনভার সুজাকে এবং দাক্ষিণাত্যের শাসনভার তোমার পুত্রকে প্রদান করো।

॥ জাহানারা তাকান আওরঙজেবের দিকে। কিন্তু, আওরঙজেব তখন মাথা নীচু কোরে গভীর চিন্তায় মগ্ন ॥

আওরঙজেব ! আজ তুমি বিজয়ী। আর এ প্রস্তাব একদিন তুমিই দিয়েছিলে। তোমার সেই প্রস্তাবটি নতুন কোরে আমি শাহানশার পক্ষ থেকে তোমার কাছে উপস্থিত করেছি।

আওরঙজেব ॥ হ্যাঁ, ধর্মতের যুদ্ধের পরেই একটা প্রস্তাব আমি দিয়েছিলাম বটে। দিয়েছিলাম বাধ্য হয়ে। বারবার আমি অনুরোধ জানিয়েছিলাম, শাহানশার সংগে সাক্ষাৎ কোরেই ফিরে আসবো। কিন্তু বিনা যুদ্ধে আমাকে একপদ ভূমিও অগ্রসর হতে দেওয়া হয়নি। তাই যুদ্ধের পর বড়ো দুঃখে, বড়ো কষ্টে আমি ঐ প্রস্তাব দিয়েছিলাম। শুধু ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব বন্ধ করার জন্যে। কিন্তু সে প্রস্তাবও চরমভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। শাহজাদা দারা তার সমগ্র শক্তি নিয়ে সোমগড়ের যুদ্ধে আমাকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু খোদার অসীম অনুগ্রহে সে পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ। এতোদিনে পরিষ্কাররূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, সাম্রাজ্য পরিচালনায় শাহজাদা দারা সম্পূর্ণ অক্ষম। এখন তো আমি এ প্রস্তাব মেনে নিতে পারিনে আপা !

জাহানারা ॥ তোমার অন্তরের ব্যথা আমি বুঝতে পারি আওরঙজেব। তুমি

www.pathagar.com

জ্ঞানী, ধার্মিক। দারা তোমার বড়ো ভাই, এ কথা—

আওরঙজেব ॥ আমি ভুলিনি আপা সে কথা, কিন্তু আমরা যে তাঁর ছোটো ভাই, এ কথাটা তিনি বহুদিন আগে থেকে ভুলে গেছেন। মোগল সিংহাসন নিয়ে আজ যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাকে ঘিরে যে ভাবে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা হয়েছে, তার জন্যে দায়ী কি আওরঙজেব? আমাদের বঞ্চিত কোরে শাহজাদা দারা চেয়েছিলেন নিজে সিংহাসন অধিকার করতে। শুধু বঞ্চিত নয়, প্রকারান্তরে তিনি চেয়েছিলেন আমাদের চিহ্ন পৃথিবী থেকে চিরতরে মুছে ফেলতে।

জাহানারা ॥ হয়তো তোমার কথাই সত্যি। তবুও শাহানশার অনুরোধ—

আওরঙজেব ॥ অনুরোধ নয় আপা, বলুন তাঁর আদেশ। কিন্তু আপা, যুদ্ধের পক্ষপাতি আমি কোনোদিন ছিলাম না। আমি চেয়েছিলাম শান্তি। চেয়েছিলাম বিশাল সাম্রাজ্য চার ভায়ে সমানভাবে উপভোগ করতে। চেংগিজ খানের মৃত্যুর পর যেমন তিন পুত্র তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য উপভোগ করেছিলেন। কিন্তু সে আশা বৃথা। হিন্দুস্তানী দর্শনে সুপণ্ডিত আমার অগ্রজ শাহজাদা দারা হয়তো কৌরব-নীতি অবলম্বন কোরে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—'বিনা যুদ্ধে নাহি দিবো সূচ্যগ্র মেদিনী।' (একটু থামেন। তাকান অগ্রজার দিকে। পরে অন্য দিকে মুখ ফিরান) তিনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর। আমি তাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তিনি দিল্লীর সিংহাসনলোভী কুচক্রীদের হাতের ক্রীড়নক। তাদের কুপরামর্শে তিনি বিরাট এই দেশের কোটি কোটি নর-নারীর ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন, তা তো হতে পারে না! তার মতো অদূরদর্শীর হাতে মোগল সাম্রাজ্যের শাসনভার অর্পন তো দূরের কথা, কোনো প্রদেশের শাসনভারও ন্যস্ত করা যেতে পারে না।

জাহানারা ॥ তোমার অভিযোগ সবই সত্য আওরঙজেব। তবুও আমার অনুরোধ, পীড়িত আব্বার রোগ-জর্জর মনে ব্যথা লাগে, এমন কিছু তুমি কোরো না। এই প্রস্তাব তুমি মেনে নাও।

আওরঙজেব ॥ পাঞ্জাব সহ পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহের শাসনভার শাহজাদা দারার হাতে অর্পন করার প্রস্তাব আমি মানতে পারিনে আপা।

www.pathagar.com

তবে আমার পূর্ব প্রস্তাব অনুযায়ী পাঞ্জাবের জায়গীর তাকে দিতে আমি এখনো প্রস্তুত। অবশ্য যদি তিনি রাজি হন।

জাহানারা ।। আরো একটু চিন্তা কোরে দেখো আওরঙজেব। দারা তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পারিবারিক সম্মানের খাতিরে, মোগল সম্রাটের মর্যাদার দিকে তাকিয়ে তোমার উদার দৃষ্টিভংগিতে আরেকটু বিবেচনা করো আওরঙজেব। আমার বিশ্বাস, তোমার সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে সে ক্ষতিকর কিছুই করতে পারবে না।

আওরঙজেব ।। আপনি আমার অগ্রজা। মায়ের সমান। আর শাহানশা শুধু দিল্লীর সম্রাট নন, তিনি আমার পিতাও। আমার দুর্ভাগ্য যে, আপনারা বর্তমান থাকতে আমাকে এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে। যাই হোক, শান্তি রক্ষার জন্যে কোনোরূপ ত্রুটি আমি রাখবো না। আমি আগামী প্রভাতেই শাহানশার সম্মুখে হাজির হবো।

জাহানারা ।। তাই এসো। শাহানশা তোমার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছেন। খোদা হাফেজ।

।। জাহানারা চলে যান। পায়চারি করতে লাগেন আওরঙজেব ।।

আওরঙজেব ।। পাঞ্জাব ও পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলোর শাসনভার দিতে হবে দারাকে। সুজাকে বঙ্গদেশ, মুরাদকে গুজরাট ও আমার পুত্রকে দাক্ষিণাত্য। কেন্দ্রীয় শাসনভার থাকবে আমার হাতে। অর্থাৎ আমিই হবো মোগল সাম্রাজ্যের অধিশ্বর। এ তো আমার চাওয়ার চেয়ে অনেক বেশী। আমি চেয়েছিলাম সাম্রাজ্যটাকে চার ভাগে ভাগ কোরে চার ভাই স্বাধীনভাবে শাসন করতে। কিন্তু.....

।। একটু পায়চারি করে দাঁড়ান ।।

কোরান বলেন, নিজে অত্যাচার কোরো না এবং কেউ অত্যাচার করলে তাও সহ্য কোরো না। দারা অত্যাচার করতে শুরু করেছিলো আরো চরম অত্যাচার করার জন্যে প্রস্তুতও হয়েছিলো। কিন্তু খোদার অনুগ্রহে তার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। তার অপরাধের শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু.....

।। পুনরায় একটু পায়চারি কোরে দাঁড়ান ।।

www.pathagar.com

কোরান বলেন, ক্রোধ যে সংবরণ করে এবং অপরের ভুলত্রুটি ক্ষমা কোরে দেয়, খোদা তাকে ভালোবাসেন।

।। পুনরায় পায়চারি করতে করতে চিন্তা করেন ।।

হুঁ, শাহানশার প্রস্তাব, অগ্রজার অনুরোধ.....এই প্রস্তাবই আমি মেনে নেবো।

।। হঠাৎ দ্রুত হাজির হয় রওশনারা ।।

রওশনারা ।। ভাইয়া!

।। আওরঙজেব অন্য দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে চিন্তা করছিলেন। ছোটো বোনের ডাকে দ্রুত ফিরে দাঁড়ান ।।

আওরঙজেব ।। একি! রওশন! তুই!

।। রওশনারার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকান আওরঙজেব। কেমন যেন উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিলো রওশনারাকে ।।

রওশনারা ।। হ্যাঁ ভাইয়া, আমি।

আওরঙজেব ।। তোকে খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে যেন। ব্যাপার কি? কি হয়েছে।

রওশনারা ।। কাল সকালে আপনি দুর্গ-প্রাসাদে যাবেন না ভাইয়া।

আওওঙজেব ।। কেনো!

রওশনারা ।। ষড়যন্ত্র। গভীর ষড়যন্ত্র।

আরওঙজেব ।। ষড়যন্ত্র!

রওশনারা ।। হ্যাঁ। আপনাকে বন্দী করার ষড়যন্ত্র।

আরওঙজেব ।। আমাকে বন্দী করার ষড়যন্ত্র!

।। টেনে টেনে কথাগুলো বলেন আরওঙজেব ।।

রওশনারা ।। হ্যাঁ ভাইয়া। প্রাসাদে দুই শত তাতার প্রহরিণীকে নিযুক্ত করা হয়েছে শুধু আপনাকে বন্দী করার জন্যে। আপনি প্রবেশ করার সাথে সাথেই তারা আপনাকে বন্দী করবে। যদি বল প্রয়োগ করতে যান, তবে হয়তো—

আওরঙজেব ।। হুঁ। এ কার চক্রান্ত? কে এই তাতার প্রহরিণীদের নিযুক্ত করেছে?

www.pathagar.com

রওশনারা ।। বড়ো ভাইয়াই নিযুক্ত করেছিলেন সোমগড় যুদ্ধের আগে। এ সব যশোবন্তেরই চক্রান্ত।

আওরঙজেব ।। হুঁ তা হলে এ ষড়যন্ত্রের কথা শাহানশা কিংবা শাহজাদী জাহানারা—

রওশনারা ।। মনে হয় তাঁরা জানেন না। আমিও জানতাম না। কিন্তু তাতার প্রহরিণীদের একজন আজ গোপনে আমাকে এই সংবাদ দেয়। সে আপনাকে মনে-প্রাণে শ্রদ্ধা করে। আপনি যাবেন না ভাইয়া।

আওরঙজেব ।। রওশন! নর্মদা নদী যার গতি রোধ করতে পারেনি, যশোবন্ত সিংহ যার কাছে পরাজয় বরণ করেছে, বিন্ধ্য পর্বত যার পথ আটকাতে পারেনি, দারার লক্ষ সৈন্য যার কাছে পর্যুদস্ত হয়েছে, তাকে বন্দী করবে সামান্য তাতার রমণী!

রওশনারা ।। না ভাইয়া, তাদের অবহেলা করবেন না। তারা সাপের চেয়ে খল, বাঘের চেয়ে হিংস্র আর শয়তানের চেয়ে ক্রূর। কি ভাবে কোথায় কোন্ জাল পেতে রেখেছে কিছুই বলা যায় না। আমার অনুরোধ, আমার প্রার্থনা·····

।। আওরঙজেবের একখানা হাত ধরেন রওশনারা ।।

তাছাড়া এই দেখুন।

।। কোমরে সালোয়ারের মধ্যে গুঁজে রাখা দু'খানা পত্র বের করে আওরঙজেবের হাতে দেয়। পত্র দু'খানা নিয়ে তিনি দ্রুত পাঠ সমাপ্ত করে তাকান বোনের দিকে ।।

আওরঙজেব ।। কোথায় পেলি এ পত্র?

রওশনারা ।। এক ভিক্ষুকের কাছ থেকে আমারই নিয়োজিত এক গুপ্তচর পত্র দু'খানা উদ্ধার করেছে।

আওরঙজেব ।। শাহানশার নামে মুরাদকে উত্তেজিত করা হয়েছে। যে কোনো প্রকারে হোক আমাকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

।। একখানা পত্রের দিকে তাকান ।।

www.pathagar.com

কাজ সমাধা হলে মুরাদকেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হবে।

।। এবার অপর পত্রখানার দিকে তাকান ।।

আমার পুত্র মোহাম্মদকে আমারই বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

।। পত্রসহ হাত দু'খানা পেছনে বেঁধে বার দুই পায়চারি করেন ।।

এতোগুলো হীন ষড়যন্ত্রের নায়ক সেই লোক, যাকে একটু আগেই আমি পাঞ্জাবসহ পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলোর শাসন ভার দেওয়ার প্রস্তাবে সম্মত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পরাজিত পলায়িত দারা আত্মগ্লানিতে নিজে জ্বলছে, আমাকেও জ্বালিয়ে মারার চেষ্টা করছে।

।। রওশনারার দিকে ফিরে দাঁড়ান ।।

রওশন। বলতে পারিস বোন, জগতে স্বার্থটাই কি সব? মনুষ্যত্ব বলে কি কিছুই নেই? ভাই হয়ে ভাইয়ের বিরুদ্ধে কেনো এই হীন চক্রান্ত?

রওশনারা ।। আপনার এ সব প্রশ্নের উত্তর আপনি নিজেই ভালো জানেন। আমি শুধু আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি কাউকে বিশ্বাস করবেন না। আমাকেও না। বিশ্বাসের মূল্য কেউ দেবে না। আমি চললাম। আমার অনুরোধ মনে রাখবেন—প্রাসাদে যেন যাবেন না।

।। রওশনারা চলে যায়। আওরঙজেব দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে থাকেন। পরক্ষণেই প্রবেশ করেন মীর জুমলা। আওরঙজেবকে কুর্নিশ করেন ।।

আওরঙজেব ।। কখন এলেন মীর জুমলা?

মীর জুমলা ।। অনেকক্ষণ এসেছি। আড়ালে দাঁড়িয়ে শাহজাদীর সাথে আপনার আলোচনা শুনে অপরাধ করেছি। সে জন্যে আমি ক্ষমা প্রার্থী।

আওরঙজেব ।। অপরাধ এবং ক্ষমা প্রার্থনার কথা বাদ দিন মীরজুমলা। সবকিছু যদি শুনে থাকেন তবে বলুন, কি এখন আমার কর্তব্য!

মীরজুমলা ।। প্রথমেই আগ্রা দুর্গ অধিকার করা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

আওরঙজেব ।। আগ্রা দুর্গ অধিকার! আপনি বলছেন কি মীরজুমলা! সেখানে যে শাহানশাহ রয়েছেন।

মীরজুমলা ।। শাহানশাহ যেমন আছেন, তেমনিই থাকবেন। শুধু দুর্গের নিয়ন্ত্রণ ভারই আপনার হাতে থাকবে। তারপর—

আওরঙজেব ।। তারপর?

মীরজুমলা ।। তারপর দিল্লী অধিকার। শাহজাদা দারাকে বন্দী না করলে এ ষড়যন্ত্র কোনোদিনই থামবে না।

আওরঙজেব ।। শাহজাদা দারাকে বন্দী! মীরজুমলা! আমি আর ভাবতে পারছিনে। নিয়তি আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছে! না না মীরজুমলা, আমি রাজ্য চাইনে। প্রয়োজন হলে আমি মক্কা যাত্রা করবো, তবু এভাবে—

মীরজুমলা ।। আপনি ভুলে যাচ্ছেন শাহজাদা, একটা রাজ্য নিয়ে ছেলেখেলা চলে না। ভুলে যাচ্ছেন, দারার হাতে রাজত্ব গেলে এ রাজ্য কতোখানি বিপন্ন হতে পারে! শাহজাদা, আপনি জ্ঞানী, ধার্মিক। দুর্জনের হাত থেকে আত্মরক্ষা করাই ধর্ম। সে ধর্ম আপনাকে রক্ষা করতেই হবে। মনে করুন হজরত ওমরের কথা। ধর্ম ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পিতাপুত্র কেউই তাঁর হাত থেকে রেহাই পায়নি। মনে করুন শাহানশার কথা। সিংহাসন লাভের পথে তাঁকেও ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের রক্তপাত ঘটাতে হয়েছিলো। তবে আপনি কেনো এতো চিন্তিত! কেনো এতো উদ্বেলিত! কেনো এতো কাতর? বিশেষতঃ যেখানে আপনার জীবন বিনাশের জন্যে একটার পর একটা ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা হচ্ছে, সেখানে আপনার নিষ্ক্রিয়তা কি ইসলামের পরিপন্থী হবে না?

।। প্রবেশ করেন জয়সিংহ। কুর্নিশ কোরে এক পাশে দাঁড়ান।।

আওরঙজেব ।। একি! মহারাজ জয়সিংহ! আপনি—

জয়সিংহ ।। আমি এসেছি আত্মসমর্পন করতে।

।। তরবারি কোষমুক্ত কোরে আরওঙজেবের পদতলে রাখেন ।।

www.pathagar.com

আওরঙজেব ॥ আত্মসমর্পন !

॥ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকান আরওঙজেব ॥

জয়সিংহ ॥ হ্যাঁ শাহজাদা ! আমার অধীন সমস্ত সৈন্য নিয়ে আমি এসেছি শাহজাদার শরণাপন্ন হতে। আজ থেকে আমার সর্বশক্তি আপনার আদেশের প্রতীক্ষায় থাকবে।

॥ আওরঙজেব তাকান মীরজুমলার দিকে ॥

মীরজুমলা ॥ মহারাজের সততায় আমাদের অবিশ্বাস করার কিছুই নেই। তবু বলুন মহারাজ, আপনার মনের এই অকস্মাৎ পরিবর্তনের কারণ কি ?

জয়সিংহ ॥ এমন কিছুই আমার নেই, যা দিয়ে আমার সততার প্রমাণ দিতে পারি। আমি বীর। বীরের পশ্চাতে প্রকৃত বীরের মতো যুদ্ধ কোরে প্রাণ দিতে চাই। আমি রাজপুত। যুদ্ধ আমার পেশা। কিন্তু ছলনা ও ষড়যন্ত্রের পাকচক্রে পড়ে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। উদার হৃদয়ের পাশে এসে মুক্ত হাওয়ায় নিশ্বাস নিয়ে বাঁচতে চাই।

আওরঙজেব ॥ আমাকে তো আপনার স্বজাতিরা গোঁড়া মুসলমান বলেই জানে। কি উদারতা আপনি আমার কাছ থেকে আশা করেন ?

জয়সিংহ ॥ নিজ ধর্মের প্রতি ভালোবাসাই যদি গোঁড়ামি হয়, তবে মহারাজ প্রতাপসিংহও কি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন না ? আমি নিজেও কি গোঁড়া নই। আমার বিশ্বাস করুন শাহজাদা, এই তরবারি স্পর্শ কোরে শপথ করছি, আমার মনে কোনো কপটতা নেই।

॥ বলতে বলতে তরবারিখানা তুলে নেন। এবং কথা শেষ কোরে পুনরায় যথাস্থানে রেখে দেন।

মীরজুমলা ॥ আমি আমার নিজের তরফ থেকে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি মহারাজ। আপনার সাহায্যকে আমরা খোদার দান বলেই মনে করবো।

॥ তরবারিখানা তুলে নেন আওরঙজেব ॥

আওরঙজেব ॥ এই নিন মহারাজ, আপনার তরবারি। আমি গোঁড়া হই আর যাই হই, সততা ও বীরত্বকে শ্রদ্ধা করতে এবং যোগ্যতাকে মর্যাদা

www.pathagar.com

দিতে জানি। আর এও বিশ্বাস করি, সততা, বীরত্ব ও যোগত্যা কোনোদিন কোনো জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

॥ জয়সিংহের হাতে তরবারিখানা তুলে দেন ॥

মঞ্চ অন্ধকার হয়

www.pathagar.com

চতুর্থ দৃশ্য

লাহোর। দারার শিবির। জাঁকজমকহীন নিরানন্দ। মধ্যাহ্নের খর রৌদ্রে সেই নিরানন্দের মধ্যে যেন জাগছে একটা হাহাকার। একটা আসনের ওপর বিষণ্ণ বদনে বসে আছেন শাহজাদা দারা। চিন্তা করছেন মনে মনে :

দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমি আমার উত্তরাধিকার বজায় রাখবো। গুরুদেব লালদাস ঠাকুরের কথা মিথ্যা হতে পারে না। আমিই হবো মোগল সাম্রাজ্যের ভাবী অধিশ্বর। সোমগড় যুদ্ধে আমার পরাজয় ঘটেছে, আগ্রা-দিল্লী ধূর্ত আওরঙজেবের করতলগত হয়েছে। তা হোক। তার জন্যে চিন্তা কি! আমি কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবো। মুরাদকে সিংহাসনের লোভ দেখিয়ে আওরঙজেবকে হত্যা করার জন্যে উত্তেজিত করেছি। মোহাম্মদকেও তার পিতার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছি। জাল অনেকগুলো পেতেছি। একটায় না একটায় তাকে পড়তেই হবে। দিলির খাঁ ও সোলায়মান সসৈন্যে আমার সংগে যোগ দেওয়ার জন্যে এগিয়ে আসছে। যশোবন্ত সিংহও সংবাদ পাঠিয়েছেন, বিপুল সংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে আমার সাহায্যে আগমন করবেন। বিশ্বাসঘাতক জয়সিংহ নেমকহারামি কোরে আওরঙজেবের পক্ষে যোগদান করেছে। তা করুক। তার বিশ্বাস-ঘাতকতার শাস্তি সে অবশ্যই পাবে।

॥ ব্যাকগ্রাউণ্ড থেকে মাইকযোগে বলতে হবে ॥

www.pathagar.com

॥ ধীরে ধীরে প্রবেশ করেন নাদিরা, দারা একবার মুখ তুলে তাকান স্ত্রী-র বিষণ্ণ মুখের দিকে ॥

নাদিরা ॥ আগ্রা থেকে দিল্লী, দিল্লী থেকে লাহোর। জানি না এভাবে আরো কোথায় ছুটতে হবে!

দারা ॥ জীবনের অনেকগুলো বছর তো প্রাসাদের মধ্যে বসে কাটিয়ে দিলে। কয়েকটা দিনের জন্যে সাময়িক এই শিবিরের কষ্টটা স্বীকার কোরে নাও নাদিরা।

নাদিরা ॥ শিবিরের কষ্ট বা পথের কষ্ট স্বীকার করতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু যে কষ্ট স্বীকারের পেছনে কোনো যুক্তি নেই, যার পরিণাম অনিশ্চিত, সে কষ্ট—

দারা ॥ নাদিরা! দীর্ঘদিন যাবৎ মোগল সাম্রাজ্যের যাবতীয় রাজকার্য একরূপ আমিই পরিচালনা করেছি। তবু তুমি বলতে চাও আমার কোনো কাজের পেছনে কোনো যুক্তি তর্ক নেই!

নাদিরা ॥ অনেকটা তাই। তা না হলে তার পরিণাম আজকের এই দুরবস্থায় এসে পড়বে কেনো। যুক্তিতর্কের তুলাদণ্ডে ওজন কোরে কোনো কাজ করলে তার ফলশ্রুতি কোনোদিন খারাপ হয় না শাহজাদা!

॥ ক্রুদ্ধ হন দারা। আসন ছেড়ে উঠে নাদিরার নিকটে আসেন ॥

দারা ॥ কি তুমি বলতে চাও নাদিরা! তুমি কি বলতে চাও, পর্দানশীনা এক মোগল বধূ যে বুদ্ধি রাখে, দীর্ঘ দিনের রাজকার্যের অভিজ্ঞতা লাভ করেও সে বুদ্ধি আমার হয়নি?

নাদিরা ॥ তোমার পণ্ডিত্যকে অস্বীকার করিনে। কিন্তু রাজনৈতিক প্রজ্ঞা যে তোমার অদূরদর্শীতার প্রমাণ দেয়, সে কথা তুমিও অস্বীকার করতে পারবে না।

দারা ॥ নাদিরা! ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে। আশ্চর্য! তুমি না আমার জীবন-সংগিনী!

নাদিরা ॥ জীবন-সংগিনী কাকে বলে? জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি কাজে যাকে সংগিনী করা হয় সে-ই জীবন সংগিনী। কিন্তু তা

www.pathagar.com

কি তুমি করেছো ! আমি পেয়েছি শুধু তোমার শয্যা-সংগিনীর মর্যাদা। যদি তোমার জীবন-সংগিনী হতে পারতাম, যদি তোমার পিতামহী সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের মতো তোমার প্রতিটি কর্ম আমার যুক্তিতে পরিচালিত হতো, তবে আজ আশ্রয়ের সন্ধানে পথে পথে ছুটাছুটি করতে হতো না।

দারা ॥ নাদিরা ! আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিও না।

॥ ক্রুদ্ধ পদবিক্ষেপে যেয়ে বসেন দারা আসনে ॥

নাদিরা ॥ যে সময় ঘটানো উচিত ছিলো, তখন তোমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে সক্ষম হইনি। তাই আজ আর সে চেষ্টা করবো না।

দারা ॥ আশ্চর্য ! বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ, প্রখ্যাত কূটনীতিক চিরদিন মোগল দরবারের শোভা বর্ধন করেছে। তারা সকলেই তোমার নিকট শিশু ! আশ্চর্য তোমার ধৃষ্টতা !

নাদিরা ॥ আমার ধৃষ্টতা নয় শাহজাদা, এ আমার মনের দুঃখ। দরবারের সেই সব কূটনীতিক তো কোনোদিন তোমাকে সৎপরামর্শ দেয়নি। তারা দেখিয়েছে কূটবুদ্ধির খেল। কুপরামর্শ দিয়ে চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে। তারা ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ সৃষ্টি কোরে দিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছে। তারা চেয়েছে মোগল সাম্রাজ্যের পতন। তারা তো তোমার এতোটুকুও মংগল কামনা করেনি শাহজাদা !

দারা ॥ থামো-থামো ! তোমাদের ঐ মংগল শব্দটাই আমার শরীরে আগুন জ্বেলে দেয়। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি তোমার আজকের এই ধৃষ্টতায়।

নাদিরা ॥ ধৃষ্টতা নয়, আমি শুধু সত্যি কথাগুলো বলছি।

॥ চিৎকার কোরে ওঠেন দারা ॥

দারা ॥ কেনো বলছো ? বলার উদ্দেশ্য কি ?

॥ দারা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকেন। কিছুক্ষণ তাকান তার দিকে নাদিরা। ধীরে ধীরে এগিয়ে যেয়ে হাত রাখেন দারার মাথায় ॥

www.pathagar.com

নাদিরা ।। আমায় মাফ করো। আমি শুধু তোমায় আঘাতই দিয়ে গেলাম, সান্ত্বনা দিতে পারলাম না। এযে আমার কতো বড়ো দুঃখ……

।। ওড়নার আঁচল দিয়ে চোখ মোছেন ।।

আমি আমার কথা চিন্তা করিনে। শুধু তোমার চিন্তা, তোমার ছেলে দুটোর চিন্তা আমাকে পাগল কোরে তুলেছে। নাইবা বরলে রাজত্ব। রাজনীতি থেকে দূরে কোথাও নির্বিবাদে জ্ঞানের সাধনায় জীবনটা কি কাটিয়ে দিতে পারো না! অন্ততঃ ছেলে দুটোর জীবনে নিরাপত্তা ফিরে আসবে তো!

।। ধীরে ধীরে দারা মুখ ফিরিয়ে তাকান নাদিরার দিকে। নাদিরার চোখে পানি দেখে পুনরায় ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন ।।

দারা ।। তা হয় না নাদিরা। দাবার গুটিতে শেষ চাল দিয়েছি। জয় এবার সুনিশ্চিত।

।। বেরিয়ে যান দারা স্ত্রীর দিকে না তাকিয়ে। নাদিরাও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চোখ মোছেন ।।

নাদিরা ।। দুর্ভাগ্য যখন নেমে আসে তখন বুঝি এমনিই মতিভ্রম ঘটে।

।। অকস্মাৎ সিপার একখানা মুক্ত তরবারি হাতে জহরতকে তাড়া কোরে আনে। জহরত দৌড়ে এসে মায়ের আড়ালে দাঁড়ায় ।।

জহরত ।। মা, সিপার আমাকে মারছে।

নাদিরা ।। একি সিপার, জহরতকে তাড়া কোরেছো কেনো?

সিপার ।। আমি ওকে মেরে ফেলবো।

নাদিরা ।। ছিঃ, ও যে বড়ো বোন!

সিপার ।। তা হোক। আমাকে কাপুরুষ বললো কেনো?

জহরত ।। বলবো না! যুদ্ধ কোরতে যেয়ে কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে আসিস।

নাদিরা ।। থাম্! কতোদিন না তোদের বলেছি, ভাই-বোনে ঝগড়া-মারামারি করবিনে!

জহরত ।। ও-ই তো আমাকে মারছে।

www.pathagar.com

সিপার ।। মারবো না! তোকে কেটে টুকরো টুকরো করবো। তুই আমাকে গালি দিলি কেনো?

জহরত ।। দিয়েছি বেশ করেছি। কাপুরুষ বলবো না তো কি বীরপুরুষ বলবো?

সিপার ।। আমিও তোকে—

।। তরবারি উঠায়। সংগে সংগে ধমক দেন নাদিরা ।।

নাদিরা ।। সিপার! যা, দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে। যা বলছি!

।। জহরতের দিকে তাকান। তাকে ঠেলে দেন ।।

তুইও যা! আর কোনো দিন আমায় মা বলে ডাকবিনে।

।। অন্যদিকে ফিরে দাঁড়ান নাদিরা। সিপার ও জহরত মায়ের দিকে তাকায়। তারপর তাকায় পরস্পরের দিকে। সিপার তরবারি ফেলে দেয়। জহরতের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে তার হাত ধরে। অতঃপর এগিয়ে যায় মায়ের দিকে। পাশে যেয়ে দাঁড়ায় ।।

সিপার ।। মা, আমি আর মারামারি করবো না।

জহরত ।। আমি আর গালি দেবো না মা।

।। নাদিরা ফিরে দাঁড়ান। উভয়কে বুকে চেপে ধরে চুমু খান ।।

মঞ্চ অন্ধকার হয়

www.pathagar.com

দিল্লী। দরবার গৃহ। মোগল স্থাপত্য ও জাঁকজমকের চরম নিদর্শন সর্বত্র পরিদৃশ্যমান। পূর্বাহ্ণ। দরবার গৃহে অমাত্যগণ সৈন্যাধ্যক্ষগণ সমবেত হয়েছেন। ময়ূর সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আওরঙজেব। পেছনে দুপাশে দুজন পরিচারক চামর দুলিয়ে ব্যজন করছে। সামনে এক পাশে দাঁড়িয়ে মীরজুমলা ও শায়েস্তা খাঁ। অন্য পাশে জয়সিংহ ও যশোবন্ত সিংহ। এছাড়া আরও বহু অমাত্য-সৈন্যাধ্যক্ষ দাঁড়িয়ে আছে।

আওরঙজেব ॥ মহারাজ যশোবন্ত সিংহ!

॥ যশোবন্ত সিংহ কুর্নিশ করেন ॥

আপনি যে আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন, সে জন্য আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ধর্মতের যুদ্ধে আপনি দারার পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন বলে আপনার উপর আমি এতোটুকুও অসন্তুষ্ট নই। আপনি আপনার কর্তব্যই পালন করেছিলেন। আশা করি ভবিষ্যতেও আপনার নিকট থেকে অনুরূপ রাজভক্তি—

যশোবন্ত ॥ ভবিষ্যতের কথা পরে হবে জাঁহাপনা। আমি জানতে চাই—মহান সম্রাট শাজাহানকে আপনি বন্দী করেছেন কেনো?

মীরজুমলা ॥ সেই কৈফিয়ৎ চাওয়ার জন্যেই কি মহারাজ কষ্ট কোরে দিল্লী আগমন করেছেন?

যশোবন্ত ॥ হ্যাঁ, সেই কৈফিয়তই চাই। তারপরে জানতে চাই—জ্যেষ্ঠ পুত্র বর্তমান থাকতে শাহজাদা আওরঙজেব কোন্ অধিকারে সিংহাসন দখল করেছেন?

শায়েস্তা ॥ তার পূর্বে আপনিই বলুন, কোন অধিকারে আপনি এই কৈফিয়ৎ চাচ্ছেন?

আওরঙজেব ॥ থামুন শায়েস্তা খাঁ! মহারাজ যশোবন্ত সিংহ নিজের ওজন না বুঝলেও, আমি জানি তার ওজন কতোটুকু। তবুও তার প্রশ্নের উত্তর আমি দেবো। কারণ সম্রাট শাজাহান শুধু

www.pathagar.com

দিল্লীশ্বর নন, তিনি আমার পিতাও। কিন্তু তার পূর্বে বলুন তো মহারাজ যশোবন্ত সিংহ, আমাকে হত্যার ষড়যন্ত্র শাহজাদা দারার সাথে আপনি কতোখানি করেছিলেন? জয়ের মুখে বিজাপুরের যুদ্ধ বন্ধ করার নির্দেশ, আগ্রা আগমনে বারবার বাধা প্রদান, আমাকে হত্যার জন্যে আগ্রা দুর্গ প্রাসাদে দু'শ তাতার প্রহরিণী নিয়োগ……শুধু কি এই! আরো বহু আছে। আর এ সবকিছুই করেছেন আপনারা শাহানশার অগোচরে, তাঁর স্বাক্ষর নকল কোরে। অথচ শাহানশা এ সবের কিছুই জানেন না! বলুন মহারাজ যশোবন্ত সিংহ, এ সব চক্রান্তের মূল নায়ক কি আপনি নন?

যশোবন্ত ॥ এ মিথ্যা, এ অন্যায় অভিযোগ।

আওরঙজেব ॥ মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! আমি শাহজাদা দারা নই। আমি আওরঙজেব। ভারতীয় দর্শনের বিকৃত রূপে আমার মস্তিষ্কও বিকৃত হয়নি। কোনো প্রমাণ-দলিল হাতে না রেখে মিথ্যা ভয় দেখানোর প্রবৃত্তি আমার নেই। জানেন, আপনার স্পর্ধা আকাশস্পর্শী। আর আপনার ক্ষমাহীন অপরাধের শাস্তি—

জয়সিংহ ॥ জাঁহাপনা!

॥ আওরঙজেব তাকান জয়সিংহের দিকে ॥

আওরঙজেব ॥ মহারাজ জয়সিংহ! ভয়ের কিছুই নেই। আমি আপনার বন্ধুকে শুধু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, পাপ কোনোদিন গোপন থাকে না। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ, আপনাদের কূটচক্রান্ত আর হীন ষড়যন্ত্রের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তথা দিল্লীর সিংহাসনকে রাহুমুক্ত করার জন্যে, সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ চিন্তা কোরে আমাকে আগ্রা দুর্গ নিয়ন্ত্রনাধীনে রাখতে হয়েছে। শাহানশাকে তো আমি বন্দী করিনি। প্রাসাদে তার অবাধ গতি। শাহজাদী জাহানারা সব সময়ই তার শুশ্রূষায় রত আছেন। শাহাজাদী রওশনারা ও অন্যান্য মোগল মহিলাও তাঁর খেদমতে নিযুক্ত। যারা কূট চক্রান্ত সৃষ্টি কোরে, হীন ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করার প্রচেষ্টা চালায়, শুধু তাদেরই সেখানে প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু এ ব্যবস্থা তো আপনার যুক্তিতে শাহজাদা দারাই প্রচলন করেছিলেন। সে জন্যে আজ আমার কাছে

www.pathagar.com

কৈফিয়ৎ তলব কেনো মহারাজ ?

শায়েস্তা ॥ মহারাজ যশোবন্ত সিংহ মনে করেন, তাঁর মতো বুদ্ধিমান এই ভুভারতে আর কেউ নেই। আর সেই বুদ্ধির অহংকারে তিনি ছুটে এসেছেন দিল্লীতে জাঁহাপনার কাছে কৈফিয়ৎ চাইতে। ঔধ্যত্বেরও একটা সীমা থাকে।

যশোবন্ত ॥ শায়েস্তা খাঁ! রাজায় রাজায় কথা হচ্ছে, তার মধ্যে বন্য শৃগাল কথা বলতে আসে কোন্ সাহসে?

শায়েস্তা ॥ খামোশ বেঈমান!

॥ তরবারি বাহির করেন শায়েস্তা খাঁ। আওরঙজেব হাত উঁচু কোরে তাঁকে বিরত করেন ॥

মীরজুমলা ॥ জাঁহাপনা, এই অপমানকর উক্তির জন্যে মহারাজের ক্ষমা চাওয়া উচিত।

জয়সিংহ ॥ তাঁর হয়ে আমিই ক্ষমা চাচ্ছি। নানান কারণে হয়তো আজ মহারাজের মেজাজটা - -

যশোবন্ত ॥ মহারাজ জয়সিংহ! আপনি নিজের চরকায় তেল দিন। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমিই করবো। আপনাকে আর ইন্ধন যোগাতে হবে না।

জয়সিংহ ॥ ইন্ধন নয় মহারাজ, এটা সাধারণ ভদ্রতা। কটূক্তি দ্বারা কাউকে ছোটো করা যায় না মহারাজ, তাতে বরং নিজের অশালীনতাই প্রকাশ পায়।

যশোবন্ত ॥ আপনার উপদেশ বন্ধ করুন মহারাজ।

আওরঙজেব ॥ মহারাজ জয়সিং, উপদেশের কার্যকারিতা এবং ফলাফল আশা করা যায় তার সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে। স্থান কাল-পাত্র সম্পর্কে সজাগ না হলে সে উপদেশ ব্যর্থ হয়ে যায়।

যশোবন্ত ॥ জাঁহাপনা আমাকে যাওয়ার আদেশ দিন।

আওরঙজেব ॥ আপনার আরো একটা প্রশ্ন ছিলো মহারাজ। সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র বর্তমান থাকতে আমি কেনো সিংহাসন অধিকার করেছি? মীরজুমলা!

মীরজুমলা ॥ জাঁহাপনা!

www.pathagar.com

আওরঙজেব ।। পৈত্রিক সম্পত্তি বণ্টনের ইসলামী শর্তটা কি ?

মীরজুমলা ।। কানুন অনুযায়ী নির্ধারিত হারে পুত্র-কন্যাদের এবং পরিবারের অন্যান্যের মধ্যে সমানভাবে ভাগ কোরে দেওয়া।

আওরঙজেব ।। শায়েস্তা খাঁ, আপনি জানেন এই শর্ত ঠিক ?

শায়েস্তা ।। হ্যাঁ জাঁহাপনা, ইসলামী কানুনের শর্ত এই।

আওরঙজেব ।। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! মুসলিম কানুনের এই শর্ত যদি আপনি না মানেন, তা হলে নিশ্চয়ই আপনাদের চিরপ্রচলিত বাণীটা মানবেন।

যশোবন্ত ।। জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়—এই নিয়মই তো চিরদিন চলে আসছে জাঁহাপনা!

আওরঙজেব ।। কিন্তু তা যে বহু ক্ষেত্রে হয়নি, ইতিহাসে তার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়! তাছাড়া আপনারাই তো বলেন—'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' তবে আমার বেলায় এ পক্ষপাত কেনো মহারাজ!

।। সিংহাসনের সামনে সামান্য একটু পায়চারি কোরে পুনরায় যশোবন্তসিংহের দিকে ফেরেন ।।

মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! আপনার প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই পেয়েছেন! তবুও আপনাদের কাছে আমার নিজের কৈফিয়ৎ আমি নিজেই দিচ্ছি। সিংহাসনে আমি উপবেশন করিনি। এখনো শাহানশা জীবিত। তিনি জীবিত থাকতে ঐ সিংহাসনে দ্বিতীয় কেউ উপবেশন করবে না! আমি তার প্রতিনিধি হয়ে রাজকার্য পরিচালনা করবো। আশা করি আপনার সব প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন মহারাজ ?

যশোবন্ত ।। পেয়েছি জাঁহাপনা।

আওরঙজেব ।। এবার আপনি কী চান মহারাজ যশোবন্ত সিংহ ? আপনি কি চান--আপনার অপরাধের বিচার কোরে শাস্তি দেওয়া হোক ?

যশোবন্ত ।। আমার অপরাধ!

।। অবাক হওয়ার ভাণ করে যশোবন্তসিংহ ।।

আওরঙজেব ।। অবাক হওয়ার ভাণ করবেন না মহারাজ। পূর্বেই আপনাকে বলেছি এবং পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, আমি আওরঙজেব।

www.pathagar.com

ন্যায়ের প্রতি, ধর্মের প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু অন্যায়-অধর্ম-বঞ্চনা-জালিয়াতির প্রতি আমি আজরাইলের ন্যায় কঠোর।

যশোবন্ত ॥ জাঁহাপনা কি আমাকে ছল কোরে ডেকে এনে এখন শাস্তি দিতে চান?

আওরঙজেব ॥ পতংগকে পুড়ানোর জন্যে আগুন পতংগের পেছনে ছোটে না, পতংগই ছুটে এসে আগুনে ঝাঁপ দেয়। আমি আপনাকে আহ্বান জানিয়েছিলাম শান্তি, মৈত্রী ও প্রীতির আকাংখা নিয়ে। কিন্তু আপনি এসেছেন আপনার চিরাচরিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে, এসেছেন ভয় দেখিয়ে আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে। শুধু ভুলে গেছেন যে, মোগলরা অপরাধী পুত্রকেও ক্ষমা করে না।

যশোবন্ত ॥ তা হলে কি জাঁহাপনা আমাকে শাস্তিই দেবেন?

আওরঙজেব ॥ মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! পেছনের সব কথা ভুলে যান। অতীতের সব ইতিহাস মুছে ফেলে দিন। ঝেড়ে ফেলে দিন মন থেকে সকল দুর্বলতা। আসুন, আপনার সহানুভূতি-সহযোগিতা দিয়ে, শক্তি সামর্থ্য দিয়ে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে আরো মজবুত কোরে তুলুন। আসুন, আমরা সমবেত চেষ্টায় দেশের সাধারণ মানুষের জীবন সুখময় কোরে তুলি। দেশের উন্নয়ন কাজে আত্মনিয়োগ কোরে ধন্য হই। পীড়াগ্রস্ত শাহানশার অন্তিম নিশ্বাস যাতে তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে রূপ না নেয়, সে জন্যে মোগল সাম্রাজ্যেরএই স্বর্ণ যুগকে আরো ঐশ্বর্য মণ্ডিত করার কাজে আত্ম নিয়োগ করি।

যশোবন্ত ॥ বলুন জাঁহাপনা, আমার কি করতে হবে? আজ থেকে আমার সমস্ত শাক্তি মোগল সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণে ও সংরক্ষণে নিয়োজিত থাকবে। আমার এই তরবারি সর্বদা জাঁহাপনার আদেশ পালনে সতর্ক প্রহরীর মতো প্রতীক্ষা করবে।

॥ খাপ থেকে তরবারি আধা বের কোরে নতমস্তকে অভিবাদন করে যশোবন্তসিংহ ॥

মীরজুমলা ॥ মহারাজের রাজভক্তি প্রদর্শনের জন্যে অমাত্যগণের পক্ষ থেকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

www.pathagar.com

জয়সিংহ ।। আমিও অভিনন্দন জানাচ্ছি আমার পুরানো সহকর্মীকে পুনরায় সহকর্মীরূপে লাভ কোরে।

শায়েস্তা ।। মহারাজের মতো একজন উপযুক্ত সংগী লাভ কোরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি এবং আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আওরঙজেব ।। আজকের মতো দরবার এখানেই সমাপ্ত। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ, আপনি পথশ্রমে ক্লান্ত। এখন বিশ্রাম নিনগে। জয়সিংহ আপনি মহারাজের বিশ্রামের ব্যবস্থা কোরে দিন।

জয়সিংহ ।। চলুন মহারাজ।

।। জয়সিংহ ও যশোবন্ত সিংহ কুর্নিশ কোরে চলে যান। মীরজুমলা ও শায়েস্তা খান ছাড়া অন্যান্য সকল অমাত্য ও সৈন্যাধ্যক্ষ কুর্নিশ কোরে বেরিয়ে যায়। সেদিকে কিছু সময় তাকিয়ে থাকেন আওরঙজেব। পরে শায়েস্তা খাঁর দিকে ফেরেন ।।

আওরঙজেব ।। শায়েস্তা খাঁ, আপনার গোয়েন্দা বিভাগকে সতর্ক কোরে দিন। বনের হিংস্র পশুকে বিশ্বাস করা যায়, তবু এই যশোবন্ত সিংহের মতো বিশ্বাসঘাতক কুচক্রীকে কখনো বিশ্বাস করা যায় না। যান, সব সময় তার ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখুন।

শায়েস্তা ।। এতোবড়ো বিশ্বাসঘাতক কুচক্রীকে সাজা না দিয়ে তাকে সৈনাপত্যের ভার দেওয়ার মধ্যে কি বিপদের ঝুঁকি নেই জাঁহাপনা?

আওরঙজেব ।। হয়তো আছে। কিন্তু সে বিপদকে অতিক্রম করার ক্ষমতাও খোদা আমাকে দিয়েছেন। ভয়ের কিছু নেই শায়েস্তা খাঁ। কোনো বিপদ ঘটানোর চেষ্টা করলে তাকেই বিপদগ্রস্ত হতে হবে। আর বন্ধুর মতো সততার সাথে কাজ করলে তারো মর্যাদা সে পাবে।

মীরজুমলা ।। কিন্তু সে সততা যশোবন্ত সিংহের কুষ্ঠিতে লেখা নেই। তাকে বিশ্বাস করা আর নরখাদক শার্দুলকে বিশ্বাস করা একই কথা।

আওরঙজেব ।। বিশ্বাস আমি তাদের কাউকেই করিনে মীরজুমলা। তাই বলে

www.pathagar.com

তাদের তো দূরেও সরিয়ে রাখতে পারিনে! তারা হিন্দু, আমরা মুসলমান। এক জাতি নিয়ে কোনোদিন রাজ্য চলে না। তেমনি একটামাত্র জাতি দিয়ে রাজকার্যও চালানো সম্ভব নয়। বিশাল এই মোগল সাম্রাজ্যে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী। সুতরাং এ রাজ্য চালাতে হলে হিন্দু রাজ কর্মচারীর একান্ত প্রয়োজন। সে প্রয়োজনকে অস্বীকার করবো কি কোরে মীরজুমলা?

শায়েস্তা ॥ তা অস্বীকার করা যায় না জাঁহাপনা। কিন্তু কর্মচারীদের সততা যাচাই কোরে - - -

আওরঙজেব ॥ তার বিশ্বাসবাকতা ও ষড়যন্ত্র দিয়ে কতোটুকু ক্ষতি সে করতে পারে? তাছাড়া সে যখন দেখবে তার প্রতিটি দুষ্কর্ম সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল, তখন ও পথ ছাড়তে সে বাধ্য হবে। বুঝলেন শায়েস্তা খাঁ, যশোবন্ত সিংহকে আমি ভয় করিনে, ঘৃণা করি। তবু তাকে আমার প্রয়োজন শুধু তার সৈন্যবলের জন্যে আর রাজপুতদের হস্তগত করার জন্যে। আপনি শুধু তার ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখুন।

শায়েস্তা ॥ সে দিক থেকে জাঁহাপনা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমার শ্যেন দৃষ্টিকে এড়িয়ে সে কিছুই করতে পারবে না।

॥ কুর্নিশ কোরে চলে যান শায়েস্তা খাঁ ॥

মীরজুমলা ॥ জাঁহাপনা। সুরাট থেকে নিহত দেওয়ান আলী নকীর পুত্র এসেছে তার পিতৃহত্যার অভিযোগ নিয়ে।

আওরঙজেব ॥ পিতৃহত্যার অভিযোগ! কার বিরুদ্ধে?

মীরজুমলা ॥ শাহজাদা মুরাদের বিরুদ্ধে।

আওরঙজেব ॥ মুরাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ! আলী নকিকে হত্যার অভিযোগ!

॥ নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন আওরঙজেব মীরজুমলার দিকে ॥

মীরজুমলা ॥ হ্যাঁ জাঁহাপনা। শাহজাদা মুরাদের বিরুদ্ধেই হত্যার অভিযোগ।

আওরঙজেব ॥ মীরজুমলা! ইতিমধ্যেই মুরাদ আমার বিরোধিতা শুরু করেছে। অনেক গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। এমন কি বিশ হাজার সৈন্যসহ আমাকে অনুসরণ করছে। তবু আমি তাকে কিছুই

www.pathagar.com

বলিনি, কারণ সাময়িক উত্তেজনায় সে যাই করুক, আমার ওপর তার অটল শ্রদ্ধা। হয়তো এক সময় শান্ত হয়ে সে পুনরায় আমার সহযোগিতা করবে। তার রোগমুক্তির পরে তার সম্মানে ভোজের দাওয়াত করেছিলাম, কিন্তু তাও সে গ্রহণ করেনি। তবুও……কিন্তু হত্যার অভিযোগ! মীরজুমলা, আমার সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছে। মোগল আইনে জানের বদলে জান। মীরজুমলা, আমি ভাবতে পারছিনে মীরজুমলা। মুরাদকে এ শাস্তি দিলে স্বার্থপর ইতিহাস চিরদিন আমাকে ভুল বুঝবে মীর জুমলা. সে আমায় ক্ষমা করবে না। তার বিকৃতরূপ নিয়ে চিরদিন সে আমায় টিটকারী দেবে।

মীরজুমলা ।। তবু আইনকে অবহেলা করা যায় না জাঁহাপনা।

আওরঙজেব ।। জানি মীর জুমলা. মোগল সাম্রাজ্যে আইনই সবার ওপরে।

মীরজুমলা ।। তা হলে এ অভিযোগ সম্পর্কে—

আওরঙজেব ।। নিরুপায় মীরজুমলা, আমি নিরুপায়। মৃত্যুদণ্ড তাকে আমি দিতে পারবো না।

মীরজুমলা ।। তা হলে কি এ অভিযোগ বাতিল কোরে দেবেন জাঁহাপনা?

আওরঙজেব ।। আইনকে অবমাননা করা কি কোরে সম্ভব মীরজুমলা? আপনি মুরাদকে বন্দী কোরে গোয়ালিয়র দুর্গে পাঠান।

।। দ্রুত পদে চলে যান আওরঙজেব দরবার কক্ষ ত্যাগ কোরে ।।

মঞ্চ অন্ধকার হয়

www.pathagar.com

ষষ্ঠ দৃশ্য

রাজমহল। সুজার শিবির। ঝাড়বাতির আলোকে সন্ধ্যার আঁধার দূরীভূত। সুজা পায়চারি করছেন। জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকে শোভিত তার দেহ, মাথা নগ্ন।

সুজা ॥ বেইমান যশোবন্ত সিংহ! যদি কোনোদিন সামনে পাই, তোমায় টুকরো টুকরো কোরে ডাল কুত্তা দিয়ে খাওয়াবো। তুমিই আমাকে ভুল পথে চালিত করেছো। তোমারই মিথ্যা ছলনায় ভুলে খিজুয়ায় আমি আওরঙজেবের সাথে যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেছি। আর তুমি দস্যু-তস্করের মতো আওরঙজেবের শিবির লুণ্ঠন কোরে পলায়ন করেছো। প্রবঞ্চক! বিশ্বাসঘাতক! তোমার এ শাঠ্যের প্রতিফলস্বরূপ আমি তিলে তিলে তোমায় মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করাবো।

॥ কয়েকবার পায়চারি কোরে পুনরায় বলতে শুরু করেন ॥

তুমিও প্রস্তুত হও আওরঙজেব! দারা আজ সর্বহারা হয়ে সপরিবারে রাজপুতনার মরুভূমিতে চোখে সর্ষে ফুল দেখছে। তার পাপের যথার্থ প্রায়শ্চিত্তই হচ্ছে। তার ছেলে ছোলায়মানও কাশ্মীরের কোন্ পাহাড়ে আত্মগোপন করেছে। আলী নকিকে হত্যার অভিযোগে মুরাদকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী কোরে রাখা হয়েছে। সবকিছুই তুমি করেছো। তোমার পুত্র মোহাম্মদ আজ আমার জামাতা। তাকে তুমি পাঠিয়েছিলে আমাকে বন্দী করতে কিন্তু সে নিজেই এখন আমার অপত্য স্নেহে বন্দী হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ- - -'

॥ পুনরায় কয়েকবার পায়চারি করেন ॥

এইবার বুঝবে আওরঙজেব। সুজা ও মোহাম্মদের মিলিত বাহিনীর গতি রোধ করার ক্ষমতা তোমার সেনাপতি মীরজুমলার হবে না। তুমি চেয়েছো—বাংলার সুবা আমাকে দিয়ে নিজে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করতে। চেয়েছো ছোটো ভাই হয়ে বড়ো ভাইয়ের ওপর শাসন চালাতে। সুজা অতো নির্বোধ নয় মুর্খ! প্রয়োজন হলে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেবো, তবু তোমাকে ঐ

www.pathagar.com

দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করতে দেবো না।

।। মোহাম্মদ প্রবেশ করে। সুজা তাকায় তার দিকে ।।

তোমার কি মনে হয় মোহাম্মদ! মীরজুমলাকে আমরা হঁটিয়ে দিতে পারবো না ?

মোহাম্মদ ।। নিশ্চয়ই পারবো তাত। তবে সে আব্বার মতোই দুর্ধর্ষ রণকুশলী। সেজন্যে আমাদের খুবই সতর্ক হতে হবে।

সুজা ।। হ্যাঁ, অবশ্যই সতর্ক হতে হবে। আমি আরো একটা বিষয় চিন্তা করেছি মোহাম্মদ।

মোহাম্মদ ।। কি বিষয় তাত ?

সুজা ।। ইউরোপীয় গোলন্দাজদের নিয়ে আমি একটা নৌবহর গঠন করবো, নৌযুদ্ধে দিল্লীর কোনো সেনাপতিই অভ্যস্ত নয়। সুতরাং এ ব্যবস্থা করলে সহজেই মীরজুমলাকে পরাজিত করা যাবে।

মোহাম্মদ ।। এ অতি উত্তম ব্যবস্থা হবে তাত। এ ব্যবস্থার কাছে সহজেই মীরজুমলা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হবে। তাকে একবার পরাজিত করতে পারলে সহজেই আমরা···

সুজা ।। দিল্লী অধিকার করতে পারবো। আর দিল্লী অধিকার করতে পারলে ময়ূর সিংহাসনে তুমিই বসবে মোহাম্মদ। ও সিংহাসন আমি চাই না। বাংলার আকাশ-বাতাস, বাংলার আবহাওয়া, বাংলার শ্যামল প্রান্তর আমাকে আকুল কোরে তোলে। আমি বাংলার সুবাদারী নিয়েই থাকতে চাই মোহাম্মদ।

মোহাম্মদ ।। সিংহাসনের লোভ আমারও নেই তাত। আগরা দুর্গ অবরোধ-কালে আব্বার ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে দাদু তার কোহিনূর খচিত মুকুট তুলে দিতে চেয়েছিলেন আমার হাতে। চেয়েছিলেন আব্বার বিরুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করলে আমাকেই তিনি দিল্লীর সিংহাসন দান করবেন। কিন্তু এর কোনো প্রস্তাবেই আমি রাজী হতে পারিনি। আব্বার বিরোধিতা কোরে পিতৃস্নেহের অবমাননা করতে চাইনি। চাইনি আমার পিতৃভক্তিকে বিসর্জন দিতে। কিন্তু তবুও ·····

www.pathagar.com

।। কথা বন্ধ করে মোহাম্মদ। অভিমানে তার কণ্ঠরুদ্ধ হয়। সুজা তাকান তার দিকে ।।

সুজা ।। তবুও ?

মোহাম্মদ ।। জানি না কেনো আব্বা আমাকে বারবার সন্দেহ করতে লাগলেন! তা ছাড়া মীরজুমলার প্রাধান্য মেনে নিতে আমার বিবেক সাঁয় দেয়নি। তাই দুঃখে ক্ষোভে এসে আশ্রয় নিয়েছি আপনার কাছে। সিংহাসন আমি চাইনে। আপনাদের স্নেহ লাভ করতে পারলেই নিজেকে আমি ধন্য মনে করবো।

সুজা ।। সে স্নেহ থেকে তুমি বঞ্চিত হবে না মোহাম্মদ। তুমি তো আজ শুধু ভ্রাতুষ্পুত্র নও, আজ আমার জামাতা। একমাত্র স্নেহের কন্যা দিলারার স্বামী। তুমি যে আজ আমার পুত্রেরও অধিক! তোমাদের দুজনকে সুখী দেখতে পেলে আমিও যে জীবনে পরম সুখ অনুভব করবো!

।। ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যান সুজা। মোহাম্মদ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। তারপর শুরু করে পায়চারি করতে। বার দুই পায়চারি কোরে দাঁড়ায় ।।

মোহাম্মদ ।। পিতৃদ্রোহী তো কোনোদিন ছিলাম না আমি। হতেও চাইনি কোনোদিন। তবু কেনো এই অহেতুক সন্দেহ! কি অপরাধ ছিলো আমার!

।। পেছনের দিক থেকে চুপি চুপি এসে নাদিরা দু'হাতে মোহাম্মদের চোখ এঁটে ধরে ।।

দিলারা ।। নাম বলো।

মোহাম্মদ ।। উঁ! নাম বলবো! দিল-হারা।

।। মুচকি মুচকি হাসতে লাগে মোহাম্মদ। দিলারা তার চোখ ছেড়ে দিয়ে

www.pathagar.com

কাঁধের ওপর হাত রেখে কানের কাছে মুখ এনে কণ্ঠের সুধা ঢালে ॥

দিলারা ॥ পারলে না। আমি দিলারা।

॥ মোহাম্মদ একহাতে দিলারার মাথাটা নিজের কানের সাথে চেপে ধরে ॥

মোহাম্মদ ॥ না, তুমি দিল—হারা।

॥ দিলারা মাথা ছাড়িয়ে নিয়ে সামনে আসে ॥

দিলারা ॥ দিলহারা মানে ?

মোহাম্মদ ॥ যার দিল হারিয়ে গেছে অর্থাৎ যে মন হারিয়ে ফেলেছে।

দিলারা ॥ তাই ! কিন্তু আমার মন তো হারায়নি ! দিব্যি আমার দেহের মধ্যে বিরাজ করছে।

মোহাম্মদ ॥ না, তোমার মন নিশ্চয়ই হারিয়ে গেছে।

দিলারা ॥ কোথায় ?

মোহাম্মদ ॥ আমার মধ্যে।

দিলারা ॥ মিথ্যে কথা। কারো মধ্যে কারো মন হারাতে পারে !

মোহাম্মদ ॥ পারে না বুঝি ! তাইতো। তা হলে আমি আজকেই চলে যেতে পারি, কি বলো ?

দিলারা ॥ কোথায় ?

মোহাম্মদ ॥ যে দিকে দুচোখ যায়।

দিলারা ॥ আমিও যাবো।

মোহাম্মদ ॥ কেনো ?

দিলারা ॥ আমার খুশি।

মোহাম্মদ ॥ আমি তোমাকে সংগে নেবো না।

দিলারা ॥ কেনো ?

মোহাম্মদ ॥ আমার খুশি।

দিলারা ॥ তোমার খুশি তোমারই থাক, তাতে আমার কিছুই এসে যাবে না। আমি আমার খুশি মতো তোমায় অনুসরণ করবো।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ ।। তা হলে তুমি স্বীকার করো যে, তোমার মন হারিয়ে গেছে। এবং হারিয়ে গেছে আমারই মধ্যে!

দিলারা ।। বেশ করলাম স্বীকার। কিন্তু শুধু কি আমারই মন হারিয়েছে? তোমার মন হারায়নি?

মোহাম্মদ ।। উঁ! আমার মন! আমার মন হারিয়ে গেছে!

দিলারা ।। জি হ্যাঁ। তোমার মন। চোখ বুজে একটু জরিপ কোরে দেখো!

মোহাম্মদ ।। চোখ বুজে জরিপ। বেশ।

।। চোখ বন্ধ করে মোহাম্মদ। মৃদু মৃদু মাথা দোলায় আর নাকী সুরে 'উঁ' শব্দের গুন টানে। অল্পক্ষণ পরে চোখ মেলে তর্জনী উঠায়।।

হুঁ ঠিক। তোমারো হারিয়েছে, আমারো হারিয়েছে। সুতরাং···

দিলারা ।। এটা হারানো নয়। নতুন কোরে পাওয়া।

মোহাম্মদ ।। হ্যাঁ, তা কতোকটা বলা যায়। তবে আসলে এটা বিনিময়। মন-বিনিময়।

দিলারা ।। বিনিময়! মন-বিনিময়! তা হলে এবার বলো!

মোহাম্মদ ।। কি বলবো?

দিলারা ।। কোথাও যাবে না আর!

মোহাম্মদ ।। স্বেচ্ছায় কি আর কেউ কোথাও যায়?

দিলারা ।। স্বেচ্ছায় কি অনিচ্ছায় বুঝিনে। মোট কথা কোথাও যেতে পারবে না। যদি যাবে তো আমাকেও - - -

।। হঠাৎ সুজার কণ্ঠ শুনা যায় নেপথ্যে।।

সুজা ।। (নেপথ্যে) মোহাম্মদ—

দিলারা ।। ঐ আব্বা আসছেন। আমি যাই।

।। দ্রুত চলে যায় দিলারা। পরক্ষণেই সুজা উপস্থিত হন। তার হাতে একখানা পত্র।।

সুজা ।। মোহাম্মদ!

মোহাম্মদ ।। তাত!

www.pathagar.com

সুজা ।। আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম মোহাম্মদ। পুত্রাধিক বিশ্বাস কোরে আমার স্নেহের দিলারাকে তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। তার প্রতিদান কি এই? তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করলে!

।। মোহাম্মদ হতভম্ভ হয়ে যায়। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। কিছুই বুঝতে পারেনা ।।

জবাব দাও! কেনো তুমি আমার সাথে ছলনা করতে এলে?

মোহাম্মদ ।। আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি! আমি ছলনা করেছি?

।। অবাক হয়ে তাকায় মোহাম্মদ সুজার দিকে ।।

সুজা ।। এখনো অবাক হওয়ার ভাণ করছো মোহাম্মদ! অস্বীকার করতে পারো, আমার বিরুদ্ধে তোমরা ষড়যন্ত্র করোনি!

মোহাম্মদ ।। আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে তাত!

সুজা ।। বুঝতে পারছো না। কিন্তু বুঝতে তুমি ঠিকই পারছো মোহাম্মদ। তুমি কি মনে করো—না বুঝার ভাণ কোরে আমার চোখে ধূলি দেবে! উঃ আমারই ভুল। আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে তুমি আওরঙজেবের পুত্র।

মোহাম্মদ ।। কিন্তু আমার অপরাধ—

সুজা ।। এখনো ছলনার প্রয়াস? এখনো বলে দিতে হবে কি তোমার অপরাধ? পড়ো এই চিঠি।

।। হাতের চিঠিখানা দেন মোহাম্মদকে পড়তে। পত্রখানা পড়তে পড়তে মোহাম্মদের চোখ মুখের ভাব করুণ হয়ে ওঠে। পড়া শেষে চিৎকার কোরে ওঠে আর্তকণ্ঠে ।।

মোহাম্মদ ।। না না, মিথ্যা। এ মিথ্যা চিঠি। আমি এর কিছুই জানিনে। এ মীরজুমলার ষড়যন্ত্র।

।। সুজা মোহাম্মদের হাত থেকে পত্রখানা নিয়ে নেন ।।

www.pathagar.com

সুজা ।। অবশ্যই ষড়যন্ত্র। কিন্তু তুমি তার কিছুই জানোনা, তা কি হতে পারে! পত্রে পরিষ্কার উল্লেখ আছে তোমাদের ষড়যন্ত্রের কথা। তোমার ছলনার সাফল্যে মীরজুমলা তোমাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। তোমার নির্দেশ মতো আমার বাহিনীর ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালানোর জন্যে সে প্রস্তুত হয়ে আছে। তবুও বলতে চাও—তুমি কিছুই জানো না?

মোহাম্মদ ।। আমায় বিশ্বাস করুন তাত. এর কিছুই আমি জানিনে। এ সবই মীরজুমলার চাল। আমাকে আপনার বিরাগ ভাজন কোরে আপনার আশ্রয়চ্যুত করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য।

সুজা ।। এ কথা যদি সত্যি হতো, তবে সবচেয়ে আমিই খুশী হতাম বেশী, কিন্তু...

মোহাম্মদ ।। আমি ধর্মের নামে প্রতিজ্ঞা কোরে বলছি, এ ষড়যন্ত্রের আমি কিছুই জানিনে। এ সম্পূর্ণ মীরজুমলার চাল।

সুজা ।। হুঁ। (বার দুই পায়চারি করেন সুজা) মোহাম্মদ! তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে দিল্লী যাত্রা করো!

মোহাম্মদ ।। দিল্লী যাত্রা করবো! না না তাত, তা হয় না। আব্বার পক্ষ ত্যাগ করায় তিনি যেভাবে আমার ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাতে—

সুজা ।। চিন্তার কিছুই নেই মোহাম্মদ। উপযুক্ত পুত্রকে আবার স্বপক্ষে ফিরে পেলে সব ক্রোধ তার দূর হয়ে যাবে। আমার কাছে থাকা আর তোমার সম্ভব নয়।

মোহাম্মদ ।। কিন্তু—

সুজা ।। কোনো কিন্তু নয় মোহাম্মদ। আমার সিদ্ধান্তে আমি অটল। দিলারাকে নিয়ে তুমি প্রভাতেই যাত্রা করো। আমার সাধ্যানুযায়ী যৌতুক দিয়ে তোমাদের বিদায় করবো।

মোহাম্মদ ।। এ ভুল করবেন না তাত। মীরজুমলার এ ষড়যন্ত্রের শিকার আপনি হবেন না।

সুজা ।। আমার ভাগ্য নিয়ে আমিই চলবো মোহাম্মদ। তবু আমার সিদ্ধান্তকে আর পরিবর্তন করবো না। তোমার কথা আমি সত্য

www.pathagar.com

বলেই ধরে নিচ্ছি, এ ষড়যন্ত্র কিছুই তুমি জানো না। এই বিশ্বাসকে আমার সান্ত্বনা হয়ে থাকতে দাও। আর সেজন্যেই তোমাকে আমার সংশ্রব ত্যাগ করতে হবে। আমি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যেন তোমাদের মংগল কামনা করতে পারি।

মঞ্চ অন্ধকার হয়

www.pathagar.com

তৃতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

যোধপুর। যশোবন্ত সিংহের প্রাসাদকক্ষ। অপরাহ্ণ। একখানা পত্র হাতে যশোবন্ত সিংহ পায়চারি করছেন। আর মাঝে মাঝে পত্রখানা চোখের সামনে তুলে ধরে পাঠ করছেন। পাঠ শেষ হলে পত্রসহ পেছনে হাত বেঁধে পুনরায় পায়চারি করছেন।

যশোবন্ত ॥ শাহজাদা দারা আমার সাহায্য কামনা কোরে পত্রসহ সেনাপতি দাউদ খাঁকে পাঠিয়েছেন। আমি তাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম, সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে অবিলম্বে যাত্রা করার আহ্বান জানিয়েছেন। তা জানাক। তার দিন খতম হয়েছে। বৃথা তার পেছনে দৌড়ে কোনো ফল হবে না। দাউদ খাঁ একাই ফিরে যাবে।

॥ সুসজ্জিত আসনে উপবেশন কোরে একটু চিন্তা করেন ॥

চেয়েছিলাম কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে—যাকে বলে ঢিল দিয়ে ঢিল ভাঙ্গা। ভেঙ্গেছেও। তবে যে ঢিলটা আগে ভাঙতে চেয়েছিলাম, সেটা অক্ষয় হয়ে থাকলো। দারা সুজা-মুরাদের জীবনাংক শেষ। এবার তাদের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু…

॥ উঠে আবার পায়চারি করতে শুরু করেন। দুইবার পায়চারি কোরে দাঁড়ান ॥

কিন্তু যাকে আমার সবচেয়ে বেশী ভয়, যাকে চেয়েছিলাম সবার আগে হিন্দুস্থানের বুক থেকে মুছে ফেলতে, সেই ধূর্ত আওরঙজেব আজ মোগল সাম্রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা। কতো কূট চক্রান্তের জাল ফেলেছি, সব কিছুই তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও বুদ্ধির খুরধারে মিচ্‌মার হয়ে গেছে। বুদ্ধির কূট চালে সে বিজয়ী। তবুও একবার শেষ চেষ্টা করতে হবে। ভারতের বুক থেকে মুসলিম শাসনের জড় তুলে ঐ আরব সাগরে নিক্ষেপ করতে হবে।

www.pathagar.com

।। হাজির হন জয়সিংহ ।।

জয়সিংহ ।। মহারাজ !

।। চমকে ফিরে তাকান যশোবন্ত সিংহ জয়সিংহের দিকে ।।

যশোবন্ত ।। একি ! মহারাজ জয়সিংহ ! হঠাৎ আগমনের হেতু ? কুশল তো ?

জয়সিংহ ।। হ্যাঁ মহারাজ, কুশল। আমি এসেছি আওরঙজেবের পক্ষ থেকে তার আবেদন নিয়ে।

যশোবন্ত ।। আওরঙজেবের আবেদন !

জয়সিংহ ।। হ্যাঁ মহারাজ ! আপনার ওপর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়ে আপনাকে পুনরায় তার সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

যশোবন্ত ।। অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়ে ! চাটুকারিতা একটু কম করুন মহারাজ।

জয়সিংহ ।। চাটুকারিতা নয় মহারাজ। আওরঙজেবের বলা কথাগুলোই আপনাকে বলেছি।

যশোবন্ত ।। কিন্তু খিজুয়ার যুদ্ধে আমি যা করেছি তাতে তো শ্রদ্ধা জানানোর কথা নয় ! বরং আমার বিরুদ্ধে অভিযান—

জয়সিংহ ।। আভিযান নয় মহারাজ। খিজুয়ার যুদ্ধে রাতের অন্ধকারে আপনি অওরঙজেবের মহিলা শিবির লুঠ কোরে পালিয়ে এসেছেন, তাতে ক্রুদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে তিনি আপনার বীরত্বের প্রশংসাই করেছেন।

যশোবন্ত ।। প্রশংসা করেছেন ! এযে শুনতেও অবাক লাগে।

জয়সিংহ ।। অবাক আমিও হয়েছিলাম প্রথমে। কিন্তু যতোদিন যাচ্ছে, ততোই আমি তার প্রতিটি কাজে, প্রতিটি ব্যবহারে মুগ্ধ না হয়ে পারছিনে। আশ্চর্য এক প্রতিভা এই আওরঙজেব।

যশোবন্ত ।। সে বিষয়ে আমার দ্বিমত নেই। তার মতো ধীর স্থির রণকুশলী সেনাপতি, তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন কূটনীতিক, অক্লান্ত কর্মী, প্রতিভাশালী শাসক ও একনিষ্ঠ ধার্মিক আমি জীবনে আর দুটি দেখিনি। কিন্তু মহারাজ জয়সিংহ ! আমার স্বপ্ন আওরঙজেবকে ঘিরে নয়। আমার স্বপ্ন দিল্লীর সিংহাসন ঘিরে। আমি স্বপ্ন দেখি একটি অখণ্ড রাজত্বের। আমি চাই দিল্লীর দুর্গ

www.pathagar.com

শিখরে হিন্দুর বিজয় বৈজয়ন্তী উড়তে। তাদের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করতে। আমি চাই মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংস। আমার এই স্বপ্ন সফল করার জন্যে আমি চেয়েছিলাম কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে। দারাকে দিয়েই তার অপর তিন ভাইকে খতম করতে। আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল আওরঙজেব। কিন্তু তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অতুলনীয় সাহসের কাছে আমার লক্ষ্য ব্যর্থ হলেও আমার আকাংখা বহুলাংশে পূরণ হয়েছে। দারা-সুজা-মুরাদের এখন নাভিশ্বাস উঠেছে। যম তাদের নিকটবর্তী।

।। জয়সিংহ অবাক হয়ে শুনছিলেন যশোবন্ত সিংহের কথাগুলো। এতোক্ষণে কথা বলেন ।।

জয়সিংহ ।। এ সব কথা তো এতোদিন আমকে বলেননি মহারাজ। আপনার ব্যবহারে ও যুক্তি পরামর্শে অবশ্য মাঝে মাঝে আমার বেশ একটু সন্দেহ লাগতো। কিন্তু তার ব্যাপকতা যে এতোদূর তা তো জানতাম না!

যশোবন্ত ।। তখন বলার সময় হয়নি বলেই কোন কথা আমি প্রকাশ করিনি মহারাজ। কিন্তু আজ সময় এসেছে। আমি মর্মে মর্মে অনুভব করতে পেরেছি, কোনো-চাক্রন্ত-ষড়যন্ত্র-কূটকৌশল বা ছলনার জাল বিস্তার কোরে আওরঙজেবকে ধরতে যাওয়ার মতো আহাম্মকী আর নেই। এও বুঝতে পেরেছি যে, সে জীবিত থাকতে আমার স্বপ্ন সফল হওয়া সম্ভব নয়। এখন আমাদের অন্য পথ নিতে হবে।

জয়সিংহ ।। কি পথ?

যশোবন্ত ।। সমস্ত রাজপুত শক্তি এক হয়ে মোগল শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। ভারতের অন্যান্য হিন্দু রাজা অবশ্যই আমাদের এ প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাবে।

জয়সিংহ ।। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! কোনোদিন শুনেছেন—আওরঙজেব কোনো যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেছে!

যশোবন্ত ।। না তা শুনিনি। যুদ্ধকে সে যেন ছেলেখেলা মনে করে। আর প্রতিপক্ষকে মনে করে খেলার পুতুল। নতুবা যুদ্ধক্ষেত্রে

www.pathagar.com

হাতির পিঠ থেকে নেমে শত্রু ও গোলাগুলীর মধ্যে নির্বিকার চিত্তে বেউ নামাজ পড়তে পারে! আমি দেখেছি ধর্মতের যুদ্ধে তার সেই মূর্তী। রাগে-দুঃখে সেদিন আমি ক্ষিপ্ত ছিলাম। কিন্তু ধর্মের প্রতি তার এই অপূর্ব নিষ্ঠা এবং মৃত্যুকে তুচ্ছাতি-তুচ্ছ জ্ঞান করার অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখে শ্রদ্ধায় সেদিন আমার মাথা নত হয়ে এসেছিলো। সেইদিনই বুঝতে পেরেছিলাম, সুযোগ পেলে এই দুঃসাহসী 'দিল্লীশ্বরঃ বা জগদীশ্বরঃ' খেতাবের হবে সার্থক অধিকারী।

জয়সিংহ ॥ সুতরাং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করার আশা কি কোরে পোষণ করেন!

যশোবন্ত ॥ আওরঙজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করা কঠিন বটে। তবুও আমার বিশ্বাস মহারাজ জয়সিংহ, সমস্ত রাজপুত যদি এক-যোগে মোগলের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো যায় তবে জয় অবশ্যম্ভাবী। আপনি আওরঙজেবের পক্ষ ত্যাগ করুন মহারাজ। আসুন, আমরা একযোগে একটি অখণ্ড রাজ্য গঠনের চেষ্টায় লেগে যাই।

জয়সিংহ ॥ ধরুন চেষ্টা যদি সফল হয়, তবে শাসনভার কে গ্রহণ করবে?

যশোবন্ত ॥ কেনো, মেবারের রাণা রাজসিংহ!

জয়সিংহ ॥ আমায় মাফ করবেন মহারাজ! আমি আওরঙজেবের অধীনে জীবন ভর সৈনাপত্য করতে রাজী আছি, কিন্তু রাজসিংহের প্রভুত্ব! না মহারাজ, আমায় মাফ করতে হবে।

যশোবন্ত ॥ কেনো মহারাজ, রাজসিংহের প্রভুত্ব স্বীকার করতে আপত্তি কিসের?

জয়সিংহ ॥ স্বজাতির তিক্ত বাক্য গলাধঃকরণের প্রবৃত্তি আমার নেই মহারাজ। আওরঙজেব প্রকৃত বীর ধার্মিক এবং গুণী। তিনি গুণীর মর্যাদা দিতে জানেন। কিন্তু রাজসিংহের কাছে তা আশা করা সম্ভব নয়। বিশেষতঃ রাজসিংহ নিজেই আওরঙজেবের অনুগ্রহ প্রার্থী। আওরঙজেব তাকে বারো হাজারী মনসব-দারী সহ দুটো পরগণা দান করেছেন।

যশোবন্ত ॥ অ্যাঁ! কি বললেন! রানা রাজসিংহ আওরঙজেবের মনসব-

www.pathagar.com

দারী গ্রহণ করেছেন! আওরঙজেব তাকে দু'টো পরগণাও দান করেছে!

জয়সিংহ ॥ হ্যাঁ মহারাজ! যাকে কেন্দ্র কোরে আপনি স্বপ্ন রচনা করেছেন, সেই রাজসিংহ এখন আওরঙজেবের অনুগ্রহ লাভ কোরে নিজেকে কৃতার্থ মনে করছে।

যশোবন্ত ॥ হুঁ।

॥ গম্ভীরভাবে বার কয়েক পায়চারি করেন যশোবন্ত সিংহ। জয়সিংহ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকান তার দিকে ॥

জয়সিংহ ॥ আপনি বুদ্ধিমান, বিবেচক। আওরঙজেবের এ আহ্বান উপেক্ষা করা—

যশোবন্ত ॥ না মহারাজ জয়সিংহ, মোগল পক্ষে যদি আমাকে যোগই দিতে হয়, তবে দারার পক্ষেই যোগ দেবো।

জয়সিংহ ॥ তাতে নিজেরই বিপদ ডেকে আনা হবে মহারাজ। খিজুয়ার যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা কোরে যখন আওরঙজেবের শিবির লুণ্ঠন করেন, ধনরত্ন নিয়ে পালিয়ে আসেন, তখন মীরজুমলা ও মোহাম্মদ আপনার পশ্চাদ্ধাবনের জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করলে আওরঙজেব বিনাবাক্যে শুধু হাতে ইশারায় তাদের নিবৃত্ত করেন। ইচ্ছা করলে সেদিন তিনি আপনাকে—

যশোবন্ত ॥ বাজে কথা বন্ধ করুন মহারাজ। আমি আমার সংকল্পে অটল।

জয়সিংহ ॥ কিন্তু দারার পক্ষে যোগ দিয়ে বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই মিলবে না। সোলায়মান দিলির খাঁ রাজকীয় বাহিনীর কাছে পরাজিত। সোলায়মান পালিয়ে গেছে কাশ্মীরের দিকে। আর দিলীর খাঁ যোগ দিয়েছে আওরঙজেবের পক্ষে। দারা এখন অসহায়—সর্বহারা। সমস্ত পশ্চিমাঞ্চলে সাহায্যের আশায় হন্যে হয়ে ঘুরেছে। কেউ সাহায্য দেয়নি। এখন কান্দাহার যাত্রার চেষ্টা করছে। তাকে সাহায্য করতে যাওয়ার মতো আহাম্মকী আর কি আছে মহারাজ! বিশেষত……

যশোবন্ত ॥ বিশেষত?

www.pathagar.com

জয়সিংহ ॥ আওরঙজেব গুজরাটের সুবাদারী দিয়ে যখন আপনাকে সম্মানিত করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন - - -

যশোবন্ত ॥ অ্যাঁ ! গুজরাটের সুবাদারী ! আমাকে ! আওরঙজেব !

॥ অবাক বিস্ময়ে 'হা' কোরে তাকিয়ে থাকেন যশোবন্তসিংহ জয়সিংহের দিকে ॥

জয়সিংহ ॥ হ্যাঁ মহারাজ, যাকে আমরা এতোদিন হিন্দু বিদ্বেষী গোঁড়া মুসলমান বলে ঘৃণা করে এসেছি, বিশ্বাসঘাতকতা কোরে আপনি যার শিবির লুণ্ঠন করেছেন, অবিশ্রান্তভাবে যাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে, সেই আওরঙজেব নিজেই আপনাকে গুজরাটের সুবাদার করার প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। গ্রহণ করা না করা আপনার ইচ্ছা। তবে সংগে সংগে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, আওরঙজেব কাউকে দু'বার ক্ষমা করেন না।

যশোবন্ত ॥ তার ক্ষমার কাঙালও আমি নই মহারাজ। কিন্তু আমাকে একটু ভাবতে সময় দিন।

জয়সিংহ ॥ তা ভাবুন। ভেবেই উত্তর দেবেন। তবে মনে রাখবেন, আওরঙজেব আপনার সাহায্য কামনা করেন না। তিনি চান, আপনি তার কোনো শত্রুর পক্ষ সমর্থন করবেন না। এই শর্তেই গুজরাটের সুবাদারী আপনি পেতে পারেন। চিন্তা কোরে দেখুন মহারাজ যশোবন্তসিংহ, এর চেয়ে ভালো কি সুযোগ আর আপনি কল্পনা করতে পারেন !

॥ জয়সিংহ চলে যান ধীরে ধীরে। যশোবন্ত সিংহ চিন্তা করতে করতে পায়চারি করেন ॥

যশোবন্ত ॥ গুজরাটের সুবাদারী। হুঁ। জলে বাস কোরে কুমীরের সংগে বিবাদ করা ঠিক হবে না।

মঞ্চ অন্ধকার হয়

www.pathagar.com

বেলুচিস্তান। মালিক জীবনের স্বল্প পরিসর একটি প্রাসাদ কক্ষ। কক্ষটা আড়ম্বরহীন। রোগ শয্যায় নাদিরা শায়িতা। পাশে উপবিষ্ট দারা। মলিন বেশ। রুক্ষ চেহারা। পায়ের কাছে সিপার ও মাথার কাছে জহরৎ বসে আছে। ঘাতিদানে একটি বাতি মিটমিট কোরে আঁধারের সাথে সংগ্রাম করেছে।

নাদিরা ।। তুমি চিন্তা করো না।

দারা ।। আর কিসের চিন্তা নাদিরা। সব চিন্তাই শেষ হয়ে গেছে। সৈন্য সেনাপতি একেক কোরে সবাই বিদায় নিয়েছে। সাহায্যের জন্যে যেখনেই গিয়েছি, সকলেই বিমুখ করেছে। উঃ কি ভুলই না করেছি! যশোবন্তসিংহের প্ররোচণায়, লালদাস ঠাকুরের শঠতায় নিজের পায়ে নিজে আমি কুঠার মেরেছি। শাহানশা, শাহজাদী জাহানারা-রওশনারা, তুমি— তোমাদের কারো কথাই গ্রাহ্য করিনি। ছোটো ভাইদের ফাঁকি দিয়ে নিজে চেয়েছিলাম সিংহাসন অধিকার করতে। সে পাপের প্রায়শ্চিত এবার……

।। আর কথা বলতে পারেন না দারা। কণ্ঠরোধ হয়ে আসে। দুহাতে মাথা এঁটে ধরেন ।।

নাদিরা ।। তুমি শান্ত হও। আমার অন্তিম সময় উপস্থিত। আমার একটা অনুরোধ……

।। দারা অশ্রু ভেজা মুখ তুলে তাকান নাদিরার দিকে ।।

আমি মরলে লাহোরে আমাকে মাটি দেওয়ার ব্যবস্থা করো। আর—

।। হাঁপাতে লাগেন নাদিরা ।।

দারা ।। চুপ করো নাদিরা, তোমার বড়ো কষ্ট হচ্ছে।

নাদিরা ।। সত্যি আমার কষ্ট হচ্ছে। এই দুর্দিনে অসহায় অবস্থার মধ্যে তোমাকে ফেলে যেতে বড়ো কষ্ট হচ্ছে।

www.pathagar.com

সিপার জহরৎ ।। মা তুমি চলে যাবে ?

নাদিরা ।। মা কারো চিরদিন থাকে নারে। আমারো মা নেই ? তোমাদের আব্বারও নেই।

দারা ।। নাদিরা !

নাদিরা ।। তুমি যতো তাড়াতাড়ি পারো, কান্দাহার চলে যেও। এখানে এক মুহূর্ত বিলম্ব করো না।

দারা ।। কেনো, সে কথা বলছো কেনো ?

নাদিরা ।। মালিক জীবনের চোখে যে লালসার দৃষ্টি দেখেছি, না জানি কখন কি ঘটিয়ে বসে।

জহরৎ ।। হ্যাঁ আব্বা, লোকটা ভালো না। কেমন প্যাট প্যাট কোরে তাকায়।

নাদিরা ।। তার হাভাব আমার মোটেই ভাল লাগছে না।

দারা ।। বলো কি নাদিরা! এই মালিক জীবনকেই একদিন আমি সম্রাটের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলমে। সেই লোক বিশ্বাসঘাতকতা করবে! এ তোমার অমূলক আশংকা নাদিরা।

নাদিরা ।। তাই যেন হয়। আমার আশংকা মিথ্যাই হোক। উঃ পানি।

।। দারা উঠে তাড়াতাড়ি পানি খাওয়ান নাদিরাকে। নাদিরা হাঁপাতে লাগেন। দারা পাশে বসে কপালে মাথায় হাত বুলান ।।

দারা ।। নাদিরা! খুব কষ্ট হচ্ছে নাদিরা ?

নাদিরা ।। না—তুমি এখানে আর দেরী করো না। যতো তাড়াতাড়ি পারো কান্দাহার—

।। কথা শেষ করতে পারেন না নাদিরা। হাঁপাতে লাগেন ।।

দারা ।। নাদিরা !

নাদিরা ।। লা-এ লাহা ইল্লাল্লাহু—

।। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন নাদিরা ।।

দারা ।। নাদিরা! নাদিরা—

।। নাদিরার বুকের ওপর আছড়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠেন দারা ।।

www.pathagar.com

সিপার মহরৎ ॥ মা—মা—

॥ ওরাও দু'জন মায়ের দেহের ওপর পড়ে কাঁদতে লাগে। এমনি সময়ে দু'জন সিপাই প্রবেশ কোরে দারাকে বন্দী করে। দারা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকান তাদের দিকে ॥

দারা ॥ কে তোমরা? কে পাঠিয়েছে তোমাদের?

১ম সৈনিক ॥ মালিক জীবন।

দারা ॥ মালিক জীবন!

॥ ধীরে ধীরে দারা তাকান নাদিরার দিকে। সিপার-মহরৎ কান্না ভুলে ভীত সন্ত্রস্ত দু ভাই-বোনে পরস্পর পরস্পরকে আকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে ভয়-চকিত দৃষ্টিতে তাকায় পিতার দিকে। তাদের দিকেও তাকান দারা। চোখে তার অশ্রু। অতঃপর দৃষ্টি ফিরান সৈনিকদের দিকে ॥

দারা ॥ একটু মালিক জীবনকে ডেকে দেবে ভাই? অথবা তার কাছে আমাকে একটু নিয়ে চলো।

১ম সৈনিক ॥ হুকুম নেই।

দারা ॥ আমি সম্রাট শাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা। করযোড়ে তোমাদের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি—

২য় সৈনিক ॥ শাহজাদা, ভৃত্যের ক্ষমতা সম্পর্কে তো আপনি জানেন। আমাদের আর অপরাধী করবেন না।

১ম সৈনিক ॥ আপনার যে অভিযোগ থাকে, দিল্লী যেয়ে আপনার ভাইয়ের কাছে জানাবেন।

দারা ॥ কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আর আমার নেই ভাই। এই মাত্র আমার স্ত্রী মারা গেলেন। তার অন্তিম অনুরোধ—তাকে যেন লাহোরে সমাহিত করা হয়।

www.pathagar.com

২য় সৈনিক ॥ এ অনুরোধ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে শাহজাদা। আপনার ভাইয়ের সেই রকমই নির্দেশ আছে।

দারা ॥ বেশ চলো।

॥ নাদিরার দিকে ফিরে তাকান দারা ॥ তারপর মুখ তুলে তাকান পুত্র-কন্যার দিকে ॥

সিপার ! জহরৎ !

॥ দারাকে নিয়ে বেরিয়ে যায় সৈনিকদ্বয়। সিপার-জহরৎ 'আব্বা' বলে চিৎকার কোরে লুটিয়ে পড়ে মৃতা মায়ের বুকের ওপর ॥

সিপার ॥ মা—মা—আব্বাকে ধরে নিয়ে গেলো—

জহরৎ ॥ মা—মা—আব্বা---আব্বা---

মঞ্চ অন্ধকার হয়

www.pathagar.com

দিল্লী প্রাসাদ। পরামর্শ কক্ষ। ঝাড়বাতির আলোয় নৈশ অন্ধকার দূরীভূত। একপাশে সায়েস্তা খাঁ এবং অপর পাশে যশোবন্তসিংহ ও জয়সিংহ দাঁড়িয়ে। মাঝে আওরঙজেব অস্থির ভাবে পায়চারি করছেন। হাতে তার দারার বিচারের রায়।

আওরঙজেব ॥ না না শায়েস্তাখাঁ এ হতে পারে না। শাহজাদা দারা ধর্মদ্রোহী, সে রাজ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছিলো, সে নিজের স্বার্থে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছিলো— সবই সত্য। কিন্তু তবু সে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সম্রাট শাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র। আমার হয়ে আপনি কাজীর কাছে তার পুনর্বিচারের অনুরোধ জানান মৃত্যু দণ্ডাদেশের পরিবর্তে অন্য কোন—

শায়েস্তাখাঁ ॥ অনুরোধ জানাতে আমার আপত্তি নেই। দিল্লীর। বিখ্যাত আলেম সম্প্রদায়ের ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী প্রধান কাজীই এই দণ্ডাদেশ দিয়েছেন। এর তো পুনর্বিচার হতে পারে না।

আওরঙজেব ॥ পুনর্বিচার হতে পারে না! কিন্তু আমি—আমি কি করি! আমি জানি কর্তব্য অতি কঠোর……মহারাজ যশোবন্তসিংহ! বলুন! বলুন মহারাজ জয়সিংহ! আমি কি করি! কি আমার কর্তব্য!

যশোবন্ত ॥ যতো কঠোরই হোক, কর্তব্য পালন করাই শাসকের পক্ষে পবিত্র ধর্ম।

আওরঙজেব ॥ আপনিও সেই কথা বলেন মহারাজ জয়সিংহ!

জয়সিংহ ॥ ধর্মই আইন। আর আইনই ধর্ম। সে ধর্ম পালন করা না করা ধর্মঘতারেরই ইচ্ছা। আমি আর কি বলতে পারি!

আওরঙজেব ॥ একি সমস্যা খোদা! এ আমায় কোন্ পরীক্ষায় ফেললে মাবুদ! আমার কর্তব্যজ্ঞান যে আজ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। শায়েস্তাখাঁ, কোনো বিকল্প পন্থা নেই? এই কর্তব্যের কঠোর কটাক্ষে মুরাদকে বন্দী করতে হয়েছে। গোয়ালিয়র দুর্গে সে বন্দীজীবন যাপন করছে। সে আমার অনুজ। আজ অগ্রজের প্রশ্ন।

www.pathagar.com

শায়েস্তাখাঁ ॥ এ প্রশ্নের সমাধান অপনাকেই করতে হবে জাঁহাপনা। আইন-শৃংখলা রক্ষা কোরে ধর্ম পালন করার মহান কর্তব্যে যদি আপনি পক্ষপাতিত্ব করেন, তবে খোদার দরবারে কি কৈফিয়ৎ দেবেন জাঁহাপনা? আপনি জ্ঞানী। ন্যায়বিচারক। আপনার এ দুর্বলতা—

যশোবন্ত ॥ জাঁহাপনা! স্মরণ করুন আপনার স্বর্গত পিতামহ সম্রাট জাহাঙ্গীরের কথা। বিধবা ধোবীর ফরিয়াদে তার স্বামীকে হত্যার অপরাধে শাস্তি দিয়াছিলেন সম্রাজ্ঞী নূরজাহানকে। একজন ধোবীকে বিধবা করার শাস্তি স্বরূপ তিনি কি সম্রাজ্ঞীকে বিধবা করার দণ্ড ঘোষণা করেননি! সেই বিধবার উদ্যত তীরের সম্মুখে নিজের বুক পেতে দিয়ে তিনি নিজে কি সে দণ্ড গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন না?

আওরঙজেব ॥ জানি, সে কথা জানি মহারাজ যশোবন্ত সিংহ। কিন্তু—

যশোবন্ত ॥ স্মরণ করুন আপনার পিতা সম্রাট শাজাহানের কথা। তিনিও কি আপন ভ্রাতা শাহাজাদা খসরু ও শাহাজাদা শাহরিয়ারকে হত্যা করেননি?

আওরঙজেব ॥ থামুন, থামুন মহারাজ যশোবন্ত সিংহ। আমি আর শুনতে পারছিনে। আমি পাগল হয়ে যাবো—পাগল হয়ে যাব।

॥ দ্রুত পায়চারি করতে শুরু করেন আওরঙজেব। যশোবন্তসিংহ কুর্নিশ করেন ॥

যশোবন্ত ॥ গোস্তাখী মাফ হয় জাঁহাপনা। আমি মনে ব্যথা দেওয়ার জন্যে একথা বলিনি। আমি শুধু রাজকর্তব্যের কথা……

আওরঙজেব ॥ কর্তব্য সম্পর্কে আমি সজাগ আছি মহারাজ যশোবন্তসিংহ। কিন্তু এ কর্তব্যবোধ কি ভ্রাতৃহত্যার কলংক থেকে আমাকে বাঁচাতে পারবে? ইতিহাস কি আমাকে ক্ষমা করবে?

শায়েস্তাখাঁ ॥ জাঁহাপনা! হজরত ওমর ফারুক কর্তব্য বোধে নিজের পিতাকে নিজ হাতে হত্যা করেছিলেন। নিজের পুত্রের মৃত্যুদণ্ড নিজ-হাতেই দিয়াছিলেন। সে জন্যে ইতিহাস কলংকিত হয়নি। বরং কলংক মুক্তই হয়েছে।

www.pathagar.com

আওরঙজেব ।। বেশ। আমার কর্তব্যই আমি করবো।

।। হাত বাড়ান শায়েস্তা খাঁর দিকে। একহাতে দণ্ডাদেশখানা চোখের সামনে তুলে ধরেন। শায়েস্তা খাঁ পাশে রক্ষিত দোয়াতদানি এনে সামনে ধরেন। আওরঙজেব কলম তুলে নিয়ে স্বাক্ষর করেন। কলমটা রেখে দিয়ে দণ্ডাদেশখানা জয়সিংহের দিকে এগিয়ে দেন। জয়সিংহ দণ্ডাদেশ হাতে নিলে আওরঙজেব সামনের হাতলে দু'হাতে ভর দিয়ে পেছন ফিরে দাঁড়ান। জয়সিংহ তাকান যশোবন্ত সিংহের দিকে। যশোবন্ত সিংহ তাকে চোখের ইশারায় চলে যেতে বলেন! এবার তাকান জয়সিংহ শায়েস্তা খাঁর দিকে। তিনিও চলে যেতে ইংগিত করেন। চলে যান জয়সিংহ। আসনের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েই বলতে থাকেন আওরঙজেব ।।

আওরঙজেব ।। আইন, শৃংখলা, ধর্ম, কর্তব্য। উঃ! অভিশাপ। কঠোর এই রাজকার্য ভাগ্যের চরম অভিশাপ। স্নেহ-ভক্তি প্রেম-প্রীতি সবকিছুই কঠোর কর্তব্যের বলি। না-না-না, পারবো না। পারবো না আমি। মহারাজ জয়সিংহ।

।। ফিরে দাঁড়ান। ব্যাকুল দৃষ্টিতে জয়সিংহকে খোঁজেন ।।

কৈ জয়সিংহ কোথায়?

শায়েস্তাখাঁ ।। দণ্ডাদেশ নিয়ে চলে গেছে।

আওরঙজেব ।। অ্যাঁ! চলে গেছে! ফিরান! ফিরান মহারাজ যশোবন্তসিংহ, জয়সিংহকে ফিরিয়ে আনুন। আমি দণ্ডাদেশ বাতিল করবো। শীঘ্র যান মহারাজ। বিলম্বে মহা সর্বনাস হয়ে যাবে।

।। যশোবন্তসিংহ দ্রুত বেরিয়ে যান ।।

www.pathagar.com

চাইনা রাজত্ব, চাইনা সিংহাসন। এ শাসনভারের নির্মম চাপ আমি সইতে পারবো না।

শায়েস্তাখাঁ ॥ জাঁহাপনা! এত দুর্বলতা, এত আকুলতা—

অওরঙজেব ॥ আপনি বুঝতে পারছেন না শায়েস্তাখাঁ, দুঃসহ মানষিক দ্বন্দ্ব আমাকে ব্যাকুল করে তুলেছে! শাহজাদা দারা শাহনশার প্রাণাধিক প্রিয়, তার মৃত্যুদণ্ড দিয়ে কি ভাবে আমি শাহানশার সামনে যেয়ে দাঁড়াবো! দারাই অধিকার করুক দিল্লীর সিংহাসন। সে-ই সাম্রাজ্য পরিচালনা করুক। যদি সে দয়া কোরে আমাকে কোনো প্রদেশের সুবাদারী দেয়, দেবে। না হয় সুদূর মক্কায় বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবো।

॥ যশোবন্তসিংহ ফিরে আসেন ॥

মহারাজ জয়সিংহ ফিরে এসেছেন?

যশোবন্ত ॥ না জাঁহাপনা, বাইরে তার কোনো খোঁজ পেলাম না। হয়তো আমি যাওয়ার আগেই সে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেছে।

আওরঙজেব ॥ চলে গেছে। উঃ! একি করলাম আমি! একি করলাম! শায়েস্তা খাঁ!

॥ পেছনে তেপায়ার উপর রক্ষিত পাঞ্জা এনে শায়েস্তাখাঁর হাতে দেন ॥

এই নিন। পাঞ্জা নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যান। এক্ষুণি। নেমকহারাম মালিক জীবনের হাতে ঐ দণ্ডাদেশ পৌঁছলে সে কালমাত্র বিলম্ব করবে না। এক্ষুনি যান। তাকে নিবৃত্ত করুন যান!

পাঞ্জা নিয়ে কুর্নিশ করে সায়েস্তাখাঁ চলে যান ॥

মহারাজ যশোবন্তসিংহ!

যশোবন্ত ॥ জাঁহাপনা! গুজরাটের সুবাদারী প্রদান করায় আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছি জাঁহাপনা!

অওরঙজেব ॥ আমার শর্ত নিশ্চয়ই শুনেছেন?

যশোবন্ত ॥ হ্যাঁ জাঁহাপনা শুনেছি।

আওরঙজেব ॥ উত্তম। আপনার কোনোরূপ সাহায্য আপাতত আমার

www.pathagar.com

প্রয়জন নেই। আপনি গুজরাটেই চলে যান। আপনার কাছ-থেকে আমি এখন শুধু রাজভক্তিই কামনা করি। যান, এখন বিশ্রাম কক্ষে।

॥কুর্নিশ কোরে চলে যান যশোবন্তসিংহ অস্থিরভাবে পায়চারি করেন আওরঙজেব। কয়েক বার পায়চারি কোরে দাঁড়ান॥

শায়েস্তাখাঁ কি এখনো পৌঁছে পরেনি! মালিক জীবন বড়ো বিশ্বাসঘাতক। যে দারা একদিন রাজকোষ থেকে তার জীবন বাঁচিয়েছিলো, সেই দারাকেই ধরিয়ে দিয়ে……নেমকহারাম। এতোবড়ো নেমকহারামীর কোনো শাস্তি কি হবে না?

॥ পুনরায় পায়চারি করতে শুরু করেন॥

মঞ্চ অন্ধকার হয়।

www.pathagar.com

।। গোয়ালিয়র দুর্গ। সম্পূর্ণ আড়ম্বরহীন একটা কক্ষ। এটা মামুলি আসন রয়েছে। পাশে একটা মশাল জ্বলছে। ইয়ার ও পিয়ার দাঁড়িয়ে কথা বলছে। তাদের চেহারা জীর্ণ শীর্ণ ও মলিন বেশ ।।

ইয়ার ।। পিয়ার !

পিয়ার ।। ইয়ার !

ইয়ার ।। ভাঁড়ামিতে আর মজা নেইরে পিয়ার—মজা নেই।

।। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে ।।

পিয়ার ।। কুড়েমিতেও আর মজা নেইরে ইয়ার—মজা নেই।

।। পিয়ারও মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে ।।

ইয়ার ।। পিয়ার !

পিয়ার ।। ইয়ার !

ইয়ার ।। শাহাজাদা রাজা হতে যেয়ে তো গোবরগাদা হয়েছে।

পিয়ার ।। একেবারে পচা গোবর গাদা।

ইয়ার ।। আমরা উজির-নাজির হতে চেয়েছিলাম, এখন···এখন···

।। কান্নায় ইয়ারের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়। আর কিছুই বলতে পারে না। পিয়ার উঠে ওর হাত ধরে টানে ।।

পিয়ার ।। নে ওঠ। আর কাঁদিসনে। তোর কান্না দেখলে আমার রাগে-দুঃখে হাসি পায়।

ইয়ার ।। কি ! আমি বৌমরা মাওড়ার মতো কেঁদে মরি আর তোর হাসি পায় ! ছাড় হাত ছাড় ! তোকে তেজ্যপুত্তুর করলাম।

।। ইয়ার হাত ছাড়িয়ে নেয় ।।

পিয়ার ।। ত্যাজ্যপুত্তুর করিস আর তালাকই দিস, গোয়ালিয়র দুর্গের বাইরে যাওয়ার মতো শক্তি আমারও নেই তোর নেই।

ইয়ার ।। দুর্গের পাঁচিলের ওপর দিয়ে তোকে ওপাশে ফেলে দেবো।

পিয়ার ।। অ্যাঁ ! তাই নাকি ! পারবি ! সত্যি পারবি ইয়ার ! আহ্, তা যদি পারতিস, তাহলে বাড়ি যেয়ে বিবিজানের কোল আলো

www.pathagar.com

কোরে হাঁপ ছেড়ে বাঁচতাম। আহা, তার এই খসমকে না পেয়ে না জানি সে কেমন বৎসহারা ধেনুর মতো হাম্বা হাম্বা কোরে বেড়াচ্ছে।

ইয়ার ।। ওরে পিয়ার, তুই আমার মনের কথা কইছিস রে পিয়ার—

।। মেয়েলোকের মতো কান্নার সুরে কথাগুলো বলতে বলতে পুনরায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে ইয়ার ।।

পিয়ার ।। আর কেঁদে কি করবিরে! কাঁদলে দুঃখই বাড়বে, সুখ পাবিনে। এ আমাদের কর্মের ফল বুঝলি! যেমন আমরা আওরঙজেবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্যে শাহজাদাকে যুক্তি-পরামর্শ দিয়েছি তেমনি আলী নবিকে হত্যা বোরে অর্থ আদায়ের পথও আমরা বাৎলে দিয়েছি। আজ তারই কর্মফল ভোগ করছি।

ইয়ার ।। ঠিক বলেছিস পিয়ার, ঠিক বলেছিস। আর এমন কাজ করবো না।

পিয়ার ।। শুধু মুখে বললে কি হবে? কান ধরে উঠাবসা করা দরকার।

ইয়ার ।। সেই ভালো পিয়ার। তুই আমার কান ধর আমি তোর কান ধরি।

পিয়ার ।। তা এক রকম মন্দ বলিসনি। কেউ কারো ওপর আর রাগ করতে পারবোনা। আয় তাই করি।

।। উভয়ে উভয়ের কান ধরে উঠাবসা করতে লাগে। এমনি সময়ে হাজির হন মুরাদ। তারও রুক্ষ মলিন বেশ। শীর্ণ। এসেই ইয়ার-পিয়ারকে ঐ অবস্থায় দেখে থমকে দাঁড়ান ।।

মুরাদ ।। এ কি! কি হচ্ছে?

।। ওরা কান থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে কুর্নিশ বোরে সোজা হয়ে দাঁড়ায় ।।

পিয়ার ।। ব্যায়াম করছিলাম আলমপনা।

মুরাদ ।। এ কি রকম ব্যায়াম! উভয়ে উভয়ের কান ধরে উঠাবসা কোরে ব্যায়াম করা—

www.pathagar.com

ইয়ার ।। হ্যাঁ জাঁহাপনা, একে বলে আক্কেল সেলামীর ব্যায়াম।

মুরাদ ।। আক্কেল সেলামীর ব্যায়াম! হুঁ।

।। গম্ভীর হন মুরাদ। ধীরে ধীরে যেয়ে বসেন আসনে। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন ।।

পিয়ার!

পিয়ার ।। আলমপনা!

মুরাদ ।। মূর্খমির জন্য যে দণ্ড দিতে হয় তারই নাম আক্কেল সেলামী, তাই না?

পিয়ার ।। জি আলমপনা।

মুরাদ ।। ইয়ার!

ইয়ার ।। জাঁহাপনা!

মুরাদ ।। আক্কেল সেলামীর সাথে ব্যায়ামের কি সম্পর্ক?

ইয়ার ।। পরিশ্রমের সম্পর্ক জাঁহাপনা। অসময়ে অকারণ অত্যধিক পরিশ্রম করলে সে কথা চিরদিন মনে থাকে জাঁহাপনা। সুতরাং ভবিষ্যতে কোনো মূর্খমি করতে গেলে এই আক্কেল সেলামীর ব্যায়ামটা মনে ধাক্কা না দিয়ে পারে না।

মুরাদ ।। হুঁ। কিন্তু মূর্খমি তো তোমরা করোনি, মূর্খমি করেছি আমি। শাহজাদা আওরঙজেবের সাথে আমার যে চুক্তি হয় তাতে কাবুল, কাশ্মীর, লাহোর, মুলতান ও সিন্ধু প্রদেশ আমাকে দেওয়ার কথা ছিলো। এই প্রদেশগুলো নিয়ে আমি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন রাজ্য গঠন করতে পারতাম। কিন্তু আমি তা না কোরে তলে তলে ষড়যন্ত্র করেছিলাম দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করার জন্যে! এটা কি আমার বোকামি নয়? দুর্বার লোভে আমি চুক্তি ভংগ কোরে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। বোকারাই। শুধু এইটে করতে পারে। তার পরিণতিও তারা ভোগ করে।

পিয়ার ।। তা আলমপনা হক কথা বলেছেন। শাস্ত্রও তাই বলে – লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু।

মুরাদ ।। উঁ! লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু! শাস্ত্রে এই কথা আছে নাকি! বাহ্, বেশ চমৎকার কথা। লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু।

www.pathagar.com

ইয়ার ।। হ্যাঁ জাঁহাপনা, এ হচ্ছে ষড়রিপুর ভোজবাজি।

মুরাদ ।। ষড়রিপু আবার কি ?

পিয়ার ।। ষড়রিপু হলো আলমপনা, মানুষের মনের শত্রু। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ মদ-মাৎসর্য। এই ছয়টা রিপুই মানুষকে পাপ পথে চালিত করে।

ইয়ার ।। হ্যাঁ জাঁহাপনা, এই ছয়টা রিপু যখন মানুষকে একযোগে আক্রমণ করে, তখন মানুষ আর মানুষ থাকে না। অমানুষ হয়ে যায়।

মুরাদ ।। হুঁ। ক্রোধ-লোভ-মোহ হুঁ·····

।। ধীরে ধীরে মস্তক সঞ্চালন করতে লাগেন মুরাদ ।।

ঠিক বলেছো ইয়ার, মানুষ অমানুষ হয়ে যায়। কিন্তু যারা এই রিপুকে জয় করতে পারে তারা ?

পিয়ার ।। তারাই সত্যিকার মানুষ।

ইয়ার ।। মহামানুষও বলা যায় জাঁহাপনা।

মুরাদ ।। ঠিক কথা বলেছো ইয়ার, শাহজাদা আওরঙজেব সেই সত্যিকার মানুষ। তোমাদের ঐ রিপুকে সে জয় করতে পেরেছে। তার পুরস্কারও সে পেয়েছে। দিল্লির ময়ূরসিংহাসন আর কোহিনূর খচিত রাজমুকুট। তোমরা ঠিকই বলেছো, রিপু মানুষকে অমানুষ কোরে তোলে। সেই অমানুষই আমি হয়েছিলাম। সাম্রাজ্যের লোভ, সিংহাসনের মোহ, নৃত্যগীত আর সুরা আমাকে অমানুষে পরিণত করেছিলো। আজ, আমি তারই প্রতিফল পাচ্ছি। কিন্তু·····

।। ক্ষণকাল চিন্তা করেন। তারপর হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন ।।

না-না, এভাবে আমি জীবন কাটাতে চাইনে। আমি পারবো না, পারবো না।

।। উঠে দ্রুত পায়চারি করতে লাগেন ।।

অসহ্য, এ কারা যন্ত্রণা অসহ্য। আমি মুক্তি চাই। সিংহাসন চাই রাজ্য চাই। আর চাই আওরঙজেবের ধ্বংস।

www.pathagar.com

।। দ্রুত ফিরে দাঁড়ায় ইয়ার-পিয়ারের দিকে ।।

ইয়ার! পিয়ার! পারবে, পারবে তোমরা আমার মুক্ত কোরে দিতে? আমি একবার আওরঙজেবের সাথে শেষ বুঝাপড়া করতে চাই। চরম মোকাবিলা করতে চাই। যদি পরাজিত হই, সম্মুখ সমরে বীরের মতো যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যুবরণ করবো। এ ভাবে রুদ্ধ কারাগারে তিলে তিলে জীবন বিসর্জন দিতে পারবো না।

।। মুরাদ তাকান ইয়ার-পিয়ারের দিকে। তারা মাথা নীচু করে ।।

ইয়ার! পিয়ার! আমার সুদিনের সহচর—দুর্দিনের অনুচর! এটুকু উপকার তোমরা আমায় করতে পারো না?

ইয়ার।। জাঁহাপনা! এ দুর্ভেদ্য প্রাচীর টপকে ওপাশে যাওয়ার যে কোনোই উপায় নেই!

।। পিয়ারের দিকে তাকান মুরাদ ।।

মুরাদ ।। তোমারও ঐ কথা, তাই না পিয়ার? জানি এছাড়া আর কিছুই বলার থাকতে পারে না। অনন্তকাল ধরে এই রুদ্ধ কারাগারে পড়ে পঁচতে হবে আর ভোগ করতে হবে অনন্ত মৃত্যু যন্ত্রণা, উঃ।

।। আবার একটু পায়চারি কোরে ওদের দিকে গিয়ে দাঁড়ান ।।

এক কাজ করবে তোমরা? আমাকে এক পেয়ালা বিষ এনে দাও। এ যন্ত্রণা আর আমি সইতে পারছিনে। আমার মহা-মুক্তির পথ আমি নিজেই খুঁজে নেবো। তোমরা শুধু এক পেয়ালা বিষ আমায় এনে দাও।

পিয়ার ।। আত্মহত্যা মহাপাপ আলমপনা।

মুরাদ ।। চুপ! তোমার নীতিবাক্য আওরঙজেবের কাছে বলোগে, মুরাদের কাছে নয়। আমার সিদ্ধান্তই আমার ধর্ম। অন্য কোনো ধর্ম মানিনে। ইয়ার!

ইয়ার ।। জাঁহাপনা!

মুরাদ ।। আমার কথা কি তোমরা শুনতে পাচ্ছো না?

www.pathagar.com

ইয়ার ॥ পাচ্ছি জাঁহাপনা। কিন্তু...

মুরাদ ॥ খামোশ। কোনো কিন্তু নয়—বিষ চাই, বিষ।

পিয়ার ॥ বিষ এ দুর্গে কোথায় পাবো আলমপনা।

মুরাদ ॥ বিষ দিতে পারবে না, মুক্তি দিতে পারবে না, তবে পারবে কি তোমরা? যাও, দূর হও আমার সামনে থেকে। যাও—

॥ কুর্নিশ কোরে চলে যায় ইয়ার-পিয়ার। আর পায়চারি করতে শুরু করেন মুরাদ ॥

মঞ্চ অন্ধকার হয়

www.pathagar.com

দিল্লীর দরবার। আমীর ওমরাহ-অমাত্যবর্গ উপস্থিত। মাঝে দণ্ডায়মান আওরঙজেব। পাশে শায়েস্তা খাঁ, মীরজুমলা ও জয়সিংহ। সামনে নিরস্ত্র মোহাম্মদ নত মস্তকে দাঁড়িয়ে।

আওরঙজেব ॥ অপরিণামদর্শী যুবক। তোমার ক্ষমাহীন অপরাধের শাস্তি—

শায়েস্তাখাঁ ॥ জাঁহাপনা, শাহজাদা নিতান্ত ছেলেমানুষ, তার অপরাধ মার্জনা করুন জাঁহাপনা।

মীরজুমলা জয়সিংহ। আমরা খাঁ সাহেবের প্রস্তাব সমর্থন করি।

আওরঙজেব ॥ আপনারই না একদিন হজরত ওমরের বিচারের উদাহরণ দিয়েছিলেন। আওরঙজেবের অপত্য স্নেহ অবশ্যই আছে। তাই বলে আইন ও ন্যায়বিচারের প্রতি সম্মান বোধও তার কিছু কম নেই। এই হতভাগ্য যুবককে আমি পাঠিয়েছিলাম শাহজাদা সুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে। কিন্তু সে সুজার পক্ষে যোগ দিয়ে, তার কন্যাকে বিবাহ কোরে সে পিতৃদ্রোহী তথা রাজদ্রোহীর চরম অপরাধ করেছে।

শায়েস্তাখাঁ ॥ ছেলেমানুষ। শাহজাদা সুজার প্ররোচণায় ভুলে হয়তো একাজ করেছেন। এবারকার মতো—

আওরঙজেব ॥ রাজদ্রোহের শাস্তি প্রাণদণ্ড। আমি তাকে তাই দিতাম। কিন্তু আপনাদের অনুরোধে তাকে আজীবন কারাদণ্ড দিলাম।

মোহাম্মদ ॥ আব্বা!

আওরঙজেব ॥ চুপ! আত্মরক্ষ সমর্থনের জন্য কোনো মিথ্যা কথা, কোনো দুর্বলতা তোমার কাছ থেকে আশা করিনে। যে সেনাধ্যক্ষ অপরিণামদর্শী—অদূরদর্শী, পরাজয় এবং মৃত্যু তার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। মীরজুমলা, এই হতভাগ্য যুবককে গোয়ালিয়র দুর্গে পাঠিয়ে দিন, নিয়ে যান।

॥ মোহাম্মদ সহ মীরজুমলা চলে যান। আওরঙজেব অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকেন। অমাত্যবর্গ সকলেই কুর্নিশ

www.pathagar.com

কোরে চলে যান। একা আওরঙজেব দাঁড়িয়ে থাকেন ময়ূর সিংহাসনের ওপর এক হাতে ভর কোরে। কিছুক্ষণ পরে মাথা তোলেন। তাকান চারিদিক।।

উঃ কঠোর, কর্তব্য বড়ো কঠোর। কতো স্বপ্ন, কতো আশা ছিলো এই মোহাম্মদকে নিয়ে! উপযুক্ত পুত্র সে। কিন্তু কি দুর্বুদ্ধি যে তার মাথায় চাপলো!

।। পায়চারি করতে শুরু করেন। এমনি সময় নিরস্ত্র সোলায়মানকে নিয়ে উপস্থিত হন দিলির খাঁ। দিলির খাঁ কুর্নিশ করেন।।

একি! সোলায়মান! দিলির খাঁ!

দিলির।। জাঁহাপনা। শাহজাদা সোলায়মান কাশ্মীররাজ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে অন্যত্র গমন কালে আমাদের হাতে ধরা পড়েছেন।

আওরঙজেব।। হুঁ। কিন্তু দিলির খাঁ! তুমিই না একদিন সোলায়মানের অধীন সেনাপতি ছিলে! তাকে গ্রেফতার করতে তোমার এতোটুকু বিবেকে বাঁধলো না?

দিলির।। যখন তার অধীন ছিলাম, তখন আমি নেমকহারামি করিনি জাঁহাপনা। বিশ্বাসঘাতকতাও করিনি। আমাকে বর্জন করার পর আমি জাঁহাপনার পক্ষে যোগ দি। তারপর তো জাঁহাপনার আদেশ পালন করাই আমার কর্তব্য।

আওরঙজেব।। সোলায়মান!

সোলায়মান।। বলুন।

আওরঙজেব।। তোমার পিতার পরিণামের জন্যে তিনিই দায়ী। তবুও তাঁকে আমি মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু নেমকহারাম মালিক জীবন····· যাক, শাস্তিও তার জন্যে সে লাভ করেছে। ক্রুদ্ধ জনতা তাকে টুকরো টুকরো কোরে পথের ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে।

সোলায়মান।। সে সব কথা বলার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনে।

www.pathagar.com

আব্বার মৃত্যুর জন্যে কে দায়ী তার কৈফিয়ৎ আমি চাচ্ছিনে। ভবিষ্যতই তার বিচার করবে।

আওরঙজেব ॥ কিন্তু তুমি তাঁর পুত্র, সে হিসাবে ঘটনাটা তোমাকে জানানো উচিত বলেই মনে করি। অবশ্য আলেম সমাজের অভিযোগে প্রধান কাজী তার মৃত্যুদণ্ডই দিয়েছিলেন।

সোলায়মান ॥ উচিত অনুচিতের কথা তুলে এখন লাভ নেই। বাজীর বিচার বিশ্লেষণ শুনার আগ্রহ আমার নেই। এখন আমার ওপর কি আদেশ দিবেন তাই দিন।

আওরঙজেব ॥ আদেশ নয় সোলায়মান, আদেশ নয়। বয়স তোমার যাই হোক, এখন তুমি মা-বাপহারা এতিম। আমার বিরুদ্ধে যে অস্ত্র ধারণ করেছিলে, সে শুধু কর্তব্যের জন্যে—পিতৃ আদেশ পালনের জন্যে। তাকে আমি অপরাধ বলে গণ্য করিনে। আমি চাই পূর্বের মতো এখনো তুমি রাজভক্তির পরিচয় দাও। পূর্বে তোমার যে মর্যাদা ছিলো, এখনো তাই থাকবে।

সোলায়মান ॥ মাফ করবেন। পিতৃহন্তার আদেশ পালন করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

আওরঙজেব ॥ পিতৃহন্তা!

সোলায়মান ॥ হ্যাঁ। রাজশক্তি আপনার করায়ত্ত না হলে কারো সাহস হতো না। শাহজাদা দারাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে। সুতরাং আমার দৃষ্টিতে আপনিই তার হত্যাকারী।

আওরঙজেব ॥ সোলায়মান!

॥ নিজকে সংযত কোরে নিয়ে পায়চারি করেন আওরঙজেব। কয়েকবার পায়চারি কোরে দাঁড়ান এসে সোলায়মানের সামনে ॥

তোমার মানসিক অবস্থা আমি বুঝতে পারছি সোলায়মান। আমি অনুরোধ করছি, অতীতকে তুমি ভুলে যাও।

সোলায়মান ॥ অতীতের সাথে আমার রক্তের সম্পর্ক এতো গভীর যে, তা ভুলতে পারিনে। আমার উপর আপনার অনুকম্পার জন্যে ধন্যবাদ। আপনার প্রস্তাবের প্রতি আমি কোনোই শ্রদ্ধা

www.pathagar.com

দেখাতে পারছিনে বলে আমি দুঃখিত।

আওরঙজেব ।। তবে কী তুমি আশা করো ?

সোলায়মান ।। আপনার কাছে আমি কিছুই আশা করিনে ! আপনার নিজের আশা পূরনের জন্যে যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

দিলীর ।। আপনি বশ্যতা স্বীকার করুন শাহজাদা। তাতে মঙ্গল—

সোলায়মান ।। একদিন এই শাহজাদা আপনাকে উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে এসেছে দিলীর খাঁ। আজ তাঁর উপদেশ-নির্দেশ আপনার প্রয়োজন নেই জানি। তাই বলে আপনার উপদেশ-নির্দেশ আমাকে মানতে হবে বলে আপনি আশা করেন ?

আওরঙজেব ।। কিন্তু তোমার নিজের অবস্থার কথা একবার চিন্তা করো সোলায়মান !

সোলায়মান ।। নতুন কোরে চিন্তা করার আর কোনো প্রয়োজন নেই। আব্বার শেষ নির্দেশ ছিলো আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। তাঁর নির্দেশ পালন করাই আমার জীবনের লক্ষ্য।

আওরঙজেব ।। কিন্তু তিনি তো আজ আর ইহজগতে নেই !

সোলায়মান ।। সুতরাং তাঁর নির্দেশও আর পরিবর্তন হতে পারে না। আমি বেঁচে থাকলে তাঁর সেই নির্দেশ পালন করাই হবে আমার একমাত্র কাম্য !

আওরঙজেব ।। তুমি স্বেচ্ছায় বিপদ টেনে আনছো সোলায়মান।

সোলায়মান ।। কোনো বিপদকে আজ আর আমার ভয় নেই। আমি আমার মনের কথাই খোলাখুলি বললাম। আপনার খুশি মতো যে কোনো শাস্তি আমাকে দিতে পারেন।

আওরঙজেব ।। আমি আরেকবার তোমাকে চিন্তা করার সুযোগ দিচ্ছি।

সোলায়মান ।। কোনো লাভ হবে না। আমার হাত, আমার দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু আপনার বিরুদ্ধেই কাজ করবে।

আওরঙজেব ।। হুঁ।

।। পুনরায় পায়চারি করেন আওরঙজেব। বার দুই পায়চারি কোরে ফিরে দাঁড়ান সোলায়মানের দিকে ।।

www.pathagar.com

সোলায়মান! পিতৃদ্রোহ তথা রাজদ্রোহের অপরাধে মোহাম্মদকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছি। তুমি আবার আমাকে সে পথ নিতে বাধ্য করো না।

সোলায়মান ॥ আর কিছুই আমার বলার নেই। মৃত্যুদণ্ড বা তার চেয়েও যে কোনো প্রকার ভয়ংকর দণ্ড আপনার কল্পনায় আসে, দিতে পারেন। আমি প্রস্তুত।

॥ আরেকবার পায়চারি কোরে ফিরে দাঁড়ান আওরঙজেব দিলীর খাঁর দিকে ॥

আওরঙজেব ॥ দিলীর খাঁ! একে গোয়ালিয়র দুর্গে নিয়ে যাও।

॥ দিলীর খাঁ কুর্নিশ কোরে সোলায়মানকে নিয়ে চলে যান। আওরঙজেব তখন অন্যদিকে ফিরে দাঁড়িয়ে থাকেন কিছুক্ষণ পরে ধীরে ফিরে দাঁড়ান ॥

আওরঙজেব ॥ অল কাজেমিনাল গায়জা অল আফিনা আনেন্নাসে অল্লাহু ইউহেব্বুল মোহ্সেনীন—যে ক্রোধ সংবরণ করে ও অপরের দোষত্রুটি মার্জনা কোরে দেয়, খোদা তাকে ভালোবাসেন। তোমার এই বাণীর আশ্রয় আমি নিয়েছিলাম খোদা! কিন্তু অপরিণামদর্শী যুবক আমাকে হতাশ করেছে। সে নিজের শাস্তি নিজেই যেঁচে নিয়েছে। আমি রাজনীতির কঠোর নির্দেশ লংঘন কোরে তাকে স্বাধীনতা দিতে চেয়েছিলাম, চেয়েছিলাম তাকে স্বপক্ষে মিত্র হিসেবে। কিন্তু আমার প্রস্তাবকে সে অর্বাচীনের মতো প্রত্যাখ্যান করেছে। কি আর আমি করতে পারি!

॥ পায়চারি করতে শুরু করেন ॥

মঞ্চ অন্ধকার হয়

www.pathagar.com

আগ্রা দুর্গ। অপরাহ্নের উজ্জ্বল আলো আর শান্ত হাওয়া সম্রাট শাজাহানের কক্ষে বিরাজমান। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে যমুনার পরপারে তাজমহলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন বৃদ্ধ সম্রাট। শরীর তাঁর অপেক্ষাকৃত কাহিল। ধীরে ধীরে ফিরে দাঁড়ান। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

শাজাহান ।। কতো নির্মল ছিলো ঐ তাজ! ছিলো পাক-পবিত্র উজ্জ্বল। ছিলো ধ্যানের ছবি— স্বপ্নের ছন্দ। ছিলো স্বর্গীয় সুষমায় কমনীয়। আর আজ?

।। ধীরে ধীরে মাথা দোলাতে লাগেন ।।

নেই। তার কিছুই যেন আজ আর অবশিষ্ট নেই। কি এক দুঃসহ ব্যাথায় যেন পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করেছে। স্বজন হারানোর ব্যথা। পুত্র শোকাতুরা, বিয়োগ-বিধুরা ঐ তাজের দিকে তাকাতেও শরীর শিউরে ওঠে। ও যেন কৈফিয়ৎ চায় আমার কাছে। যেন জানতে চায়—তার গচ্ছিত রত্ন, কলিজার টুকরো পুত্রদের আমি কী করেছি! কোথায় রেখেছি!

।। ধীরে ধীরে এসে বসেন বিছানার ওপর ।।

হায় দারা! স্নেহ দিয়ে, শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা দৃঢ় করেও তোমাকে রক্ষা করতে পারিনি, পারিনি সুজা ও মুরাদকে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করতে। আওরঙজেবের কঠোর নীতির শাণিত কৃপাণে তারা নিহত।

।। ক্ষণকাল চিন্তা করেন মাথা নীচু কোরে। তারপর ধীরে ধীরে মাথা তোলেন ।।

ভ্রাতৃহন্তা নিষ্ঠুর আওরঙজেব! এতোটুকু দয়া, এতোটুকু অনুকম্পা তোর হৃদয়ে স্থান পেলো না! সিংহাসনের মোহ তোর কাছে এতোই প্রবল! বৃদ্ধ পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে, তার রোগ জর্জর মুমূর্ষু হৃদয়ের কথা চিন্তা কোরে এতোটুকু অনুকম্পা দেখাতে পারলিনে! মৃত্যুপথযাত্রী পিতার মনে তুই যে ব্যথা

www.pathagar.com

দিয়েছিস, পুত্রশোকের যে দাবানল তুই আমার মনে সৃষ্টি করেছিস, তোর সেই কৃতকর্মের জন্যে আমি তোকে ··· ···

।। হঠাৎ বাক্য শেষ না কোরে নিজের অধর দংশন কোরে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে উত্তেজনা সংবরণ করেন।

না না, এ আমি কি বলছি! আমি কি তাকে অভিশাপ···না-না, অভিশাপ নয়। সেও মমতাজের আদরের দুলাল। আমার পুত্র। আমার দিগ্বিজয়ী পুত্র। আমার উপেক্ষিত রত্ন। মোগল বংশের গর্ব। হিন্দুস্তানের গৌরব। অভিশাপ নয়। কেনো অভিশাপ! কিসের অভিশাপ! কি দোষ তার! দোষ ···

।। পুনরায় মাথা নীচু কোরে একটু চিন্তা করেন।

দোষ! কার দোষ? আওরঙজেবের? না, দোষ আওরঙজেবের নয়। আমারই দেখানো পথে সে অগ্রসর হয়েছে। সিংহাসন লাভের জন্যে ভ্রাতৃহত্যা যদি অপরাধ হয়, তবে সে অপরাধের প্রথম শাস্তি আমারই পাওনা। পিতার বিরুদ্ধে, সম্রাট জাহাংগীরের বিরুদ্ধে আমিও একদিন অস্ত্র ধরেছিলাম। আমার সিংহাসন লাভের পথে অন্তরায় ছিলো দুই ভ্রাতা—খসরু ও শাহরিয়ার। চিরদিনের জন্য আমার পথ থেকে তাদের আমি সরিয়ে দিয়েছিলাম। আমি ভ্রাতৃহত্যা করেছিলাম। সে উদাহরণ প্রকৃতি ভুলতে পারেনি। আওরঙজেবের আর কি দোষ! এ আমারই কর্মফল। প্রকৃতির চরম প্রতিশোধ।

।। দু'হাতে মাথা এঁটে ধরে কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে বিছানায় কাৎ হয়ে পড়েন। ধীরে ধীরে প্রবেশ করেন আওরঙজেব ।।

আওরঙজেব ।। আব্বা।

।। চমকে মুখ তোলেন শাজাহান। আর আওরঙজেব পায়ের কাছে বসে কদমবুসি করেন। শাজাহান বিস্ময়ে

www.pathagar.com

হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন পুত্রের দিকে। কদমমুচি সেরে পায়ের কাছেই বসে থাকেন আওরঙজেব ।।

আমায় শাস্তি দিন আলীজাঁ !

শাজাহান ।। শাস্তি। সে ক্ষমতা যদি আমার থাকতো আওরঙজেব……না, না পুত্র, অহংকার…

আওরঙজেব ।। এ পাপীকে শাস্তিদানের সম্পূর্ণ ক্ষমতা শাহানশার আছে। আমি শাস্তি নিতেই এসেছি আব্বা।

শাজাহান ।। ওরে পুত্র! কে দেবে তোকে শাস্তি! অপরাধের শাস্তি যে দিতো, সে আজ আর আমার মধ্যে নেই। আজ আর আমি শাহানশা নই—আজ আমি পিতা। ওঠ্ পুত্র! আমার মমতাজের গর্ব, মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব—ওঠ্! পুত্র শোকার্ত এই বুকখানা তোর স্পর্শ লাভের জন্যে যে অনেকক্ষণ ধরে উন্মুখ হয়ে আছে!

।। নিজে উঠে দাঁড়ান এবং আওরঙজেবকেও হাত ধরে তুলে বুকে চেপে ধরেন। সেই মুহূর্তে প্রবেশ করেন জাহানারা। নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দেখেন পিতাপুত্রের মিলন ।।

জাহানারা ।। আওরঙজেব !

।। ফিরে দাঁড়ান আওরঙজেব ।।

আওরঙজেব ।। আপা !

।। জাহানারার কদমমুচি করেন আওরঙজেব। তারপর মাথা নীচু কোরে দাঁড়িয়ে থাকেন।

জাহানারা ।। এতোদিন পরে আজ এখানে কেনো আওরঙজেব ?

শাজাহান ।। কোনো কৈফিয়ৎ নয় জাহানারা, কোন প্রশ্ন নয়। পুত্র এসেছে পিতার কাছে— এ যে পিতৃহৃদয়ের অব্যক্ত কামনা !

আওরঙজেব ।। আমি অপরাধী আপা। আমার—

শাজাহান ।। না, না, অপরাধ নয়, ওরে অবোধ, অপরাধ নয়। সব অপরাধ

www.pathagar.com

ভেসে গেছে ঐ যমুনার শান্ত সলিলে। তুই যদি অপরাধ করে থাকিস, সেই অপরাধের বীজ আমিই বপন করেছিলাম। ও কথা আর তুলিসনে তোরা। ও কথা তুলে আমার অতীত স্মৃতির মন্দিরে আগুন জ্বালাসনে! আজ আমি যা পেয়েছি, তাই নিয়ে আবার আমাকে স্বপ্নে ডুবে যেতে দে।

।। পাশে তেপায়ার ওপর রক্ষিত কোহিনূর খচিত মুকুটের দিকে তাকান শাজাহান। তারপর তাকান জাহানারার দিকে ।।

মা জাহানারা!

জাহানারা ।। আব্বা!

শাজাহান ।। মুকুটটা আনতো মা।

।। জাহানারা তাকান আওরঙজেবের দিকে। আওরঙজেবের দৃষ্টিতে বিমূঢ় বিস্ময়। জাহানারা অতঃপর ধীরে ধীরে গিয়ে মুকুট এনে সম্রাটের হাতে দেন ।।

আওরঙজেব। বহুদিন এই মুকুট আগলে বসে আছি। এবার এর ভার তোমাকেই দিলাম।

।। আওরঙজেবের মাথায় পরিয়ে দিতে যান। কিন্তু প্রবলভাবে আপত্তি জানাতে জানাতে একটু পিছিয়ে যান আওরঙজেব ।।

আওরঙজেব ।। না, না আব্বা, ও মুকুট সম্রাট শাজাহানের। আমি তাঁর প্রতিনিধি মাত্র। সম্রাট বর্তমানে ও মুকুটের ভার নেওয়ার স্পর্ধা আমার নেই আব্বা!

শাজাহান ।। আওরঙজেব। সম্রাটের আদেশ। নাও!

আওরঙজেব ।। আব্বা।

শাজাহান ।। কোনো আপত্তি নয়। নাও।

।। ধীরে ধীরে এসে সম্রাটের সামনে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বসেন আওরঙ-

www.pathagar.com

জেব। সম্রাট মুকুট পরিয়ে দেন তার মাথায়। উঠে দাঁড়ান আওরঙজেব। শাজাহান তাকে আবার বুকে চেপে ধরেন ।।

আমার আশীর্বাদ। আমার স্নেহ। আমার গৌরব। আমার গর্ব।

।। আওরঙজেবের কপালে চুমো খান। আওরঙজেবও পিতার বাম হাতে চুমো খান। এগিয়ে আসেন জাহানারা। আওরঙজেবের বাম হাতখানা নিয়ে চুমো খান।

যবনিকা

www.pathagar.com